Pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত বড় পীর

আব্দুল কাদের

জিলানী (রহঃ)

৭৮৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত

বড়পীর

আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ)

আউলিয়ার বাদশাহ্ যিনি তিনি বড়পীর।
মনদিয়া কর পাঠ তাঁহার জীবন চরিত।।

মৌঃ আবদুল কাদের সাহেব প্রণীত

পরিবেশনায়

গওসিয়া লাইব্রেরী

মৌলবী আজ্‌হার আলী সাহেব কর্তৃক
চতুর্থ সংস্করণে সংশোধিত

প্রকাশক
গওসিয়া লাইব্রেরী
৩০, মদনমোহন বর্মণ স্ট্রীট
কলিকাতা— ৭০০০০৭

প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

নবম প্রকাশ ঃ ১৪০৫
দশম প্রকাশ ঃ
হিজরী ১১ রবিউসসানি, ১৪২১
ফাতিহা ইয়াজদাহাম।
২৯ আষাঢ়, ১৪০৭ সাল
১৪ জুলাই, ২০০০ খ্রীঃ

হাদিয়া ঃ— ৪০,০০ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ নিউ ভ্যারাইটি প্রেস
৩৮, এম, এম, বর্মণ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

আভাষ

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, ত্রিজগতের অধীশ্বর খোদাতায়ালার অপার কৃপাই আমার একমাত্র সহায়। তাঁহারই অপরিসীম করুণায় আমি কিছুদিন পূর্বে হযরত আলী করমুল্লাহ অজহুর একখানি জীবনী বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করি। উহা পাঠ করিয়া অনেকেই উক্ত আদর্শ ধর্মগুরুর প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে পারিয়াছেন। অতঃপর আমি একটি বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে থাকি। যে মহাত্মার কীর্তিগাথায় সমগ্র জগৎ মুখরিত, যাঁহার অসাধারণ প্রতিভা গৌরব আধ্যাত্মিক জগতে সূর্যসদৃশ প্রদীপ্ত, 'তাসাওফের" বড় বড় সম্রাটগণও তাঁহার চরণধূলির নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন, সেই মহাপ্রাণ তাপসকুলতিলক পীরান পীর মাহবুবে ছোবহানী গওসে সামদানী হযরত সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী কুদ্দুস সেররহু বড়পীর সাহেবের কোন সঠিক জীবনী বঙ্গভাষায় না থাকায় আমার নিকট বড়ই অন্যায় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তদনুসারে হযরত বড়পীর সাহেবের খলিফা জনাব মৌলানা শাহ্ মোহাম্মদ এমামোল একিন খোলফায়ে রাশেদীন হামদানী কাদরী সাহেব প্রণীত "সোলতানল আজকার" ও "মোনাকর গওসল আবরাব" এবং আরও দুই একখানি উর্দু-ফার্সি কেতাব অবলম্বনে সরল বঙ্গভাষায় হযরত বড়পীর সাহেবের এই জীবনীখানি প্রণয়ন করিলাম। এই গ্রন্থে "সনদের" সহিত বড়পীর সাহেবের বাল্যকাল হইতে পরলোকগমনের পর পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাও লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত ও পরিতুষ্ট হইলেই আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ধার্মিকপ্রবর জনাব হাজী আফাজুদ্দিন আহমদ সাহেব আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ।

বিনীত—
গ্রন্থকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোলামের কথা

আমি কলিকাতা গওসিয়া লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী নূরউদ্দিন আহ্‌মদ কর্তৃক প্রকাশিত হযরত পীরানপীর দস্তগীর মাহবুবে ছোবহানী গওসে সামদানী সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী কুদ্দুস সেররুহল আজিজ রাহমাতুল্লাহের জীবন-চরিত ও আশ্চর্য কেরামত নামক কেতাবখানি মোটামুটি বিষয়গুলি দেখিয়া ও কতকাংশ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আজকাল এই প্রকার কেতাবের প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। প্রকাশক মহোদয়গণ সুযোগ বুঝিয়া ঠিক সময়োপযোগী কেতাবখানি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদের পাত্র। এইরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হইবে ততই সমাজের উপকার হইবে। আমি সর্বসাধারণকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমার আন্তরিক দোয়া যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার মাহ্‌বুবে ছোবাহানির তোফায়েলে দরবারে এলাহিতে এই ক্ষুদ্র খেদমত শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

বিনীত

মোঃ রুহুল আমিন

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রশংসা	১১
শান্তি	১৪
হুজুর (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী	১৭
হযরত এমাম আলি মাকাম হোসেন (রাজিঃ)-এর বংশের নয়জন ইমামের নাম	১৯
হাসান বংশীয় সাধক প্রবরের নাম	২০
হযরত বড় পীরের জন্ম বিবরণ	২০
বড়পীর সাহেব গর্ভে থাকিয়া ব্যাঘ্ররূপে বাহির হইয়া একজন লম্পটকে সংহার করেন	২২
বড়পীর সাহেবের জন্মদিনে রোযা রাখা	২৮
হযরত আবদুল কাদেরের প্রতি দৈববাণী	২৯
হযরত বড়পীরের বিদ্যাশিক্ষা করিতে মক্তবে গমন	৩১
হযরত বড়পীর সাহেব মাকে আলোদানে সাহায্য করেন	৩২
হযরত বড়পীর সাহেবের বাগদাদ গমন	৩২
বড়পীর সাহেবের নিকট দস্যুদের দীক্ষা গ্রহণ	৩৬
মহিউদ্দিন নামের অর্থ	৩৬
কেরামতি কুরআন	৩৮
হযরত বড়পীর সাহেবের ওয়াজ	৪০
ওয়াজের সভায় জনৈকা স্ত্রীলোকের রুমাল অদৃশ্য	৪১
বড়পীর সাহেব স্বপ্নে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাজিঃ) স্তনদুগ্ধ পান	৪২
বড়পীর সাহেব কর্তৃক হযরত রাছুল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন	৪৩
আকাশে ভ্রমণকারী এক সাধু পুরুষের শাস্তি	৪৪
বড়পীর সাহেবের অলী হইবার সনদ	৪৫
ভাজা ডিম হইতে বাচ্চার জন্ম	৪৬
সর্পরূপে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ	৪৯
বড়পীরের দোয়ায় এক ব্যক্তি ঈছা নবীর আগমন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন	৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
বড়পীরের দোয়ায় একজন চোরের কুতুব হওয়ার বিবরণ	৫২
হযরত বড়পীরের কুকুর একজন তাপসের বাঘ বধ করে	৫৪
হযরত বড়পীরের নিকট একজন খৃষ্টান দর্জি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল	৫৭
হযরত বড়পীরের নিকট একজন ইয়ামনবাসী খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন	৬১
হযরত বড়পীরের প্রস্রাব দেখিয়া ৪০০ ইহুদীর ইসলাম কবুল	৬২
খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক	৬৫
একজন সওদাগর স্বপ্নযোগে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও ধনে-প্রাণে উদ্ধার লাভ করেন	৬৯
হযরত বড়পীর সাহেব খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার করিয়া একজন সওদাগরকে রক্ষা করেন	৭২
রমণীর সতীত্ব রক্ষা	৭৪
বড়পীর সাহেবের নিকট হইতে দোওয়া শিখিয়া একটি দৈত্যের প্রাণবধ	৭৬
বড়পীরের আজ্ঞায় কুমারী পাখীর কথা বলা ও পায়রার ডিম দেওয়া	৭৯
বড়পীর সাহেবের খাদেম সর্পরূপী জ্বেন হত্যা করিয়া বন্দী হয়	৮০
দৈব হস্ত কর্তৃক শয়তানকে প্রহার	৮৫
বড়পীর সাহেবের দোওয়ায় নিমজ্জিত নৌকার মৃত বরযাত্রিগণ জিন্দা হয়	৮৬
হযরত বড়পীর সাহেবের জ্বেন জাতির উপর আধিপত্যলাভ	৯০
হযরত বড়পীর সাহেবের নামের তাছিরে জ্বেন ও শয়তানের কুদৃষ্টি দূর	৯৩
হযরত বড়পীর সাহেবের কোপে নজদের বাদশার শাস্তি পাইবার কথা	৯৩
হযরত বড়পীরের সহিত বেআদবী করায় পীর শেখ ছানয়ান (রঃ)-এর দুর্দশা ভোগ	৯৯
দৈববাণী	১০৩
হযরত বড়পীর সাহেবের নামের গুণে একটি বালকের রোগ মুক্তি	১০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বড়পীর সাহেবের দোয়ায় বাগদাদ শহরের কলেরা খতম	১০৯
বড়পীরের দোয়ায় একটি স্ত্রীলোকের সাতটি মৃত সন্তান পুনরুজ্জীবিত	১১০
হযরত বড়পীর সাহেব একটি মোরগ খাইয়া উহাকে জীবিত করেন	১১৩
বড়পীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া শেখ আলী নামক একজন আরবীয়ের পুত্র লাভ	১১৬
হজরত শাহাবুদ্দীনের জীবন বৃত্তান্ত	১১৮
বড়পীরের কৃপায় বিংশতিজন স্ত্রীলোকের পুরুষ অঙ্গপ্রাপ্তি	১২১
বড়পীর সাহেব কর্তৃক একটি লোককে সাধুত্ব প্রদান	১২৩
একজন খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধু পুরুষের বিবরণ	১২৬
বড়পীর সাহেব আবুবকর হামামির কাওয়ালী গাওয়া বন্ধ করিয়া তাঁহার ফকিরী কাড়িয়া লন	১২৭
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ) ও বক্তিয়ার কাকি (রঃ)-এর সামার বিবরণ	১২৯
বড়পীর সাহেব বাগদাদের বাদশাহকে স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ করিতে দেন	১৩২
বড়পীরের হস্তস্পর্শে স্বর্ণ মোহর রক্তময় হয়	১৩৪
বড়পীরের দান করা বস্তু পঞ্চ বিংশতি বৎসর এক রকম থাকে	১৩৫
বড়পীরের নিকট শয়তানের চাতুরী	১৩৬
বড়পীর সাহেব একদিন সপ্ততি স্থানে ইফতার করেন	১৩৭
বড়পীর সাহেবের ইবাদতগুণে শুষ্ক বৃক্ষে ফল ধরে	১৩৮
হজরত বড়পীর সাহেবের ইবাদত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ	১৪১
বড়পীর সাহেব নদী মধ্যস্থিত জল-জন্তুগণকে গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা দেন	১৪১
বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থনা	১৪
বড়পীর সাহেবের ধ্যানযোগে খোদা দর্শন	১৪৩
বড়পীর সাহেবের দিকে সকলের অন্তঃকরণ	১৪৩
হযরত বড়পীর সাহেবের হাম্বলী মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা	১৪৪
হযরত বড়পীর সাহেবের হাম্বলী ইমামের জিয়ারত	১৪৫
বড়পীর সাহেব ইমাম আবু হানিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন	১৪৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান	১৪৭
মদিনায় রাছুলের (দঃ) সমাধি জিয়ারত	১৪৮
বড়পীর সাহেব দোজখে পাপীদের শাস্তি দর্শন করেন	১৪৮
এক পীর-ভক্ত হিন্দুর মৃতদেহ শ্মশানে না পুড়িবার বিবরণ	১৫০
মহর্ষি নিজামুদ্দীন জরিজর বখ্শের সোলতানাল মাশায়েখ নাম প্রাপ্তি	১৫৩
বড়পীর সাহেবের ধর্ম প্রচার সভায় চারজন সহচর-সহ হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর আগমন	১৫৪
সাধুদিগের স্কন্ধে পীর পদ স্থাপন	১৫৫
বিনা ওজুতে বড়পীর সাহেবের নাম লইলে জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হয়	১৫৮
হযরত বড়পীর সাহেবের গুণের ব্যখ্যা	১৫৯
বড়পীরের নিকট পৃথিবীর চাতুরী করিবার বিবরণ	১৬২
বড়পীর সাহেবের পরিচ্ছদের বিবরণ	১৬৩
বড়পীর সাহেবের আহার্যের বিবরণ	১৬৫
হযরত বড়পীর সাহেবের তপস্যা করিবার বিবরণ	১৬৭
হযরত বড়পীর সাহেবের অন্তিমকাল	১৬৮
সন্তান ও শিষ্যগণের প্রতি বড়পীর সাহেবের অন্তিমকালে উপদেশ দান	১৬৯
হযরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন	১৭০
হযরত বড়পীর সাহেবের সন্তান-সন্ততিগণের বিবরণ	১৭২
বড়পীর সাহেবের হস্তে মন্‌কির-নকির বন্দী	১৭৩
হযরত বড়পীর সাহেব কবর হইতে উত্থিত হইয়া তিনশত একজন লোককে মুরিদ করেন	১৭৭
একজন মহাপাপী বড়পীরের জঙ্গাল অপসারণ করিয়া মনকির-নকিরের হস্ত হইতে রক্ষা পায়	১৭৯
সৈয়দ মুখদুম সাহেবের গুপ্তবিদ্যা বিনষ্ট হয়	১৮০
হযরত বড়পীর সাহেবের জুতা ও পিরহান চুরি করায় নবাবের নবাবী নষ্ট	১৮৬
বড়পীর সাহেবের পীরী-ছেজরা	১৮৬
বড়পীরের ফারসী মোনাজাত	১৮৭

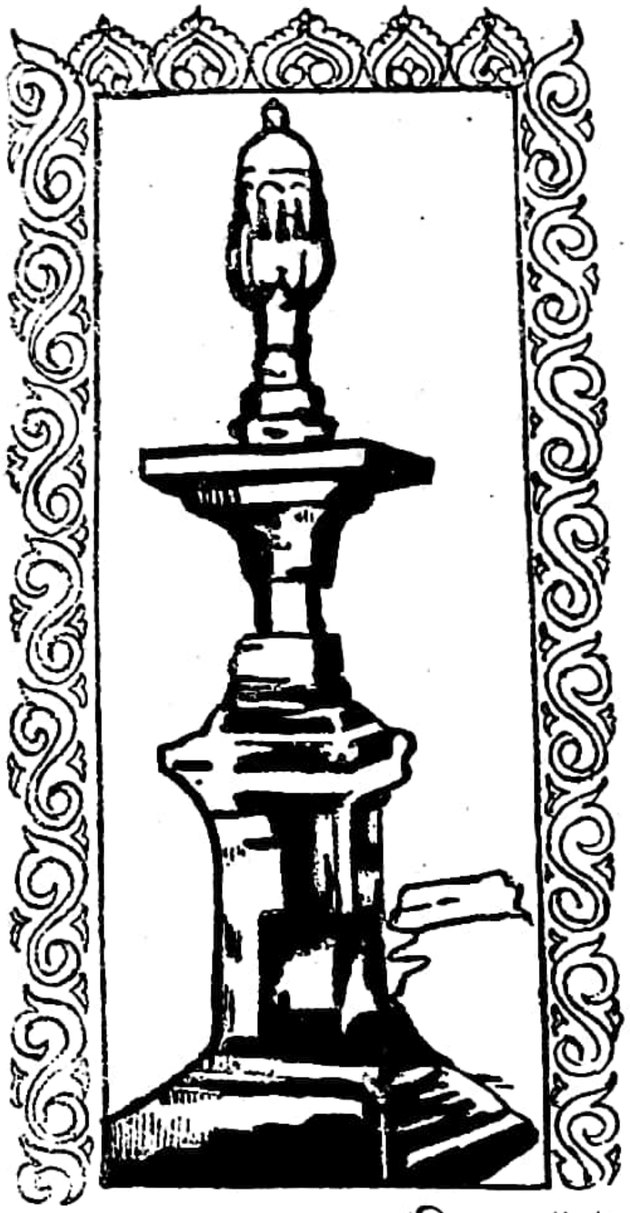

হজরত গওসে আযমের পবিত্র কেশাধার

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ)
ও
আশ্চর্য কেরামত
প্রশংসা

পরম করুণাময় অনাদি অনন্ত সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিশ্ব জগতের অধীশ্বর সেই দাতা দয়ালু, নিরঞ্জন নিরাকার নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার মানসে এক অপূর্ব মনোহর জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে আরশ কুরশি, লওহ , কলম, স্বর্গীয় দূত, স্বর্গ, মর্ত, আকাশ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য, দিবা-রাত্রি, আলো-অন্ধকার, গ্রহ-উপগ্রহ, রাহু, কেতু, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, সাগর, সলিল, নদ-নদী, অগ্নি, বায়ু, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর, তৃণ-লতা, বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, দেব-দৈত্য, ভূচর-খেচর, দানব-মানব, ইত্যাদি সৃজন করিয়াছেন— সেই অদ্বিতীয় বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তারই সর্ববিধ প্রশংসা। মানব সাধারণতঃ পাপপ্রবণ। শয়তানের প্রলোভনে সে সহজেই আকৃষ্ট হইয়া নিজের সর্বনাশ করিতে অগ্রসর হয় । এই অজ্ঞানান্ধকার পূর্ণ পৃথিবী তাহাকে সুপথ দেখাইবার জন্য পরম করুণাময় খোদাতায়ালা যুগে যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া আসিতেছিলেন। হযরত ঈছা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর যখন সমগ্র পৃথিবী ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন কি জগতে একজন সত্যধর্মাবলম্বী লোকও দুর্লভ হইয়া পড়িল। সেই সময় দয়াময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি খোদাতায়ালা জগতের পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় শেষ প্রেরিত পুরুষ মহাত্মা মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে জগতে পাঠাইয়া দিলেন । পূর্বে আরব দেশের অন্তর্গত মক্কানগরে মহাত্মা মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর আদিপুরুষ একেশ্বরবাদ ধর্ম-প্রচারক মহাত্মা ইব্রাহিম (আঃ) বিশ্ব-পালকের আদেশানুসারে পবিত্র কা'বা শরিফ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জগতের লোককে ঐ কা'বা শরিফে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার নিরূপম ও নিরঞ্জন জগৎপালকের উপাসনা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহতে বহু দেশের লোক আসিয়া পবিত্র কা'বা শরিফের মধ্যে একেশ্বর খোদাতায়ালার উপাসনায় নিযুক্ত হন। ক্রমে সেই পবিত্র কা'বা শরিফ হইতে অদ্বিতীয় একেশ্বরের উপাসনা-অর্চনা বিলুপ্ত হইয়া পড়িল ; এমন কি তাহাতে নানাবিধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনসাধারণ পূজা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় আরববাসী

pdf By Syed Mostafa Sakib

জড়োপাসক হইয়া মূর্তি-পূজাতেই মনোনিবেশ করিল। তাহারা তিনশত ষাট প্রকারের ভিন্নভিন্ন নামের দেব-দেবীর মূর্তি গড়িয়া তাহাদেরই আরাধনা উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইল। ঐ সময় পবিত্র মক্কা নগরে মহাসম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া তেতাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত একেশ্বরবাদ ধর্মকে পুনরুদ্ধার এবং কা'বার পৌত্তলিকতা মুক্ত করেন। হযরতের জ্বলন্ত বক্তৃতাপ্রভাবে সেই বহু যুগব্যাপী কুফরীর নিবিড় অন্ধকার অরুণোদয়ে দূরীভূত তিমিরের ন্যায় দেখিতে দেখিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রথমাবস্থায় হযরত আলী করমুল্লাহ অজহু ইসলাম-ধর্ম গ্রহণপূর্বক হযরতের প্রচারকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার আদর্শে কয়েকজন কোরেশ ও হাশেম বংশীয় বীরপুরুষ তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া পূর্ণতেজে ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে হযরত আবুবকর, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গনি ও মহাবীর হযরত হামজা প্রধান। যখন মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সদলে মক্কা নগরে ইসলাম-ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তিনি অংশীবাদী পৌত্তলিক জ্ঞাতি-কুটুম্ব কর্তৃক ক্রমাগত দশ বৎসরকাল পর্যন্ত অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া নানা কষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন। পরে বিধর্মীদের নিদারুণ নিপীড়নে হযরতের মক্কায় বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি মদিনাবাসীদিগের আহ্বানে সহচরগণসহ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে যাইয়া আশ্রয় লন। মদিনাবাসীগণ শুধু যে হযরত ও তাঁহার সঙ্গিগণকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় পরম যত্নের সহিত আশ্রয় দান করিলেন তাহা নহে তাঁহার মহান শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া একে একে সকলেই ইসলাম-ধর্মকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। মদিনার গলিতে গলিতে প্রান্তরে প্রান্তরে ইসলামের বিজয়ডঙ্কা বাজিতে লাগিল। তাঁহার উপদেশের অমিয় প্রবাহে দিকে দিকে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠিল। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সুপ্ত আত্মাগুলি যেন কি এক বিদ্যুৎ-স্পর্শে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ'—এই মহান ধ্বনিতে স্বর্গ-মর্ত চমকিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে সেই ধ্বনিতে সমগ্র আরবের গিরি-উপত্যকা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কা'বা শরিফের মধ্যস্থ দেবমূর্তিগুলি যেন ঝটিকা সম্পাতে তুলার ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ইসলামের বিমল নূরে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) দশ

বৎসর মাত্র মদিনায় বাস করিয়া সত্যধর্ম প্রচার করেন। অনন্তর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে (ইন্নালিল্লাহে....) হযরত লোকান্তর-গমনের পর তাঁহার চারিজন বিশিষ্ট প্রচার বন্ধু (*) একে একে খলিফার পদপ্রাপ্ত হইয়া দেশ-দেশান্তরে ইসলাম ধর্মের পূর্ণ জ্যোতির বিস্তার করেন ; কিন্তু হযরত আলী করমুল্লা অজহুর নেতৃত্বকালের শেষ সময় হইতে খারেজীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়া দ্বীন-ইসলামকে জরাজীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার পর হযরত ইমাম হোসেনের সময় এজিদ দামেস্কের বাদশাহ হইয়া মোসলেমগণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। তৎপরে রাফজি ও শিয়া এই দুইটি দল গঠিত হইয়া বিদ্বেষবশতঃ ঐ সময় হইতে ক্রমে চারিশত বৎসর পর্যন্ত দ্বীন-ইসলামকে জরাজীর্ণ হীন অবস্থায় পরিণত করিল।

পরম করুণাময় দাতা দয়ালু পুনর্বার দ্বীন-ইসলামকে নববলে বলীয়ান করিবার জন্য পরম পবিত্র সৈয়দ-বংশে মহাতাপস ঋষিকুল অদ্বিতীয় এক মহানুভব মহাত্মার সৃষ্টি করেন এবং সেই মহাত্মাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া পীর-দস্তগীর আবদুল কাদের মহিউদ্দীন জিলানী নামে অভিহিত করিয়া ক্বাদরিয়া তরিকার নেতাস্বরূপ এই ধরাতলে ধর্মের সত্যতা দেখাইতে প্রেরণ করেন। তিনি সত্য-পথভ্রষ্ট পথিকের পথ প্রদর্শনের জন্য ইসলাম ধর্মের উজ্জ্বল আলোক হস্তে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশালোকে মহাপাপী তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া ভীষণ নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিবরের চরণযুগলে আশ্রয় লইয়া শান্তি লাভ করিল। এমন কি চোর, দস্যু, ভন্ড, ঋষি, জালেম ও লম্পট পর্যন্ত পরিত্র চরণকমল স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া তাঁহরাও শত শত পাপীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাঁহার বাক্য-সুধা পান করিয়া লোকে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া সেই চরণকমলে বিনামূল্যে বিকাইয়া যাইত, যাঁহার অলৌকিক কেরামত দর্শন করিয়া বহুবার মানব অনাত্মবিস্মৃত হইয়া মুখে কেবল আল্লাহ্ নাম জপ করিতে করিতে পুত্র-পরিজন ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-বেশে দেশ-দেশান্তরে ও নিবিড় বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। আমি সেই মহাপুরুষ তাপসপ্রবরের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিব, তাহা সেই অন্তর্যামী দয়াময়ই বলিতে পারেন। পীরের চরণকমলে ভক্তি রাখিয়া লেখনী চালনা করিলাম।

(*) হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত ওসমান গনি (রাঃ) ও হযরত আলী করমুল্লাহ (রাঃ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে তাপসপ্রবর ঋষিকুল-চূড়ামণির নাম লইতে হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া যায়, তাপিত প্রাণ শীতল হয়, দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বর্ষিত হইয়া প্রেম স্রোতে অঙ্গ ভাসিয়া যায়, যে নাম লইতে কোটি কোটি পাপীর পাপ-তিমির দূরীভূত হয়, যে নাম শুনিয়া নিখিল মোসলেম-জগৎ পিপাসিত চাতকের মত হযরতের সমাধিস্থান বাগদাদ শরিফের দিকে একদৃষ্টি চাহিয়া থাকে, যে নামের গুণে ধনী-নির্ধন, আমির-ফকির, অনাহারী-ভিক্ষুক ও তাপসগণ নির্জন-বনে, গহন-কাননে নির্ভয়ে বাস করে , যে নামের গুণ-কীর্তনে বন, জঙ্গল, নদী-সাগর, মহাসাগর, প্রান্তর, পর্বত, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ, ফল, ফুল জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী, রাজা-প্রজা সকলেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই নামের কিঞ্চিৎ বর্ণনাকারীগণ আপন আপন গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

হযরত মাহবুবে ছোবহানী, কুতুবে রব্বানী নূরে ইয়াজদানী গওসে ছামদানী, মহিউদ্দীন জিলানী, সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী, পীর-দস্তগীর, আফজালোল আওলিয়া—এই সকল বড়পীর সাহেবের গুণকীর্তনে ব্যবহাব হইয়া থাকে এবং যে স্থানে ছালেহীন মহর্ষিগণের মহিমা বর্ণনা করা হয়, সে স্থানে দয়াময় খোদাতায়ালার দয়া-বারি বর্ষিত হইয়া থাকে সে জন্য মহা- মহা সাধু পুরুষগণ এই আরবী বচনটি পাঠ করিয়া গিয়াছেন—

তানাজ্জালোর রাহমাতে এন্‌দা
জেকরেচ্ছালেহীন
অর্থ

যে স্থানে ছালেহীন সাধুপুরুষগণের মহিমা বর্ণিত হয়, নিশ্চয় সেই স্থানে খোদাতায়ালার শান্তিবারি বর্ষিত হইয়া থাকে।

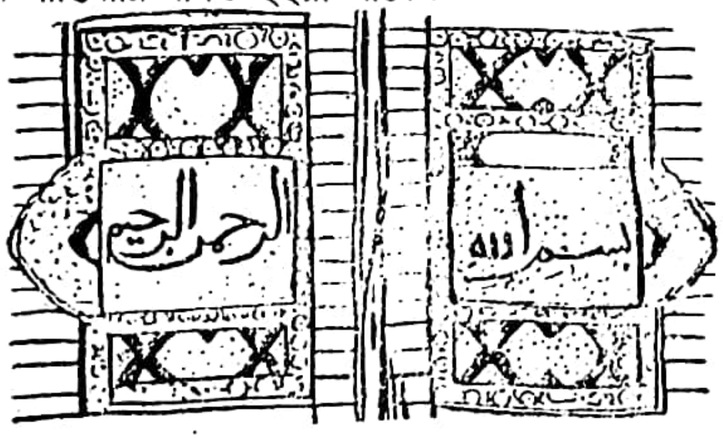

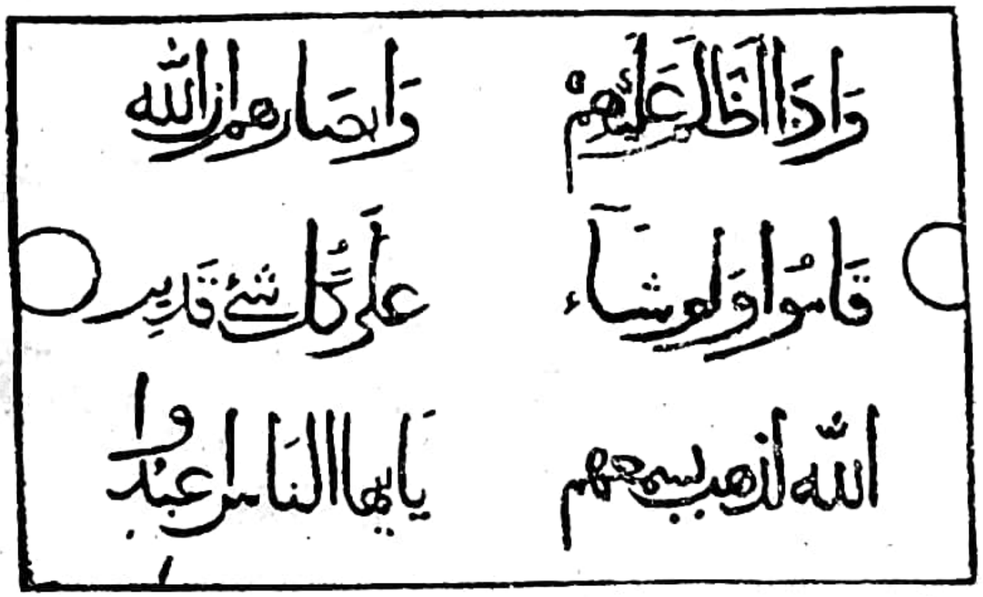

গওসে আযম হযরত বড়পীর সাহেবের মুবারক হস্তলিপি

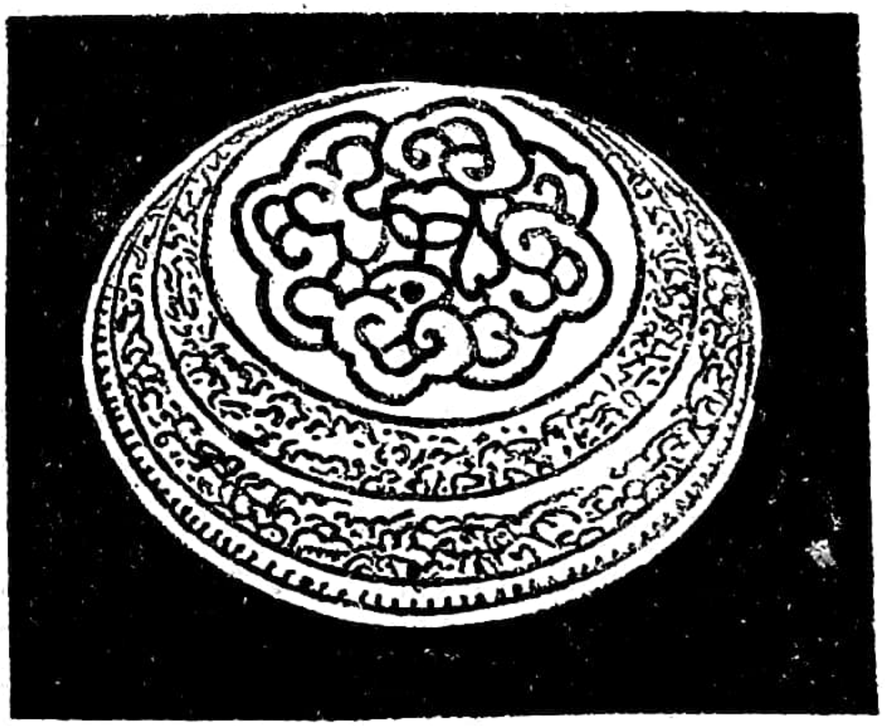

হযরত বড়পীর সাহেবের খাবার পাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভীষণ সূর্যের কিরণে মরুময় আরবদেশ ধু-ধু করিতেছে। কেবল বালুকারাশি হইতে কুয়াশার ন্যায় অগ্নিময় ধূমরাশি বাহির হইতেছে, পথে-ঘাটে জন-মানবের গতিবিধি নাই। প্রখর সূর্য-কিরণে আরবদেশ যেন একেবারে জন-প্রাণীশূন্য হইয়াছে, যে সময় কোনখানেই কোন পশু-পক্ষীর গমনাগমন দেখা যায় না, এমন সময় মদিনা নগরে রাজপুরীর বহির্ভাগে একটি বৃক্ষের নিম্নে ম্লান বদনে তিনজন মহাপুরুষ বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। পাঠকগণ! চিনিতে পারিয়াছেন কি ইঁহারা কাহারা? ইঁহাদের মধ্যে একজন ভবপারের কর্ণধার মহাপ্রভু হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ) এবং হযরত ফাতিমার উজ্জ্বল কণ্ঠহার হৃদয়ের মানিক ইমাম আলি মাকাম হযরত হাসান ও হোসেন তাঁহার দুইপার্শ্বে বসিয়া মনে মনে যেন কি চিন্তা করিতেছেন। হযরত রাছুলে করিম (ছঃ) ভ্রাতৃদ্বয়কে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, হযরতের সরল প্রাণে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তিনি আর সহ্য করিতে না পরিয়া স্নেহস্বরে ইমাম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভ্রাতঃ হোসেন! কেহ যদি তোমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, কিম্বা তোমাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, তখন তুমি তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কি অসদ্ব্যবহার করিবে?' তখন হযরত ইমাম হোসেন মাতামহকে বলিলেন—"হে পতিতপাবন অধমতারণ রাহমাতুল্লিল আলামীন! যে আমাকে বিনা কারণে প্রহার করিবে, কি আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাকে আমি একবার দুইবার ক্ষমা করিব, কিন্তু তৃতীয় বারে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিশোধ লইতে বাধ্য হইব। মানব কি দানব হইলেও আমার হস্তে তাহার রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই তাহার অধঃপতন হইবে। যদ্যপি সে সাগর-সলিলে, বনে-জঙ্গলে, গিরি-গুহায় লুক্কায়িত হয়, তথাপি তাহার নিস্তার নাই। তৎপরে হযরত রাছুলে করিম (ছাঃ) ইমাম হাসানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভ্রাতাঃ হাসান! তোমার সহিত যদি কেহ শত্রুতাচরণ করে, কিম্বা বিনা কারণে তোমাকে বিপদগ্রস্ত করে, তখন তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে কি? হযরতের কথার উত্তরে ইমাম আলি মাকাম হাসান কহিলেন—"হে নানাজান! জগৎপূজ্য মহাপুরুষ! যদি কেহ আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া অসদ্ব্যবহার করে, আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সদ্ব্যবহার করিব

এবং তাহাকে অসৎ পথ হইতে সৎপথে আনয়ন করিয়া বন্ধুভাবে গ্রহণ করিব, কখনই তাহার প্রতি কোপদৃষ্টিপাত করিব না।" হাসানের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত রাছুল মকবুল (ছাঃ) প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে কহিলেন.—"হে গুণধর ভ্রাতঃ, ফাতিমার অমুল্য নিধি! তোমার ঐ সৎকর্মের পরিবর্তে অবশ্যই আল্লাহতায়ালা কৃপা করিয়া তোমার পবিত্র বংশে এক পরম শ্রেষ্ঠ তাপস ছালেহীনকে প্রেরণ করিবেন। তিনি জগৎ মধ্যে আরাধ্য সর্বজনবরেণ্য হইয়া পাপীদিগকে উদ্ধার করিবেন। সাধুগণ তাঁহার দুর্লভ চরণযুগল নিজ নিজ স্কন্ধে ধারণ করিয়া ধন্য হইবেন এবং সেই সময় স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া জগতে সাধুদিগকে পুলকিত করিবে। সেই সময় যাবতীয় মহামনা অলি-আল্লাহ তাঁহার কৃপাদৃষ্টির প্রার্থী হইয়া থাকিবেন। সাধুপুরুষগণ তাঁহার নিকট হইতে গুপ্তবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া জগৎবাসীর নিকট সর্বদা সম্মানিত হইয়া রহিবেন। ধন্য, তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা গওসে ছামদানি আবদুল কাদের জ্বিলানির পদখানি লইয়া আপন আপন স্কন্ধে ধারণ করিবেন। অধম লেখক বলেন—যদি কখনও স্বপ্নেও সে পদ স্কন্ধে ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারি।

একদিন হযরত হাসান (রাজিঃ আল্লাহ্ আনহু) নির্জন গৃহে পরম করুণাময় বিশ্বপ্রতিপালকের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত জগৎ ধ্যান-মগ্ন হইয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাপসপ্রবর ধ্যানযোগে ঊর্ধ্বে দৃষ্টিদান করিয়া দেখিলেন যে, আরশের দক্ষিণভাগে জ্যোতির্ময় একটি উজ্জ্বল বস্তু স্বর্গ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। সেই কিরণ জ্যোতিতে সমগ্র স্বর্গের দূত আনন্দে অধীর হইয়া প্রভুর গুণ-গানে নিমগ্ন আছে। তিনি সেই অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে উজ্জ্বল রত্ন! তুমি কে এবং কি জন্যই বা আরশ মধ্যে বিরাজ করিতেছ? তাহা বলিয়া আমার মনের কৌতূহল দূর করিয়া দাও। তখনই কৃপাময়ের কৃপায় ঐ জ্যোর্তিময় বস্তু হইতে শব্দ হইল—"হে সাধুপ্রবর! আমরা বহু প্রাণী একত্রিত হইয়া খোদার গুণ-গানে নিযুক্ত আছি। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশ মধ্যে নয়জন ইমাম জন্মগ্রহণ করিবেন ; কিন্তু তোমার বংশে একজন ইমাম বা গওস জন্মগ্রহণ করিবেন।" তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিলেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হে দয়াময়! বিশ্বপ্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা! ইহাদের আদিবৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এ দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করুন! দয়াময় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"হে আমার বান্ধবের বন্ধু! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনের বংশে নয়জন ইমাম জন্মগ্রহণ করিবেন এবং অবশেষে তোমার বংশে আমার এক পরম বন্ধু তাপসশ্রেষ্ঠ ইমাম ও কুতুবুল মাশায়েখ গাওস জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বীন ইসলামকে নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিবেন।"

প্রভু কর্তৃক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) আনন্দে অধীর হইলেন। সেই দিনই তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হন। নির্দিষ্ট কাল পরে খোদাতায়ালার কৃপায় হযরত হাসান (রাঃ)-এর ঔরসে আবদোল্লা জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইমাম আলি মাকাম হোসেন (রাজিঃ)-এর বংশের নয়জন ইমামের নাম

১। ইমাম জয়নাল আবেদিন (রাঃ), ২। ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ), ৩। ইমাম জাফর (রাঃ), ৪। ইমাম মুছা কাজেম (রাঃ), ৫। ইমাম মুছা আলী রেজা (রাঃ), ৬। ইমাম জোয়েদ (রাঃ), ৭। ইমাম আলী আসকরি (রাঃ), ৮। ইমাম হাসান খালেছ (রাঃ), এবং ৯। ইমাম মেহ্‌দি আলায়হেচ্ছালাম। এই নয়জন ইমাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ইমামগণের বিষয়ে ইসলামিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হযরত ইমাম হাসান-হোসানের জীবনী পড়িলেই অবগত হইতে পারিবেন।

হাসান বংশীয় সাধকপ্রবরের নাম

হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)-এর পিতৃপুরুষগণের নাম

হযরত মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জ্বিলানী (রাঃ)-আল হাসানী ও হোসেনী ; ইনি সৈয়দ বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার আদি পিতৃপুরুষ হজরত আলী করমুল্লা আজহু। তাঁহার পুত্র ১। ইমাম হাসান (রাজি আল্লাহ্ আনহু)। তাঁহার পুত্র ২। সৈয়দ আবদোল্লাহ্ (রাঃ), সৈয়দ আবদোল্লার পুত্র ৩। সৈয়দ মূছা জুন (রাঃ), পুত্র, ৪। সৈয়দ আবদুস সানি (রাঃ), পুত্র

৫। সৈয়দ মূছা (রাঃ) , পুত্র ৬। সৈয়দ দাউদ (রাঃ), পুত্র ৭। সৈয়দ মোহাম্মদ (রাঃ), পুত্র ৮। সৈয়দ জাহেদেহি (রাঃ), পুত্র ৯। সৈয়দ আবু আবদোল্লাহ্ (রাঃ), পুত্র ১০। সৈয়দ শফিউদ্দীন (রাঃ), পুত্র ১১। সৈয়দ আবু ছালেহ মুসা জঙ্গি (রাঃ) এবং তাঁহার পুত্র ১২। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের মহিউদ্দীন জ্বিলানী গওসে ছামদানী (রহঃ) আলায়হে।

হজরত বড় পীরের জন্ম-বিবরণ

অদ্বিতীয় তাপস, সাধুপ্রবর মহাত্মা গওসল আজম মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী (রাঃ) চারিশত একাত্তর হিজরীতে পুণ্যভূমি গিলান শহরে সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবু ছালেহ মূছা জঙ্গি (রাঃ) এবং পরম সতীসাধ্বী সদগুণবতী সৈয়দ বংশীয়া রমণীরত্ন আবদোল্লা জোয়েবের কন্যা বিবি উম্মুল খায়ের ফাতিমা তাঁহার জননী বা গর্ভধারিণী মাতা। এই ঋষি কাননের প্রস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত ফুল সৈয়দবংশ মাতৃগর্ভে যখন অবতীর্ণ হইল, তখন উম্মুল খায়ের ফাতিমার ষাট বৎসর বয়স। তিনি প্রবীণা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় সাধু পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত বিমল ছটায় গিলান ভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফাতিমার প্রথম মাসে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে স্বপ্নে হযরত হাওয়া বিবি আসিয়া কহিতে লাগিলেন, "ফাতিমা খায়রোন-নেছা! জগতে তুমিই ধন্যা, তোমারই পবিত্র গর্ভে গওসল আজম স্থান পাইয়াছেন।" দ্বিতীয় মাসে হজরত ইব্রাহিম (আলঃ)-এর পত্নী বিবি সারা খাতুন স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন—"হাসান বংশের গুণবতী রমণী! তুমি গর্ভবতী হইয়াছ। তোমার পবিত্র গর্ভে নূরে আজম জগৎ গুরুর গুপ্ততত্ত্বের সংবাদদাতা স্থান পাইয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন! তৃতীয় মাসে বিবি আছিয়া স্বপ্নযোগে কহিলেন—"তোমাকে আমি শুভ-সংবাদ দিতে আসিয়াছি, সাবধান হও! তোমার গর্ভে রৌশন জমির স্থান পাইয়াছেন!" চতুর্থ মাসে ঈছা নবীর মাতা বিবি মরিয়ম স্বপ্নযোগে দেখা দিয়া কহিলেন—"তোমার ঐ গর্ভে জগতের পূজ্যপাদ মহান সাধুপুরুষ স্থান পাইয়াছেন।" পঞ্চম মাসে শেষ নবী রাছুলে করিম (ছাঃ)-এর প্রথমা পত্নী বিবি খোদেজাতুল কুবরা (রাজি-আল্লাহু আনহা) স্বপ্নযোগে কহিলেন—"তুমি গর্ভবতী আছ এবং তোমার ঐ গর্ভে দ্বীন-ইসলামের উজ্জ্বল রত্ন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিউদ্দীন জিলানী বিদ্যমান রহিয়াছেন!" ষষ্ঠ মাসে হযরত আয়িশা (রাজি আল্লাহু আনহা) স্বপ্নে আসিয়া কহিলেন—"যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাগুণে জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া থাকিবে, সেই মহাপুরুষ তোমার ঐ পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইলেন।" সপ্তম মাসে মহাবীর হযরত আলীর সহধর্মিণী ফাতিমা জোহরা স্বপ্নে দেখা দিয়া পরে সহাস্যবদনে কহিলেন—"সৈয়দ কাননের প্রস্ফুটিত ফুল প্রকাশ পাইবে এবং সেই সময়ে অলিকুল আওলিয়াগণ মত্ত হইয়া তোমার ঐ আদরের ধনকে যত্ন করিবেন।" অষ্টম মাসে হযরত হাসান পত্নী জয়নাব স্বপ্নযোগে কহিলেন—"তোমার গর্ভে যে সাধুপুরুষ জন্ম লইয়াছেন তিনি দ্বীন ইস্‌লামকে নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিবেন। ঐ সাধুপুরষের যশগান কাননের বিহঙ্গমকুল পর্যন্ত শাখা-প্রশাখায় বসিয়া গাহিতে থাকিবে।" নবম মাসে হযরত হোসেনের সহধর্মিণী স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন—"হে গুণবতী রমণীরত্ন ফাতিমা খায়রোন-নেছা! সাবধান হও! সর্বদা সতর্ক থাকিও! সুসময় উপস্থিত আর অধিককাল বিলম্ব নাই ; তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। জগতারাধ্য ধন প্রকাশ পাইবেন এবং গিলান নগরের গৃহে গৃহে সুখের হিল্লোল প্রবহমান হইবে।" আজ পীরান-পীরের মাতা সাহেববানীর কি পরম সৌভাগ্য! যাহা জগতের কোন সাধ্বী-সতীর ভাগ্যেও ঘটে নাই, আজ ফাতিমা সাহেবানীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল! বেহেশ্‌তের হুরগণ মাসে মাসে আসিয়া শুভ-সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ধন্যা, গওস্-মাতাই ধন্যা! মুক্তার ন্যায় এহেন অমূল্য মুক্তাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আজ তিনি জগতে ধন্যা ও বরেণ্যা।

বড়পীর সাহেব গর্ভে থাকিয়া ব্যাঘ্ররূপে বাহির হইয়া একজন লম্পটকে সংহার করেন

আজ পীরান-পীরের মাতা সাহেবানী পবিত্র গর্ভে উজ্জ্বল রত্নের স্থান দিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আবার সময় সময় মনে মনে কত কি চিন্তা করিতেছেন। হায়! কখন আমার ভাগ্যাকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইবে! কত দিনে গর্ভস্থিত সন্তানকে প্রসব করিয়া তাঁহার চন্দ্রমুখ দর্শনে সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি পাইব! হায়! আমার সে সৌভাগ্য কবে হইবে যে, বৃদ্ধা বয়সে সন্তানের মা হইয়া বৎসকে ক্রোড়ে

করিয়া স্নেহভরে আদরে ছেলের মুখচন্দ্রিমায় লক্ষ লক্ষ চুম্বনদান করিয়া তাপিত-হৃদয় শীতল করিব। আমি যাহা স্বপ্নে দর্শন করিতেছি, ইহা কি সত্য? হ্যাঁ, সকলই সত্য! যখন নয় মাসের গর্ভ হইয়াছে নিশ্চয়ই বিধাতার কৃপায় সন্তানের মুখ দেখিয়া মহা আনন্দে আনন্দিত হইব। হায়! কালের কি কুটিল গতি দৈববিড়ম্বনা, কি ভয়ানক ব্যাপার, অদৃষ্টের কি চঞ্চল স্বভাব, গ্রহ-নক্ষত্রের কি বিচিত্র গতি! কাহার ভাগ্যে কখন যে কি ঘটে তাহা কে বলিতে পারে? আজ ফাতিমার অদৃষ্ট-গগনে গ্রহের ফেরে অশুভের সূচনা হইল। একদিন হঠাৎ দ্বারদেশে একটা ভিখারী ফকির আসিয়া **ইল্লাল্লাহ** বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে একটি জিকির ছাড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—"বাটিতে কে আছ গো? দ্বারে অনাহারী ভিক্ষুক ফকির-মিছকিন দন্ডায়মান। যদি কেহ আল্লার বান্দা থাক, দয়া করিয়া ক্ষুধার্ত ফকিরের সংবাদ লও। বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আর সহ্য করিতে পারি না ; তাই উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।" যে সময় ফকির জিকির করিতেছিল, সে সময় কেবলমাত্র বড়পীরের মাতা সাহেবাই বাটিতে ছিলেন। কে-ই বা অনাহারী ফকিরের তত্ত্বাবধান করে, কে-ই বা তাহার ছওয়ালের জবাব দেয়! সমস্ত মহল নিস্তব্ধ, একটি প্রাণীরও সাড়া-শব্দ নাই। ফকির বাটি হইতে কোন লোকের শব্দ না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"কি আশ্চর্য! এমন আলীশান মহল হইতে কেহই এই গরীব মিছকিন ফকিরের কথার উত্তর দিল না এবং আমার দুরবস্থার প্রতি চাহিয়াও দেখিল না? হায় দুরাদৃষ্ট! একটু পানি পাইলেও পিপাসা নিবারণ করি, আর তো আমার চলিবার শক্তি নাই। হায়! হায়! অতিথির মুখের দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিল না, **ছোবহানাল্লাহ!**" আবার দম ফেলিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল—"এ আলীশান মহলে কে আছে গো? ক্ষুধার্ত ফকিরকে কিছু খাইতে দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমাদের বাটি হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে তোমরা খোদার কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইবে? রোজকেয়ামতে কি বলিয়া জওয়াব দিবে? তোমাদের কি পাপের ভয় নাই? আহা!" দয়ার্দ্রহৃদয়া সরল অন্তরা স্নেহময়ী পীরান-পীরের মাতা সাহেবানী ফকিরের কাতর ও করুণস্বর আর সহ্য করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ আহার্য বাসনে লইয়া ফকিরকে পর্দার আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া দিতে গেলেন! যে সময় হযরত ফাতিমা খায়রোন নেছা আহার্য আনিয়া দেন, সেই ফকির বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, এ মহলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি রমণী ব্যতীত অন্য কেহই নাই। তখন লম্পট ফকির কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে সবলে ফাতিমার অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। ফাতিমা লম্পট ও ভন্ড ফকিরের দুরাশা দেখিয়া সতীত্বনাশের ভয়ে একাকী অন্দরমহলের কোণে যাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং মুখে সতীত্ব ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন—"হে বিশ্বপালক অন্তর্যামী করুণাসিন্ধু! তুমি আমার অন্তরের সকল ভাব অবগত আছ, এ সময় কৃপা করিয়া নিঃসহায় কিঙ্করীকে নির্জন গৃহে রক্ষা কর!" হযরত গওসল আজম পীরান-পীর রহমাতুল্লাহে আলায়হে পবিত্র গর্ভে থাকিয়া মাতার এই ভয়ানক বিপদ দর্শন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পরিলেন না। তখন হযরতের পবিত্র আত্মা মাতৃগর্ভ হইতে ওওহে মাহফুজ হইয়া ব্যাঘ্রমূর্তিতে ফকিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দুষ্ট ফকির অকস্মাৎ ব্যাঘ্র দেখিয়া প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল ; কিন্তু অধিকক্ষণ আর চীৎকার করিবার সময় পাইল না, সেই ব্যাঘ্রের হাতেই সে প্রাণ হারাইল। দুষ্টের দুরভিসন্ধির প্রতিফল হাতে-হাতেই ফলিয়া গেল।

হযরত আবদুল কাদের মহিউদ্দীন জ্বিলানী রহমাতুল্লাহে আলায়হে যে মাতৃগর্ভ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ব্যাঘ্ররূপে ফকিরের প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মাতা সাহেবানী জানিতেন না। যখন হযরত বড়পীর সাহেবের বয়স আট বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার মাতা কোন কারণবশতঃ রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন "রে দুরন্ত বালক! আমার স্নেহ একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ?" মায়ের কথার তিনি এইভাবে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন—"হে মাতঃ! আমার উপকার কি তুমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? যে দিন তুমি একাকী ফকির-হস্তে পতিত হইয়া সতীত্ব ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলে, সেদিন আমি তোমার গর্ভ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ব্যাঘ্ররূপে সেই দুষ্ট ফকিরের প্রাণবধ করিয়া কি উপকার করি নাই?" তাঁহার মাতা পুত্রের মুখে এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং গুণধর পুত্রকে শত শতবার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

চারিশত সত্তর বা একাত্তর হিজরীর উনত্রিশে শাবান সন্ধ্যার পূর্বে আকাশে ঘোরতর মেঘের উদয় হইল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল,

শোঁ শোঁ করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, কখনও কখনও বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, তথাপি লক্ষ লক্ষ লোক রমযানের চাঁদ দেখিবার জন্য উৎসাহের সহিত একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল ; কিন্তু আকাশের নব মেঘের ঘনঘটায় গিলানবাসীরা পবিত্র রমযান শরিফের চাঁদ কেহই দেখিতে পাইল না। হতাশ গৃহবাসীরা স্ব-স্ব গৃহে রাত্রিকালে শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রিতে মেঘের গভীর গর্জনে কাহারও নিদ্রা হইল না। এমন দুর্যোগের রাত্রে গিলান নগরে বিবি ফাতিমা একটি কুটির মধ্যে প্রসব-যাতনায় অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। প্রতিবেশী রমণীগণ আসিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য নিযুক্ত আছে ; কিন্তু কষ্টের রজনী শীঘ্র প্রভাত হইতে চায় না, যেন কতই ভারবোধ হইতে থাকে। তথাপি সমাপ্তি কাহার না আছে? শৈশবের পর যৌবন, রোগের শেষ আরোগ্য, অন্ধকার অমানিশার পর পূর্ণিমার বিমল জ্যোতি, রাত্রির শেষে দিবা, কষ্টের পর সুখ—সেইরূপ বিবি ফাতিমার দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়া সুখের দিবা উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মাতৃগর্ভ হইতে হযরত গওসল আজম ভূমিষ্ঠ হইয়াই হযরত রাছুলে করিম (ছাঃ)-এর উম্মতের জন্য মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

একজন গিলানবাসী মহাজ্ঞানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন উম্মুল খায়ের বিবি ফাতিমার একষট্টি বৎসর বয়স, সেই সময় তিনি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সকল গ্রন্থকারের মতে হযরত ফাতিমা সাহেবা চারিশত সত্তর বা একাত্তর হিজরীর রমযান মাসের প্রথম তারিখে সোমবার তিনি প্রত্যুষে একটি পুত্ররত্ন প্রসব করেন। বিবি ফাতিমা খায়রোন-নেছা শুভদিন শুভক্ষণে নিরূপম রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্ররত্ন লাভ করিয়া অসীম আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। জগতারাধ্যধন মহান সাধুপুরুষকে ক্রোড়ে পাইয়া মাতা যেন আজ আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে নিজ ক্রোড়ে পাইলেন! মর্তে বাস করিয়া যেন স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, দরিদ্র ব্যক্তি যেন গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে অধীর হইলেন। সন্তান-বৎসলা জননী স্নেহভরে পুত্রের মুখে শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন। পীরান-পীরের মাতা অমূল্য রত্ন কোলে পাইয়া জগতের সমুদয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া অনিমেষ নয়নে পুত্রের মুখ চন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবু ছালেহের পুত্র হইয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনবর্গ শিশুবরকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সকলে বালকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বর্গীয়রূপ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে মাতৃক্রোড় আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। একশত পূর্ণচন্দ্রের বিমল ছটায় যত না সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, শিশুবরের মুখচন্দ্র ততোধিক শোভা সম্বর্ধন করিতেছে। তাঁহার আজানুলম্বিত সুকোমল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নদ্বয়, স্কন্ধে রাছুলের পদ (*), রক্তজবা রাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ হইতে যেন কৃপাময় বিশ্বপালকের স্তব-স্তুতি সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। সুতিকাগৃহের চতুর্দিক স্বর্গীয় দূতগণ বেষ্টন করিয়া আনন্দিত মনে দরুদ শরিফ পাঠ করিতেছেন।

জনাব মৌলানা নূর মোহাম্মদ বড় পীরের মৌলুদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী যখন গিলানভূমে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সে সময় জগতের সাধু পুরুষগণের ভাগ্যে শবে-মিয়ারাজ রজনী প্রকাশ পাইল এবং সে সময় সকল অলি-আল্লাহই বড় পীরের সম্মান রাখিয়া আপন আপন মস্তক হেঁট করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার চরণ দু'খানি স্কন্ধে রাখিবার জন্য একযোগে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

ইয়া পীর দস্তগীর মাহ্‌বুবে ছোবহানী
আমাদের কাঁধে রাখ কদম দুইখানি।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, যে রজনীতে মাহবুবে ছোবহানী ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই পুণ্য রজনীতে খাতেমন নাবিঈন সাইয়েদোল মোরছালিন শেষনবী প্রেরিত পুরুষ আপন সহচর ও আওলিয়াগণকে সঙ্গে লইয়া সৈয়দ আবু ছালেহের গৃহে পদার্পণ করিলেন এবং আপন দলবল লইয়া নিজের বংশধর পীরান পীরের প্রতি দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন—

দরুদ

ইয়ারব্বে এজ্‌নি মেনহোব্বে মাহবুবেকা
ওয়া হাবলি মেন এশ্‌কে মাশুকেকা!

রাবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ছালেহ এই দরুদ শরিফ শ্রবণ করিয়া বড়ই আশ্চর্যবোধ করিলেন। তাহার পরক্ষণেই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, হে আবু ছালেহ্! জগতে তুমি ধন্য, তুমিই ভাগ্যবান। যেহেতু

* হজরত রছুলে করিম (ছাঃ) মাতৃগর্ভ হইতে পৃষ্ঠদেশে মহরে নবুওয়াতের চিহ্ন আনিয়াছিলেন। আর বড়পীর সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে হজরত রাছুলের (ছাঃ) পদচিহ্ন স্কন্ধদেশে আনিয়াছিলেন।

তোমার ঔরসে খোদাতায়ালার প্রেরিত পুরুষের বন্ধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি ঐ বালকের নাম রাখ মাহবুবে ছোবহানী অর্থাৎ খোদাতায়ালার বন্ধু। পুনরায় শুনিতে পাইলেন—জগতে এঁর আবদুল কাদের নাম প্রচারিত হইবে, অর্থাৎ যথার্থ ইনি প্রভুভক্ত বা বিশ্বপালক জগৎকর্তার দাস হইবেন! আশীর্বাদ করি, যেন তোমার ঐ পবিত্র রত্ন গুণধর পুত্র বংশ উজ্জ্বল করিয়া জগতে মহানকীর্তি স্থাপন করেন। আবু ছালেহ এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দিত হইয়া খোদাতায়ালার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন এবং শোকরের দুই রাকাত নামায পড়িয়া পুত্রের মঙ্গল কামনা করিলেন! আমার হাবিবে দোজাহান রাছুলে করিম (ছাঃ) মাহবুবে ছোবহানীর প্রতি যে আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা "ফজায়েলে গওসিয়া" নামক গ্রন্থের মধ্যে হযরত আলী করমুল্লা অজহু হইতে এইরূপে বর্ণিত আছে—

হাদিছ

কালা রাছুলুল্লাহে (ছাঃ) আল্লাহোম্মারহাম খোলাফা এল্লাজিনা ইয়াতুনা মেম বাদেল্লাজিনা ইয়ারাউনা আহাদিসন ওয়া সেনাদি আইউআল্লেমু নাহান্নাসা।

অর্থ

হযরত রাছুল করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, হে বিশ্বপালক খোদাতায়ালা! দয়া কর আমার প্রতিনিধিত্বের (খলিফার) উপর এবং যিনি আমার পরে জন্মগ্রহণ করিয়া (ধরাধামে) আসিবেন, সে মহাত্মা আমার হাদিছ বর্ণনা করিয়া আমার তরিকা (পথ) ভালরূপে সকলকে শিক্ষা দিবেন।

জনাব মৌলানা নূর মোহাম্মদ সাহেব আপনার উর্দু গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছেন, যে তারিখে হযরত গওসল আজম জন্মগ্রহণ করেন, ঐ তারিখে একটি আশ্চর্য ঘটনার সংঘটন হয়। তাঁর জন্মভূমি গিলান শহরে ঐ দিনে পুত্রসন্তান ব্যতীত কোন রমণী কন্যাসন্তান প্রসব করেন নাই। কথিত আছে, ঐ পবিত্র গিলান শহরে এগার শত রমণী গর্ভবতী ছিলেন, তাঁহারা পীরান-পীরের জন্মদিনে পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন। হযরতের সমবয়স্ক ১১ শত বালক তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া সকলেই মহাতপস্বী অলি-আল্লাহ্ হইয়াছিলেন। হযরত গওসল আজম ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিশ্বপালক খোদাতায়ালার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে সময় যাঁহারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রসবগৃহে ফাতিমার সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালকের গোলাপ-সম-ওষ্ঠাধর ধীরে ধীরে হেলিতেছিল, আর তাহা হইতে অদ্বিতীয় বিশ্বপালকের নাম জপ হইতেছিল। তিনি মানবগণের জন্য খোদাতায়ালার নিকট মঙ্গলকামনা করিতেছিলেন ; এবং একদৃষ্টে বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তার দিকে নয়ন, মন, প্রাণ কর্ণযুগল একাগ্রচিত্তে রাখিয়াছিলেন, সে সময় দয়াময় খোদাতায়ালা স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং স্বর্গ হইতে ফেরেস্তাদিগকে শান্তিবারি বর্ষণ করিবার জন্য পবিত্রভূমি গিলান শহরে পাঠাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে স্বর্গীয়দূতের সমাগমে গিলানভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঘন ঘন দরুদ শরিফ পাঠ করিতে লাগিলেন।

দরুদ

আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন সাইয়েদোল মোরছালিন। এরশাদে আওলাদেহি শেখ আবদুল কাদের মহিউদ্দিন ক্বাদরী তরিকাতে আওয়ালিন।

জন্মদিনে বড় পীর সাহেবের রোযা রাখা

শেখ আবু সৈয়েদ রাহমাতুল্লাহ আলায়হে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গওসল আজম বড়পীর সাহেবের মাতা সাহেবানী এইরূপ বলিয়াছেন—"আমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ছোবেহ-সাদেকের পূর্বে কেবল আমার দুগ্ধ পান করিয়াছিল, কিন্তু ছোবেহ-সাদেকের পর হইতে আর আমার স্তনের দুগ্ধ পান করিল না। তাহার পরে বেলা অধিক হইলে কয়েকজন প্রতিবেশী রমণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা কল্য সন্ধ্যার সময় রমযানের চাঁদ দেখিতে পাই নাই, এখন আমরা রোযা রাখিব কি না! তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম—"তোমরা রোযা রাখিতে পার! কেননা আমার দুগ্ধের শিশু অদ্য রোযা বলিয়া স্তনের দুগ্ধ পান করে নাই। সে-ও আজ খোদাতায়ালার ওয়াস্তে রোযা রাখিয়াছে।" তিনি সন্ধ্যার পরে ইহাও বলিয়াছেন—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রাণাধিক পুত্র দুগ্ধ পান করে নাই। আর দুগ্ধ পান করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ চেষ্টাও পায় নাই।" কোন কোন লেখক বলিয়াছেন, গওসল আজম পীরানপীরের জন্ম-রজনীতে আকাশে ঘোরতর মেঘ ছিল, এজন্য অনেকেই রমযানের চাঁদ

দেখিতে পায় নাই, সকলেই চন্দ্র দর্শনে নিরাশ হইয়াছিল, তবে রমযানের চন্দ্র নিশ্চয়ই উদিত হইবে বলিয়া সকলের মনেই ধারণা ছিল। কিন্তু সেই দেশে একজন প্রবীণ দরবেশ সাধু পুরুষ বাস করিত, তিনি মনের সন্দেহ ঘুঁচাইবার জন্য ফাতিমা সাহেবানীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উম্মি! আজ কি সাহেবজাদা আপনার দুধ পান করিয়াছেন?"

তখন তিনি বলিলেন—"আজ প্রাতঃকাল হইতে আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু কিছুই পান করে নাই।" ইহা শুনিয়া দরবেশ সন্তুষ্ট হৃদয়ে বালককে আশীর্বাদ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দেশে প্রচার হইয়া গেল যে, গিলান নগরের মধ্যে একটি সদ্যপ্রসূত শিশু রোযা রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া বাগদাদ শহরের তপস্বীগণ মনে মনে ধারণা করিলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হযরত মহিউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাইহে প্রথম রমযানে যে ভূমিষ্ঠ হইয়া রোযা রাখিয়াছেন, তাহা দুই চারি দিবসের মধ্যেই সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল। আর জগতের ভণ্ড তপস্বিগণের রীতিনীতি দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তাহারা কি বুঝিয়া যে নামায -রোযা ত্যাগ করিল, তাহা বলিতে পারি না। যিনি গুপ্ততত্ত্বের (মারিফতের) পরম গুরু, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই রোযা রাখিলেন, আর ভণ্ড ফকিরেরা কি সকল পথ অতিক্রম করিয়া আগেই স্বর্গে উঠিয়াছেন?

হযরত আবদুল কাদেরের প্রতি দৈববাণী

দেখিতে দেখিতে চারিশত ছিয়াত্তর সাল আসিয়া দেখা দিল। গওসল আজম আর মাতক্রোড়ে সর্বদা শোভা পান না, পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন; পাড়ায় পাড়ায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ান, কখনও কখনও আদর করিয়া মাকে মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকেন, কখনও কখনও ছেলেদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে খেলা করিয়া বেড়ান। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি একদিন প্রতিবেশী বালকদের সহিত ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বকর্ণে একটি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। কে যেন শব্দ করিয়া বলিতেছেন—**উব্বি ইয়া মোবারক** ! অর্থাৎ তুমি আমার দিকে শীঘ্র এস মোবারক ! যেহেতু জগতে তোমাকে খেলা করিয়া বেড়াইবার জন্য পাঠাই নাই ; তুমি আর অন্য লোকদিগকেও আমার দিকে আহ্বান করিবে এবং পাপীদিগকেও উদ্ধার করিবে। সেইজন্য তোমাকে এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছি। তুমি জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া পাপীগণকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবে। আবার একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন—

অনিত্য খেলায় মত্ত কেন হে সুজন,
এস খেলা ছাড়ি কর বন্ধুরে স্মরণ।

হযরত মাহবুবে ছোবহানী এই শব্দটি শ্রবণ ভরিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু চোখের পলক পড়িতে না পড়িতেই পুনরায় সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন ভীত হইয়া গৃহে পলায়ন করিলেন। মাতা সাহেবানীকে ঐ শব্দের বৃত্তান্ত সমুদয় কহিলেন। তখন তিনি বলিলেন—"বৎস ! খুব সাবধান, নিশ্চয় জগতে তুমি মহান্ তপস্বী বলিয়া এক সময় পরিচিত হইবে। তুমি যে শব্দ শ্রবণ করিয়াছ, উহা জগৎকর্তা বিশ্বপালকেরই নিকট হইতে আগত। উহা আবার যখন শুনিতে পাইবে, তখন অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিও।" একবার মাহবুবে ছোবহানী আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে রজনীতে নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন ; সেই সময় তাঁহাকে একজন স্বর্গীয় দূত স্বপ্নে কহিলেন—"হে আবদুল কাদের জ্বিলানী ! তুমি করুণাময় সৃষ্টিকর্তা বিশ্বপালক খোদাতালাকে ভুলিয়া নিদ্রাঘোরে পতিত আছ, উঠ ! সেই প্রতিপালকের গুণকীর্তনে নিযুক্ত হও।" তিনি এই মহান স্বপ্ন দর্শনে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং সকল চিন্তা বিসর্জন দিয়া খোদাতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

হযরত বড় পীরের বিদ্যাশিক্ষা করিতে মক্তবে গমন

আগ্রা নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ সাদেক আলী আপন গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছেন, হযরত গওসল আজম রহমাতুল্লা আলায়হের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা একটি লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে গিলান শহরে একটি মক্তবে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পাঠাইলেন। হযরতের সঙ্গে পথিমধ্যে মানবাকার একটি স্বর্গীয় ফেরেস্তা আসিয়া সঙ্গী হইলেন এবং বড়পীর সাহেবকে লইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। মক্তবে আসিয়া দেখিলেন যে, বালকের সমাগমে বিদ্যালয় পরিপূর্ণ। স্থানের এমন অসঙ্কুলান হইয়াছে যে, একটি বালক আসিয়া যে বসিবে, তাহারও উপায় নাই। তখন নিরুপায়

হইয়া ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূত কহিলেন—তোমরা একটু স্থান দাও এই বালকটি বসিবেন, তাহাতে কোন বালকই সরিল না। হঠাৎ দৈববাণী হইল—"উঠ, স্থান ছাড়িয়া দাও, আল্লার অলি আসিয়াছেন, তিনি বসিবেন, আর কালবিলম্ব করিও না, তাঁহাকে বসিতে স্থান দাও।" দৈববাণী শুনিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক পর্যন্ত সকলেই আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিলেন ! বালকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিল, হযরত গওসে-পাক খোদাকে স্মরণ করিয়া এক-স্থানে বসিয়া পড়িলেন। পরে শিক্ষক মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন এবং বলিলেন—"পড়, বিছ্‌মিল্লাহির রাহমানের রাহিম।" শিক্ষকের শিক্ষা পাইয়া তখন তিনি আউজোবিল্লাহ ও বিছ্‌মিল্লাহ হইতে আরম্ভ করিয়া পবিত্র কুরআন শরিফের আলিফ-লাম-মিম শব্দসহ পঞ্চদশ পারা কুরআন শরিফ পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য-বোধ করিলেন। তিনি পুনর্বার বলিলেন—"থামিয়া রহিলে কেন? আর পঞ্চদশ পারা পাঠ কর।" পীরান-পীর গওসল আজম কহিলেন—"আর আমি জানি না, এই পর্যন্ত আমি মাতৃগর্ভে থাকিয়া শিক্ষা করিয়াছি।" ওস্তাদ কহিলেন—"ভাল! আর কেন শিক্ষা কর নাই?" তিনি কহিলেন—আমার মাতা পঞ্চদশ পারার হাফেজ ছিলেন। এই পঞ্চদশ পারা পর্যন্ত পড়িতেন, ইহার বেশী তিনি পাঠ করেন নাই, তজ্জন্য আমিও শিক্ষা পাই নাই।"

হযরত বড়পীর সাহেব মাকে আলোদানে সাহায্য করেন

"আনিছুল কাদরি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সৈয়দ জব্বার হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত বড়পীর সাহেবের মাতা ফাতিমা সাহেবানী অন্ধকার রাত্রিতে কোথাও গমনাগমন করিতেন, তখন অকস্মাৎ একটি আলোক আসিয়া প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতে থাকিত ! ফাতিমা তাহাতে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন ! একদিন অন্ধকার রাত্রিতে কোন কার্যবশতঃ যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি একটি প্রজ্বালিত আলোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। হঠাৎ সেই স্থানে বড়পীর সাহেব যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি সেই আলোকটি নির্বাপিত হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ফাতিমা কহিলেন—"বৎস আবদুল কাদের ! তুমি আসামাত্র আমার সম্মুখের আলোকটি নির্বাপিত হইয়া গেল কেন?" তখন তিনি বলিলেন—"মাতঃ! উহা একটি উপদেবতার আলোকমাত্র—আমি উহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উহার পরিবর্তে আপনার সাহায্যার্থে খোদাতায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত একটি জ্যোতি প্রদান করিতেছি। যখন অন্ধকারে কোথাও গমনাগমন কবিবেন, তখনই ঐ দৈব-আলোকে আপনার পথ আলোকিত হইয়া যাইবে।" এই কথা গিলান নগরে প্রচারিত আছে যে, সেই দিন হইতে ফাতিমা বিবি অন্ধকারে যখনই কোথাও যাইতেন, তখনই দৈব-আলোকপ্রাপ্তা হইতেন। এমন কি সেই আলোকে সমস্ত গৃহদ্বার আলোকিত হইয়া পড়িত ; অন্য প্রদীপের আবশ্যক হইত না।

হযরত বড়পীর সাহেবের বাগদাদ গমন

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হযরত বড়পীর সাহেব নিজের জমিতে চাষ করিবার জন্য গরু হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং যষ্টির দ্বারা গরুটিকে তাড়না করিতেছিলেন। তাহাতে গরুটি বড়পীর সাহেবের তাড়নায় বিরক্ত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া কহিল—"হে আবদুল কাদের।

মা-লেহাজা খোলেক্‌তা ওয়া-মা বেহাজা বোয়েস্‌তা

তুমি এই কার্যের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই ; এইরূপ কার্য করিবার জন্য তোমাকে জগতে পাঠান হয় নাই। তিনি চতুষ্পদ জন্তুর নিকট এই উপদেশটি প্রাপ্ত হইয়া তখনই আপনার গৃহের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া অট্টালিকার উপর উঠিয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, আরাফাতের প্রান্তরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, সকল লোক হস্ত তুলিয়া বিশ্বপালকের নিকট মঙ্গল কামনা করিতেছে (*)। আরাফাত প্রান্তরের হাজিগণের এই মহান দৃশ্য দর্শন করিয়া হযরত পীরান পীরের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। তখনই নিম্নে আসিয়া করজোড়ে বিনয়বচনে মাতৃ-সন্নিধানে নিবেদন করিলেন, 'মাতঃ ! আমাকে আশীর্বাদ করিয়া সুপ্রসন্ন মনে বিদায় দিন, আমি বিদ্যাশিক্ষা হেতু বাগদাদ নগরে গমন করিব।" এবং সেখানকার মহা মহা সাধু-সংসর্গ লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।" তৎপরে প্রান্তরের সমস্ত বৃত্তান্ত একে একে মাতার নিকটে প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া দিলেন। তখন মাতা সাহেবা পুত্রের বিদেশযাত্রার জন্য

(*) আরাফাত মুসলমানদিগের হজব্রতের পুণ্যভূমি।

নিজের হস্তে একখানি পিরহান প্রস্তুত করিয়া সেই পিরহানের ভিতরে চল্লিশটি দিনার যত্নের সহিত সেলাই করিয়া দিলেন ; কেননা কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত হইলে গুপ্ত মুদ্রা দ্বারা বিপদ রক্ষা হইতে পারিবে।

তাহার পরদিন একদল বণিক আসিয়া উপস্থিত হইল ; হযরত বড়পীর সাহেব তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বাগদাদ গমন করিতে মাতার নিকট বিদায় চাহিলেন। মাতা কহিলেন, যাও বৎস ! তোমার রক্ষক সেই কৃপাময় বিশ্বপালক জগৎকর্তা, তিনি তোমাকে সবস্থানে সকল সময়ে রক্ষা করিবেন। বিপদে পড়িলে তাঁহারই শরণাগত হইও, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যের আশ্রয়প্রার্থী হইও না। মাতা দুগ্ধপোষ্য বালককে যদিও প্রহার করে, তথাপি বালক অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়ের ক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত হয়। তখন সেই পুত্রবৎসলা জননী বালককে ক্রোড়ে লইয়া সোহাগভরে তাঁহার চাঁদমুখে লক্ষ লক্ষ চুম্বন প্রদান করিতে থাকেন। খোদাতায়ালাও আমাদের প্রতি সেইরূপ দয়াবান। মানব যখন বিপদে পতিত হইয়া অন্যের আশ্রয় অন্বেষণ করে তখন তিনিই দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহার প্রতি শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন ; যেমন ভীষণ সঙ্কটে অগ্নি হইতে ইব্রাহিম (আঃ)-কে রক্ষা করিয়াছিলেন। যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার পবিত্র কুরআন শরিফের সূরা আম্বিয়ার পাঁচ রুকুর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন—

আয়েত

ক্বোল্‌না ইয়া নারোকুনি বারদাঁও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিমা

অর্থ

খোদাতায়ালা বলিলেন, "হে অগ্নি ! তুমি ইব্রাহিমের উপরে শীতল ও শান্ত হও।" অর্থাৎ জ্বলন্ত হুতাশনে ইব্রাহিম আলায়হিচ্ছালামকে সেই অগ্নি হইতে তাঁহার জন্য মনোহর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিয়া খোদাতায়ালাই রক্ষা করিয়াছিলেন। সাবধান ! তুমি খোদাতায়ালার সাহায্য ব্যতীত অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইও না। আর একটি কথা স্মরণ রাখিও—তোমার জামার বগলের নিম্নে চল্লিশটি দিনার সেলাই করিয়া দিয়াছি ; কখনও বিপদে পড়িলে ইহার জন্য মিথ্যা বলিও না ; যেহেতু তুমি মিথ্যা বলিলে খোদাতায়ালার নিকট গোপন করিতে পারিবে না। সত্য কথার মার নাই,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু অসত্যের অসংখ্য দোষ। হযরত গওসল আযম মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকৃত হইয়া বণিকদলে মিলিত হইলেন। তাহারা হযরতকে সঙ্গে লইয়া বাগদাদের দিকে গমন করিল। দুই একদিন পরে একটি প্রান্তরের মধ্যে সকলে তাঁবু ফেলিয়া (শিবিরস্থাপন করিয়া) রহিল। বণিকদল পথ চলার পরিশ্রমে আহারের পর যে যাহার তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। এমন সময় একদল দস্যু আসিয়া বণিকদিগকে আক্রমণ করিল। নিদ্রাভঙ্গে দস্যুর ভীষণাঘাতে বণিকগণের কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল, কেহ কেহ আহত হইয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিল। দস্যুগণ বণিকদের মাল-পত্র সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইল। হযরত বড়পীর সাহেব দস্যুগণের অত্যাচার দেখিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নির্বাক হইয়া সেই প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন প্রচণ্ডমূর্তি ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ দস্যু আসিয়া কহিল, "রে বালক ! তোর সঙ্গে কি কিছু আছে?" তাহার সেই করালবদন ও বিকটমূর্তি দর্শনে ও কর্কশ বাক্য শ্রবণে তিনি কিছুমাত্র ভীত হইলেন না বরং অকুতোভয়ে বলিলেন, "হাঁ, আছে বৈ কি ! দস্যু বলিল, "কি আছে?" তিনি কহিলেন "চল্লিশটি দিনার আছে।" পুনরায় দস্যু কহিল, কৈ কোথায় আছে।" উত্তর হইল—"এই আমার পিরানের সঙ্গে সেলাই করা বগলের নীচে আছে।" বালকের কথায় দস্যু ঠাট্টা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও সেইরূপ উত্তর করিলেন। তাহারা উভয়ে আপন সর্দারের নিকট গিয়া সমস্ত বিষয় অবগত করাইলে সর্দার তখনই বালকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ তোমার নিকট কি আছে।" তিনি নির্ভয়চিত্তে কহিলেন, "চল্লিশটি দিনার আমার বগলের নীচে আছে। সর্দার তখনই পিরহান কাটিয়া দিনার কয়টি বাহির করিয়া কহিতে লাগিল, "হে বালক ! তুমি আমাদিগকে দেখিয়াও কি সাহসে নির্ভয় চিত্তে দাঁড়াইয়া আছ? আমাদের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার কি একটুও ভয় হইল না? আমরা তোমার সম্মুখে কতশত জনকে মারিয়া ফেলিলাম, তথাপি তোমার গুপ্ত মুদ্রা গোপন না করিয়া আমাদের নিকট সত্য প্রকাশ করিয়া দিলে।" হযরত বড়পীর সাহেব বলিলেন, "এক জগৎপালক শাসনকর্তা ব্যতীত কাহাকেও কখনও ভয় করি নাই এবং করিবও না ; অসত্য কথা কাহারও নিকট বলি নাই এবং বলিবও না।" এই বলিয়া এই বয়েতটা পাঠ করিলেন।

বয়েত

রাস্তি মুজ্‌বে রেজায়ে খোদাস্ত,
কাস্ না দিদাম কে গম্ শোদ আজ্ রাহেরাস্ত।

অর্থ

সত্য কথায় রাজি খোদায়,
সৎপথে কভু নাহি কেহ ভয় পায়।

বড়পীর সাহেবের নিকট দস্যুদের দীক্ষা গ্রহণ

ডাকাত সর্দার একদৃষ্টে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বাক্যাবলী শুনিতেছিল। বালকও তাহার দিকে চাহিয়া নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন, 'হে দস্যুদলপতি ! আমি আসিবার কালে আমার মাতার নিকট শপথ করিয়াছিলাম যে, কখনও সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না এবং তোমার সহিত যে সত্য কহিলাম, এই সত্য কখনও ভঙ্গ করিব না। এখন কেমন করিয়া সত্য ভঙ্গ করিয়া মিথ্যা বলিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইব এবং ভবধামে আসিয়া দুই চারি দিবসের জীবনের জন্য মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেন জাহান্নামের পথে যাত্রা করিব?' দস্যুপতি বালকের মুখে এই সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরকালের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লাহো আকবার বলিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সোবহানাল্লাহ্, এই বালকটি আপনার মাতার ওয়াদা পালনে বাধ্য আর আমি আমার প্রতিপালক জগৎ পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপ কার্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়া দিলাম। হায় ! আমার মত মহাপাপী জগতে আর ত কেহই নাই।" এই বলিয়া সঙ্গী দস্যুদিগকে বলিল—"আর আমার পরধনে আকাঙ্ক্ষা নাই. তোমরা সকলেই গ্রহণ কর; এখন আমি পরকালের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য এই বালককে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া গুপ্ততত্ত্ব অবগত হই।" এই বলিয়া দস্যুপতি বালকের হস্তে দীক্ষিত (মুরিদ) হইয়া মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিল। সর্দারের দেখাদেখি অপর দস্যুগণও মুরিদ হইয়া বণিক দলের সকল মালপত্র ফিরাইয়া দিল। খোদাতায়ালার কৃপায় বড়পীরের অঙ্গস্পর্শে ষাটজন দস্যু সকলেই মহাতপস্বী সাধপুরুষ হইয়া গেল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহিউদ্দিন নামের অর্থ

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস্ দেহ্লবী রাহমাতুল্লাহ আলায়হে "আখবারল আখিয়ার" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হযরত বড়পীর সাহেব যে সময় দস্যুদিগকে মুরিদ করিয়া একাকী বাগদাদ নগরের দিকে চলিলেন, সেই সময় দাতা দয়ালু খোদাতায়ালা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইসলাম-ধর্মকে মানবাকারে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যে পথ দিয়া বাগদাদ নগরে যাইতেছিলেন সেই পথে একটি লোক জরা-জীর্ণাবস্থায় হীনবল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। সেই লোকটি পীরসাহেবকে দেখিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে কহিল—"হে মাহবুবে ছোবহানী ! অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমার হাত ধরিয়া তোল, আমি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, উঠিতে পারিতেছি না।" ইহা শুনিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে মাহবুবে ছোবহানী হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। যখন হযরত তাহাকে স্পর্শ করিলেন, তখনই সেই ক্ষীণজীবী পুরুষটি নববলে বলীয়ান হইয়া জ্যোতির্ময়রূপে প্রবল শক্তিতে দাঁড়াইয়া বলিল—'তুমি আজ আমাকে যেমন নববলে বলিয়ান করিয়া আমার দেহে পূর্বশক্তি প্রবেশ করাইয়াছ, তেমনি তুমি আমার নিকট হইতে মহা গৌরবসূচক মহিউদ্দিন নাম প্রাপ্ত হইলে ! আজ হইতে জগতে তোমার মহিউদ্দিন নাম ঘোষিত হইতে থাকিবে। হে পবিত্র পুরুষ ! আমি কে তাহা তুমি বুঝিতে বা জানিতে পার নাই। আমি দ্বীন-ইসলাম।' এই বলিয়া দ্বীন-ইসলাম অদৃশ্য হইয়া গেলেন। হযরত তথা হইতে বাগদাদের মাদ্রাসায় আসিয়া ওস্তাদের নিকট নানা প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। সামান্য দিনের মধ্যেই তিনি হাদিস, ফেকা ও তফসির পড়িয়া মহাপণ্ডিত হইয়া গেলেন। তিনি যে বিদ্যায় মহাবিদ্বান হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই কৃত আরবী পদ্যটি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আরবী কাসিদা

"দারাস্তল এলমা হাত্তা ছেরতো
কোতেবান ইয়াও ওয়ানেল তোছ
ছায়াদা মেম মাওলাল মাওয়ালি।"

অর্থ

অঢেল বিদ্যা শিক্ষা আমি করিনু এ ভুবনে
নিশ্চয় কোতব আমি হইনু তাহাতে।
মহাপুণ্যবান যবে হইনু ধরাতলে
লভিলাম গুপ্ত বিদ্যা খোদার দয়ায়।

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাছুল মকবুল (ছাঃ) মাহবুবে ছোবহানী (রাঃ)-এর বিদ্যার প্রশংসা করিবার কালে এই বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—**ক্বা-লু ওয়ামাল মোফ্রাদুনা**। এই বাক্যটি উচ্চারণ করায়, কোন সহচর হযরত রাছুল করিম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে প্রেরিত পুরুষ ! **মোফরদ্দীন** কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন, **মোফরদ্দীন** ঐ লোক, যিনি সদা-সর্বদা খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। এজন্য হযরত বড়পীর সাহেব মোফরদ্দীন নামপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "মজ মুয়ে ফাজায়েল" গ্রন্থের মধ্যে লিখিত আছে যে, শেখ ওসমান বাগদাদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় হযরত আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ) বাগদাদ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া ছয় শত ছাত্রকে তাসাউয়ফ বা মারিফত বিদ্যা, ফেকা, হাদিস ও তফসির শিক্ষা দিতেন সে সময় কি মনোহর দৃশ্য দেখা যাইত। যে সকল ছাত্রের পড়িবার কেতাব না থাকিত, তাহাদিগকে তিনি নিজ হস্তে হাদিস, ফেকা, তফসির লিখিয়া দিতেন।

কেরামতী কুর-আন

"জোব্দাতল আবরার" নাম গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল মজ ফুরের পুত্র মোবারক হেকমত বা ভোজবিদ্যায় মহাপারদর্শী ছিলেন। তিনি যেখানে সেখানে ম্যাজিক বা ভোজবিদ্যা দেখাইয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন হেকমতের কেতাবখানি সঙ্গে লইয়া হযরত পীরান পীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হযরত কহিলেন, 'মোবারক! তোমার সঙ্গে যে হেকমতের কেতাবখানি আছে, উহা তোমার অতি আদরের সামগ্রী নয়। তুমি ঐ পুস্তকখানি পানিতে ধৌত করিয়া লইয়া আইস, নিশ্চয় জানিবে, ঐ পুস্তকস্থ বিদ্যাশিক্ষা করা মুসলমানের নীতিবিরুদ্ধ।' হযরতের কথায় লজ্জিত হইয়া মোবারক বড়ই ভাবনা-চিন্তা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতে লাগিলেন। হায়! আমার সাধের কেতাব কেমন করিয়া পানিতে ধুইয়া ফেলিব? কত চেষ্টা করিয়া এই পুস্তকটি পাইয়াছিলাম, নষ্ট করিয়া ফেলিলে আর কোথায় পাইব? হযরত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আরক্ত-লোচনে কর্কশস্বরে কহিলেন, "মোবারক ! তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, নতুবা হাতের কেতাব দূরে নিক্ষেপ কর অথবা তোমার গৃহে রাখিয়া আইস, উহা আর কখনই আমার সম্মুখে লইয়া আসিও না।" মোবারক বড়পীরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন হাত অবশ হইয়া পড়িল। মস্তক হেঁট করিয়া অধোমুখে কত কি চিন্তা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "প্রভু ! ক্ষমা করুন, আমি আর পুস্তকের মায়া করিব না।" তখন দয়ার সাগর মাহবুবে ছোবহানী বলিলেন, "দাও, তোমার পুস্তকখানি আমার হাতে দাও। মোবারক পুস্তকখানি দিবার সময় একবার খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে একটিমাত্রও অক্ষর নাই, পৃষ্ঠাগুলি অক্ষর শূন্য হইয়া সমস্ত পুস্তকখানি শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। তিনি বিস্মিত হইয়া তাহা বড়পীরের হস্তে অর্পণ করিলেন। হযরত পুস্তকখানি হস্তে লইয়া তাহার সমুদয় পৃষ্ঠা একে একে উল্টাইয়া দেখিলেন। পরে মোবারককে ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "ইহা এমন কি উত্তম গ্রন্থ, যাহা পাঠ করিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়া যায়? যাহাহোক, এই পবিত্র গ্রন্থ পবিত্র হইয়া ধর।' মোবারক তৎক্ষণাৎ অজু করিয়া আদবের সহিত হযরতের হাত হইতে পুস্তকখানি লইয়া খুলিলেন, উহা মহাগ্রন্থ পবিত্র কুর-আন শরীফ এবং তাহার অনুবাদ ও তফছির। এই কেরামতি কুর-আন দর্শন করিয়া মোবারক পীরের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। হযরত তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন "মোবারক ! তুমি ঐ ভোজবিদ্যা যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাও এবং পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সরল অন্তরে তওবা কর।" তিনি তখনই পীরের হস্তে হস্ত দিয়া কৃত-পাপ বিমোচনের জন্য সরল অন্তরে তওবা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অর্জিত ভোজবিদ্যা লোপ পাইয়া গেল। তিনি জগতের মধ্যে সাধু হইয়া খোদাতায়ালার সাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

হযরত বড়পীর সাহেবের ওয়াজ

তাপস-কুলচূড়ামণি মহাত্মা আবদুল কাদের জ্বিলানী দয়াময় খোদাতায়ালার ও প্রেরিত পুরুষের আদেশসমূহ কায়মনোবাক্যে ও প্রাণপণ যত্নে পালন

করিতেন। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা ছিল। তিনি সময়ে সময়ে নির্জন অরণ্যে মানব চক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া তন্ময়চিত্তে বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। দেশে-দেশে পল্লীতে পল্লীতে, মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার সুমধুর উপদেশ-বাক্যে শত শত পাপী পাপপথ ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিত। শ্রোতাগণ একদৃষ্টে হযরতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত ; এমন কি তাহারা জড়পদার্থবৎ নির্বাক হইয়া একাগ্রচিত্তে ওয়াজ শুনিয়া নিজ নিজ জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। তাঁহার বক্তৃতায় কি মোহনী শক্তি ছিল তাহা কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়োছেন।

কাসিদাহ

নজর জেসপে হো দাস্তাগির কা
সঙ্গ দিলভি মোম হোতা হ্যায়।

অর্থ

করিতেন যার উপর দৃষ্টি
পাষাণ হৃদয় গ'লে হয়ে যেতো মোম।

তিনি বড় বড় সভা-সমিতিতে এইভাবে ওয়াজ-নসিহত করিতেন, 'হে মোসলেম ভ্রাতৃগণ। তোমরা মন্দ বা দুষ্ট লোককে কখনও আশ্রয় দিও না, মন্দ বাসনা পূর্ণ না হইলে তজ্জন্য দুঃখিত বা বিরক্ত হইও না। সচ্চরিত্র ও সৎলোককে কখনও কষ্ট দিও না ; অতি আবশ্যক ও অভাব বোধ হইলেও কাহার নিকট যাচ্ঞা করিও না ; পরকালপ্রাপ্তির জন্য সর্বদা সাধুলোকের সঙ্গ লইও। যে সকল দরিদ্র লোক দান পাইবার উপযুক্ত, প্রার্থনা করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে দান করিও। জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান লোকদিগকে ভক্তি সম্মান করিও, ধর্ম-বহির্ভূত কথার প্রতি মনোযোগ দিও না। যাঁহারা খোদা-প্রেমিক সাধুলোক, তাঁহাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিও না। যে সকল জ্ঞানী ও সাধু লোকের-দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সকল উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, নিজের ক্ষতি বোধ হইলেও সেইরূপ লোকদিকের সঙ্গ ছাড়া হইও না।" এইরূপ নানা উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া তিনি শত শত পাষাণ হৃদয় মূর্খলোকদিগের সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়াজের সভায় জনৈকা স্ত্রীলোকের রুমাল অদৃশ্য

"সেফাতল আউলিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে একদিন হযরত বড়পীর সাহেব তেজঃপূর্ণ শরীরে এস্কে এলাহিতে নিমগ্ন হইয়া ওয়াজ বা বক্তৃতা করিতেছিলেন। হঠাৎ হযরতের মস্তক হইতে পাগড়ীটি খুলিয়া পড়িল ! ইহা দেখিয়া সভাস্থ শ্রোতাগণ সকলেই মস্তক হইতে নিজ নিজ পাগড়ী ও টুপি খুলিয়া পীরান-পীরের পাগড়ীর সঙ্গে একত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন। পরে যখন ওয়াজ-নসিহত শেষ হইয়া গেল, তখন হযরত আপনার পাগড়ীটি লইয়া সভাস্থ সকলকে নিজ নিজ পাগড়ী ও টুপি তুলিয়া লইতে বলিলেন। পীর সাহেবের আদেশে তখনই যাহার যে পাগড়ী ও টুপি তুলিয়া লইলেন। সকলে আপন আপন পাগড়ী ও টুপি লইবার পরে দেখিলেন যে, সে স্থানে বেশীর ভাগ একটি স্ত্রীলোকের মস্তক-ঢাকা রুমাল পড়িয়া আছে। তাহাতে সকলেই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—এ সভায় তো কোন স্ত্রীলোক আসে নাই? তবে এ রুমালটি কোথা হইতে আসিল? এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে সেই রুমালটি সকলের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন সভাস্থ সকলেই আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শেখ আবুওয়াল কায়েম রাহমাতুল্লাহ আলায়হে হযরতের নিকটে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "মহাত্মন! ঐ রুমালটি কাহার এবং উহা কোথায় চলিয়া গেল?" তিনি বলিলেন—"এই পল্লীর মধ্যস্থিত কোন এক বাটির একটি মহাতপস্বিনী স্ত্রীলোক অন্দর-মহল হইতে আমার ওয়াজ শ্রবণ করিতেছিলেন, যখন তোমরা মস্তক হইতে নিজ নিজ টুপি ও পাগড়ী খুলিয়া রাখিলে, সেই সময় ঐ গৃহবাসিনী তপস্বিনী রমণীও আমার সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তকের রুমাল খুলিয়া এখানে রাখিয়াছিলেন. সেই রুমালটি এখন অদৃশ্য হইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া গিয়াছে।" আর একদিন তিনি অগ্নিময় তেজঃপূর্ণ শরীরে ধাত্রীগৃহে ওয়াজ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই ওয়াজের প্রচণ্ড তেজে গৃহস্থিত জ্বলন্ত প্রদীপ অস্থির হইয়া ঘূর্ণি-বায়ুর মত চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। ওয়াজ বন্ধ হইবার পরে সেই জ্বলন্ত প্রদীপ স্থিরভাব ধারণ করিল। গুণবতী ধাত্রী প্রদীপের আশ্চর্য ভাব দর্শন করিয়া হযরতকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইল। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন—'হে ধাত্রীমাতা ! আমার জ্বালালী ফায়েজ জ্বলন্ত প্রদীপ সহ্য করিতে পারিতেছিল না বলিয়া প্রদীপটি স্থির থাকিতে না পারিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিল।

দরুদ সালাম

আস্‌সালাম আলায়কা ইয়া মাহবুবে ছুবহানী
আস্‌সালাম আলায়কা ইয়া গওসে ছামদানী
আস্‌সালাম আয় সাইয়েদে ইয়া মওলাআলী।
আস্‌সালাম আয় সাইয়েদে ইয়া শাহেজ্বিলানী।
ইয়ামির মহিউদ্দীন—ইয়া শেখ মহিউদ্দিন !

বড়পীর সাহেব স্বপ্নে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ)-র স্তনদুগ্ধ পান

"জওয়াহেরল ক্বাদরী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হযরত এবনে এসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হযরত গওসে সাকলায়েন পীরান-পীর দস্তগির রাহমাতুল্লা আলায়হে বলিলেন, "আমি এক সময় রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম, আকাশ হইতে কয়েকজন স্বর্গীয় দূত আসিয়া আমাকে শূন্যে উঠাইয়া মদিনা শরীফে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহু আন্‌হার পার্শ্বে রাখিয়া তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাজিঃ) আমাকে অতি যত্নে ও স্নেহের সহিত আদর করিয়া নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। যখন তিনি আমাকে বাৎসল্যভাবে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার পবিত্র স্তনযুগল হইতে প্রবলবেগে নদীর স্রোতের ন্যায় দুগ্ধস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি সেই সুধাতুল্য পবিত্র স্তনদুগ্ধ পান করিয়া উদর পূর্ণ করিলাম। সে সুধাসম দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ সুশীতল হইল, হৃদয়ে শান্তি আসিল, দৈববলে সর্বশরীর বলিষ্ঠ হইল এবং প্রত্যেক লোমকূপ মারিফত-বিদ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্বর্গের সুশীতল সমীরণে হৃদয় যেন নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময় সারওয়ারে আম্বিয়া খাতেমান মোরসালিন নবীয়ে দোজাহান আসিয়া হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)-কে বলিলেন,

ইয়া আয়েশাতা হাজা ওলাদোনা ওয়া কোর্‌রাতো আইঁইউনোনা ওয়াজিহান ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখেরাতে—

অর্থ

হে আয়িশা ! ইনি তোমারই বংশধর সন্তান, ইহকাল ও পরকালের জন্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বড়পীর সাহেব কর্তৃক হযরত রাছুল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন

"তালখিয়েছ ক্বালাদ" নামক গ্রন্থে শেখ আবুজেকরিয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত গওস পাক পীরান-পীর (রঃ) বলিয়াছেন—'একদিন আমি দেখিতে পাইলাম যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছাঃ) একটি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শূন্যপথে আমার গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন ধরণীতলে রাখিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে উজ্জ্বলতম বংশধর চূড়ামণি নরুল-আইন (জ্যোতির্ময় দর্পণ)। শীঘ্র আমার নিকটে আইস। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই তাঁহার পার্শ্বে সালাম করিয়া দাঁড়াইলাম। দয়ার সাগর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়া নিজের পার্শ্বে সিংহাসনে বসাইয়া অতি আদরে আমার ললাটদেশে চুম্বন প্রদান করিলেন। তৎপরে তাহার পবিত্র অঙ্গ হইতে পরিহিত পিরহানটি খুলিয়া স্বহস্তে আমার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—

হাজা খলিফাতোল গাওছিইয়েতে আলাল কোতবে—

অর্থ

তোমাকে প্রতিনিধি বাদশাহী-পদ দান করিয়া মহাআদেশদাতা বা শহর-রক্ষাকর্তা করিয়া দিলাম।

আকাশে ভ্রমণকারী এক সাধুপুরুষের শাস্তি

"জওয়াহেরল আছ্রার" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুয়াল গানায়েম (রঃ) বলিয়াছেন যে, একদিন আমি হযরত মহিউদ্দিন বড়পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম—হযরত যে বৃক্ষতলে সদা-সর্বদা আসিয়া বসিতেন, সেই বৃক্ষতলে একটি অর্ধবয়সী লোক ধুলায় শুইয়া শয্যাগত রোগীর মত হাত ও পা আছড়াইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। স্বচক্ষে তাহার সে দুর্দশা দর্শন করিয়া আমার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না ; তখনই তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—হে পীড়িত পথিক! আপনি কি জন্য এই বৃক্ষতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন? আপনার কি হইয়াছে বলুন, সাধ্য থাকে উপকার করিতে চেষ্টা

করিব।" পথিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আমি হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানীর নিকট মহা অপরাধ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার কৃত পাপ বিমোচনের জন্য হযরতের নিকট প্রার্থনা করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন কি? আমি সেই অপরিচিত পথিকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বড়পীর সাহেবের নিকট গিয়া সেই পথিকের সমুদয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া করুণস্বরে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলাম, "হুজুর ; অধমতারণ পতিত পাবন ; দয়া করিয়া সেই মহাপাপী নির্বোধ পথিকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তখন দয়ার আধার পীরান পীর কহিলেন—"ভাল, তোমার কথা রাখিয়া ঐরূপ মহা অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করিলাম, কিন্তু তাহাকে সাবধান করিয়া দিও ; দ্বিতীয়বার যেন সে এইরকম অন্যায় কার্য আর না করে। আবার যদি তাহাকে এইরূপ অপকর্ম করিতে দেখি তাহা হইলে উহা হইতে অধিক শাস্তি প্রদান করিব।" আমি হযরতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই পথিককে সমুদয় কথা বিবৃত করিলাম। পথিক সমুদয় কথা স্বীকার করিয়া তখনই উঠিয়া শূন্যে উড়িয়া উধাও হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। পুনরায় আমি হযরত পীরান-পীরের নিকটে গিয়া বলিলাম—'হুজুর। ঐ লোকটি কে এবং আপনার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে আপনি তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।" আমি দেখিলাম যে, তাহার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, কেননা দেখিতে দেখিতে সে শূন্যমার্গে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তবে কি সে জ্বেন না ফেরেস্তা—এই কথা আমার মনের মধ্যে সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। আপনি ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া আমার মনের কৌতূহল দূর করুন।' তখন তিনি বলিলেন, ঐ ব্যক্তি আওলিয়ায়ে গোরদানে মহা তপস্বী। নিজের সাধনাবলে বাতাসে ভর করিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যেখানে সেখানে গমনাগমন করে। একদিন শূন্যে বায়ুভরে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমার শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মদগর্বে গর্বিত হইয়া সে বলিল, এই শহরে আমার মত উপযুক্ত এমন কোন মহান বোজর্গ সাধুপুরুষ নাই যে, তাঁহার জন্যে নিচে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। এই আত্মগরিমার দোষেই আমার নিকট তাহাকে শাস্তি পাইতে হইল। যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি উহার ঐ অলৌকিক মহাবিদ্যা (বলায়েত) কাড়িয়া লইলাম, তখন ঐ তপস্বী নিরুপায় হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়াছিল। যদি তুমি উহার সাহায্যের জন্য আমার নিকট অনুরোধ না করিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ মদগর্বিত তপস্বী বৃক্ষতলে হাত-পা আছড়াইতে আছড়াইতে প্রাণত্যাগ করিত।

বড়পীর সাহেবের অলি হইবার সনদ্

"সোলতানোল আজকার" নামক গ্রন্থে মৌলানা শাহ মোহাম্মদ এলমাল্ একিন খোলাফায়ে রাশেদিন লিখিয়াছেন যে, একদিন বাগদাদের কোন লোক হযরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যে অলি বা সাধু হইয়াছেন, তাহা কোন সময় হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন?" হযরত বড়পীর সাহেব কহিলেন, "যে সময় আমি বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইতাম, সেই সময় দেখিতে পাইতাম, স্বর্গীয়দূতগণ আমার রক্ষক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন এবং বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী হইলেই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেন—'হে বালকগণ, তোমরা উঠ—সম্মান কর। আমার সঙ্গে খোদাপ্রাপ্ত মহাসাধক লোক আছেন।' তাহাতে বালকগণ সকলেই আমাকে সম্মান করিয়া নিজ নিজ জায়গায় বসাইবার জন্য চেষ্টা করিত। আর একদিন একটি বালক একজন অর্ধবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইনি কে? কেনই বা এঁকে সম্মান করিতে হয়? তখন তিনি কহিলেন, তুমি এঁকে চিনিতে পার নাই? ইনি আবু সালেহের পুত্র, আওলিয়া পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনিই সাধুপুরুষগণের রাজা, এঁরই নাম বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী। সেইদিন হইতে আমি জানিতে পারিলাম, আমি খোদাসান্নিধ্য লাভ করিয়াছি, দয়াময় দয়া করিয়া আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইদিন হইতে আমি নির্জন স্থানে লোকের অগোচরে তন্ময়চিত্তে জগৎ পিতা বিশ্বপালকের অর্চনা ও সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দয়াময় খোদাতায়ালা সামান্য দিনের মধ্যেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। সেই জগৎকর্তা বিশ্বপালক যখন আমার পরম বন্ধু হইয়া গেলেন, তখন আমার আর কোন বস্তুর অভাব রহিল না। তিনি যেন স্বয়ং আমার আয়ত্তাধীন হইয়া গেলেন। এই গৌরবময় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া জগতে অনেক অসাধারণ কার্য করিয়াছি। উহা দেখিয়া শত শত লোক বিস্মিত হইয়াছে, শত শত সাধুপুরুষ আমার প্রতি হিংসা করিয়া অধঃপতনের অতল তলে নিমগ্ন হইয়াছে।

ভাজা ডিম হইতে বাচ্চার জন্ম

"খাওয়ারাকাল আখিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল ফজল বিন কাসেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বসন্তকালে হযরত মহিউদ্দিন জিলানী বড়পীর সাহেব দেশ-পর্যটনের ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মনের সুখে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দয়াময় বিশ্ব-পালকের সৃষ্টি-রচনা-কৌশল দেখিতে দেখিতে নানাদেশের নানা রকম ভাব বুঝিতে একটি শহরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই শহরের মনোরম দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে একটি বাজারের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন। পথ চলার পরিশ্রমে হযরত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সম্মুখে একটি তাব্বাগের (*) দোকান দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দোকানদার নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, পোলাও, কাবাব, রুটি, মাংসের ঝোল, মুরগীর ডিমভাজা ইত্যাদি রেকাবিতে সাজান আছে। সেই সময় হোটেলওয়ালা কয়েকটি মুরগীর ডিম লইয়া কড়াইয়ে ফেলিয়া ঘৃতে ভাজিতেছিল। হযরত ডিম ভাজা দেখিয়া কহিলেন, 'আহা! ঐ ডিমগুলি যদি এরূপভাবে কড়ায় ফেলিয়া ঘৃতে না ভাজিত, তাহা হইলে ঐ ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া কেমন মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইত।" এই কথা বলা শেষ হইতে না-হইতে কড়াস্থিত ভাজা-ডিম হইতে বাচ্চাগুলি বাহির হইয়া তখনি উড়িয়া গিয়া বাজারের মধ্যে মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার এই অলৌকিক কেরামত দর্শন করিয়া শতশত লোক বড়পীর সাহেবের সেবায় নিযুক্ত হইল। এই আশ্চর্য কেরামতের কথা প্রকাশ হওয়াতে প্রত্যেক শহরে সহস্র সহস্র গৃহে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়ণ করিতে লাগিল। প্রত্যহ লোকের ভিড়ে পীর দরবার রাজ-দরবার হইতেও অধিক সুশোভিত হইতেছিল। হায় রে হিংসাপূর্ণ জগৎ! তোমার কি কুটিল ভাব, তুমি কি পরের ভাল দেখিতে পার না? পরের সৌন্দর্য কি তোমার চক্ষে তীরসম তীব্র বোধ হয়? পরহিংসায় কি তুমি জ্বলন্ত অনলে দগ্ধীভূত হও? যাক, এ পৃথিবী রসাতলে যাক্, ধ্বংস হউক, তথাপি যেন মহাত্মা ও পবিত্র সাধুপুরুষদিগের মহান ভাব দর্শন করিতে করিতে এ পাপনয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে পারি। সেই শহরের মধ্যে একজন তপস্বী

(*) হোটেলওয়ালা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাধুপুরুষ বাস করিতেন, তিনি হযরত বড়পীরের কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন, আবার তাঁহার যশকীর্তনের কথা শুনিয়া পরশ্রীকাতর সাধু পুরুষ হিংসানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, ঐ লোকটি আমার শহরে আসিয়া যেরূপ কেরাত দেখাইয়া লোকের কাছে সম্মান পাইতেছে বোধ হয় আর অধিক দিন থাকিলে সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িবে— কেহই আর আমাকে গ্রাহ্য করিবে না। হিংসাপরায়ণ তপস্বী কু-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বড়পীরের নিকট এইরূপ একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন— "হে পথিক! তুমি মুসাফির, দিন কতকের জন্য আমার এই দেশে আসিয়াছ ; কয়েকদিন মাত্র বাস করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইবে, তবে কেন শহরে লোকদিগকে নানা প্রকারের কেরামত দেখাইয়া নিজের বশীভূত করিয়া লইতেছ? ইহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে কেবল আমা হইতে বহুগুণে গুণবান দেখাইয়া নিজের সম্মান বাড়াইয়া আমাকে সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবে, ইহাই তোমার উদ্দেশ্য? ইহা কি আমার প্রতি তোমার বিদ্রোহিতাচরণ করা নয়? কেননা, আমার শত শত সেবক তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে আমার আনুগত্য হইতে ফিরাইয়া লইতেছ, তাহারাও নির্বোধের মত তোমার শরণাগত হইতেছে। এখন যদি নিজের সম্মান রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে শীঘ্র আমার দেশ হইতে চলিয়া যাও।" হযরত বড়পীর সাহেব মদগর্বিত সাধুপুরুষের পত্রখানি পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করিলেন—

লিল্লাহে মাফিস্‌সামাওয়াতে ওয়ামা ফিল্ আর্‌দে

আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই বিশ্বপালক খোদাতায়ালার। সঙ্গে সঙ্গে পত্রের উত্তর লিখিলেন, সমুদয় পৃথিবীর কর্তা— সেই বিশ্বপালক জগদীশ্বর, তিনি অদ্বিতীয় অংশহীন, সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই অধীনে ত্রিজগৎ আবদ্ধ আছে। আকাশ, পাতাল, নদ-নদী স্বর্গ, বসুন্ধরা, ইহকাল ও পরকাল সকল রাজ্যের রাজা সেই বিশ্ব-পালক জগৎকর্তা। এমন ক্ষমতা কাহারও নাই যে, সেই বিশ্ব-পালক জগৎকর্তার জগৎকে নিজের জগৎ বলিয়া জ্ঞান করে। যেহেতু নিজের জীবনের কর্তা নিজেই হইতে পারে না। এই পৃথিবীতে দিন কয়েকের জন্য আমিও যেমন মুসাফির, তেমনি তুমিও কিছু সময়ের জন্য এই জগতের মুসাফির। এই জগতের সকলেই যেন খেলায় মাতিয়া আছে, খেলা সাঙ্গ হইলেই সকলকে

নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; একটু সময় লইবার চেষ্টা করিলেও সময় পাইবে না। যে দণ্ডে সমন আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তোমার প্রাণপাখী লইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিবে ; কাহারও সাধ্য নাই, সেই পরমাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা ইউনুসের পাঁচ রুকুর মধ্যে এই আয়েত আছে—

আয়েত

এজা জ্বায়া আজালোহোম্ ফালা ইয়াছতাখেরুনা ছা-য়াতাও ওয়ালা ইয়াস্‌তাক্‌দেমুন

অর্থ

যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন একটুও নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইবে না, প্রাণ বহির্গত হইবে।

এই পর্যন্ত পত্রে লিখিয়া উহা গর্বিত সাধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দরবেশ পত্রখানি লইয়া ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে যখন শেষের আয়েতটি পাঠ করিলেন, তখন সমন আসিয়া তাঁহার প্রাণপাখী হরণ করিয়া লইয়া গেল ; তাঁহার বড় সাধের দেহ পিঞ্জরটি মাটির উপর পড়িয়া রহিল। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন।

সর্পরূপে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

"সোলতানল আজকার" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন হযরত বড়পীর সাহেব মনসুর নামক জামে মস্‌জিদে রাত্রিকালে ইবাদত করিবার জন্য প্রবেশ করেন। পরে নামায পাঠকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেজদা করিবার সময় হঠাৎ একটা সর্প আসিয়া ফণা বিস্তারপূর্বক হযরতকে বার বার দংশন করিতে লাগিল এবং সেখান হইতে কোথাও পলায়ন না করিয়া ইতস্ততঃ ফণা সঞ্চালন করিতে লাগিল। হযরত সেজদা হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া সর্পটিকে বাম হস্ত দ্বারা সরাইয়া দিলেন, পরে দ্বিতীয় সেজদা করিলেন (*)। এইরূপ প্রত্যেক রাকাতেই সর্পটিকে সরাইয়া দিয়া সেজদাগুলি সম্পূর্ণ করিয়া জল্‌সা করিলেন অর্থাৎ বসিয়া আত্তাহিয়াত

(*) শরিয়তের আইন অনুসারে এক হাতে সর্প সংহার করা, কি কোন বস্তু সরাইয়া দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ কার্য নহে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়িতে লাগিলেন। সেই সময় ফণীবর হযরতের গলা বেষ্টন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সর্প তাঁহাকে ত্যক্ত-বিরক্ত করিতেছিল। যখন তাঁহার নামায পড়া শেষ হইল, তখন সেই সর্পটি অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। তাহার পরদিন হযরত আবার সেই জামে মসজিদে উপস্থিত হইলে হঠাৎ একটি অপরিচিত লোক আসিয়া সালাম করিয়া আদব-কায়দার সহিত হযরতের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিল। তিনি সেই লোকটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন, সত্য করিয়া বলুন।" তখন লোকটি অভিবাদনপূর্বক বলিলেন—হুজুর ! ক্ষমা করিবেন আমি কল্য সর্পরূপে আপনাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছি; তজ্জন্য আমি আপনার নিকট মহা অপরাধে অপরাধী। হযরত বলিলেন—"আমি তোমাকে পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি, নতুবা আমার ভীষণ মুষ্টাঘাতে তোমাকে প্রাণ হারাইতে হইত, তোমার কোন রকম চাতুরী খাটিত না। এখন সত্য করিয়া বল, কে তুমি এবং কি জন্যই বা সর্পরূপে মানবগণকে কষ্ট দিয়া থাক? তোমার উদ্দেশ্য কি ব্যক্ত কর? তখন সে কহিল "হুজুর ! বহুদিন হইতে এই প্রকার সর্পরূপে আমি সাধুদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মত হিংসাশূন্য মহান-হৃদয়, ধর্মপরায়ণ ও ধৈর্যশীল মহা সাধুপুরুষ দ্বিতীয় আর দেখি নাই ; সেইজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আপনার নিকট ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত হইয়া মারিফত-ব্রতে ব্রতী হইব। কল্য সর্পরূপে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আর আমার বংশের পরিচয় এই—আমি আহবান্নাস বংশের দৈত্য জ্বেনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; এক্ষণে আপনার কৃতদাস হইয়া থাকিবার ইচ্ছা করি। হযরত বড়পীর সাহেব সেই দৈত্যকে ইস্‌লাম ধর্ম ও মারিফত-ব্রতে দীক্ষিত করিয়া নিজের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

বড়পীরের দোয়ায় এক ব্যক্তি ঈছা নবীর আগমন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন

"তওফাতুল ক্বাদরী" নামক গ্রন্থে লাহোর-নিবাসী শেখ সৈয়দ মাওয়ালি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্রমেই মনুষ্য সকল পুণ্যকার্য ত্যাগ করিয়া পাপকার্যে লিপ্ত হইবে, ইহা হযরত কুতুবে রব্বানি মহিউদ্দিন আবদুল

কাদের জ্বালানী রাহমাতুল্লাহে আলায়হে পূর্বে হতেই জ্ঞাত ছিলেন। সেইজন্য তিনি জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদের কল্যাণকর নানা উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। কেননা পাপীগণের পাপ ভারে এই পৃথিবী নিশ্চয় রসাতলগামী হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি হযরত ঈছা আলায়হেচ্ছালামের আকাশ হইতে পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন পর্যন্ত এই ধরণী রক্ষার্থে কুতুব বা আবদাল নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। জামালিল্লাহ পীরান-পীরের আশীর্বাদে আবদাল অর্থাৎ ধরণীর রক্ষাকর্তা হইয়া সর্বদাই বোস্‌তান শহরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন এক মহাত্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বৃদ্ধ ! আপনার বয়স কত বৎসর হইয়াছে তাহা কি আপনি বলিতে পারেন !" তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি আমার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, আমার এই জীবনের মধ্যে শত শত রাজ্য ও লক্ষ লক্ষ মানুষ্য ধরিত্রীগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তবে যৌবনকালের কথা স্বপ্নের ন্যায় একটু একটু মনে পড়। একদিন হযরত মাহবুবে ছোবহানী আমাকে দেখিয়া বলিয়াছেন—জামালিল্লাহ! দোয়া করি, তোমার বয়স অধিক হইবে এবং তুমি হযরত ঈছা আলায়হেস্ সালামের পুনর্বার আকাশ হইতে পৃথিবীতে আগমন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে ; যতদিন পর্যন্ত প্রেরিত পুরুষ হজরত ঈছা নবী (আঃ)-এর সহিত তোমার সাক্ষাৎ লাভ না হয়, ততদিন পর্যন্ত মৃত্যু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না ; কেননা তাঁহার সহচর হইয়া তোমার বহুদিন কাটাইতে হইবে। তিনি জগতে আসিয়া মহাপাপী খারে দর্জালকে আঁখির পলকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। তুমি যেই সময় তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিবে, সেই সময় সেই পবিত্র মহাপুরুষ রুহুল কুদ্দুসকে আমার সালাম জানাইও।" আবদাল জামালিল্লাহ সেই মহাত্মাকে এই পর্যন্ত বলিয়া পরে বলিলেন—"হযরত ঈছা (আঃ)-এর আসাপথ চাহিয়া আছি কতদিন পরে যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই মায়াবিনী পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া নিজ গৃহে নিশ্চিতভাবে কালযাপন করিতে পারিব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। জগতের কীর্তি-কাহিনী সকলই দেখিয়াছি। মায়াবিনী পিশাচী পৃথিবীর বক্ষের উপর অনেকে খেলা খেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি, আরও কত কি দেখিতে হইবে ; তবে আর সহ্য হয় না।" এই বলিতে বলিতে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বড়পীরের দোয়ায় এক জন চোরের কুতুব হওয়ার বিবরণ

'লতিফ কাদরিয়া' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবু মোহাম্মদ মফ্‌রে রাহমাতুল্লাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাগদাদ নগরে এক কুখ্যাত চোর ছিল, সে প্রায়ই লোকের বাটিতে চুরি করিয়া আপনার সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। সে একদিন সংকল্প করিয়া চুরি করিবার জন্য হযরত মাহবুবে ছোবহানী বড়পীর সাহেবের অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন চোর চুরি করিবার ইচ্ছা করিয়া বড়পীর সাহেবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তখন তিনি জানিতে পারিয়া সেই চোরকে গৃহ-মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চোর অন্দরমহলে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল, সে চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিল। কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—হায়! হায় ! অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া বড়পীরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়া আমার এই দুর্দশা হইল। সকাল বেলা আমাকে যে দেখিবে সেই বলিবে, রে আহাম্মক! বড়পীরের ঘরে চুরি? এইরূপ কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা না সহ্য করিতে হইবে ! হতভাগ্যে ও পোড়া অদৃষ্টে যে কত প্রকারের শাস্তি আছে, তাহাও বলিতে পারি না! হায়! হায়! কেন এমন দুর্মতি হইল যে, বড়পীরের ঘরে চুরি করিতে আসিলাম। চোর এই প্রকার নিজের বিষয় ভাবিতেছিল, এমন সময় খোয়াজ-খেজের আলায়হিচ্ছালাম বড়পীরের নিকট আসিয়া কহিলেন—"অদ্য একটি আবদাল পরলোক গমন করিয়াছে, এখন তাঁহার পরিবর্তে সেই প্রকার কোন উপযুক্ত লোক থাকেন তো বলুন, তাঁহাকে আবদাল করিয়া দেশরক্ষা কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে।" তখন হযরত বড়পীর সাহেব একটি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার গৃহের মধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। আদেশমাত্র চাকরটি চোরকে সঙ্গে লইয়া বড়পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত একবারমাত্র তাঁহার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে গোপনীয় মহাবিদ্যায় বিদ্বান করিয়া দিলেন ! চোর বড়পীরের কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে জগৎমান্য আবদাল হইয়া গেল। খোয়াজ খেজের (আঃ) তাহাকে সঙ্গে

লইয়া অদৃশ্য হইবার পর কোন লোক হযরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হুজুর ! আপনার ঘরের কোণে যে লোকটি চুপ করিয়া বাসিয়াছিল, সে লোকটি কে? তিনি বলিলেন—"সে একজন চোর, আমার গৃহে চুরি করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তবে আমার ঘরে চোর চুরি করিতে আসিয়া কিছু না পাইয়া হতাশ অন্তরে ফিরিয়া যাইবে কেন, এজন্য তাহাকে গুপ্ত বিদ্যাধন দিয়া ধনবান করিয়া দিলাম।"

হযরত বড়পীরের কুকুর একজন তপস্বীর বাঘ বধ করে

"তালখিছল কালায়েদ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবু মসউদ আহ্‌মদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আহ্‌মদ জামী নামক একজন তপস্বী ছিলেন, তিনি সাধনাবলে একটি ব্যাঘ্রকে বশীভূত করিয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক একটি সর্পকে ছড়ি বানাইয়া ব্যাঘ্রকে তাড়া করিতেন এবং নিজের আশ্চর্য কেরামত যেখানে-সেখানে দেখাইয়া বেড়াইতেন। লোক তাঁহার এই কার্যাবলী দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইত ; কেহ বা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিত, কেহ বা ব্যাঘ্রের খোরাকের জন্য গরু যোগাইত। এই প্রকারে তিনি দেশ-দেশান্তরে নিজের নাম জাহির করিয়া বেড়াইতেন এবং আপন ব্যাঘ্রের আহার সংগ্রহ করিয়া লইতেন। একদিন এক রাজ্যে গমন করিয়া তিনি একজন সাধু পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই সাধুর নিকট ব্যাঘ্রের আহারের জন্য একটি গরু চাহিলেন। সেই সাধু গুপ্ত বা মারিফত বিদ্যায় মহা বিদ্বান ছিলেন, এইজন্য তিনি আহমদ জামির ভাব দেখিয়া উহার সমুদয় কার্য লোক দেখানো ভণ্ডামি বলিয়া বুঝিয়া লইলেন এবং আরও বুঝিলেন, ইহার দুরাকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র পৃথিবীতে লোকের নিকট হইতে যশ পাওয়া ; পরকালে খোদাপ্রাপ্তির সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই! তখন তিনি ভাবিলেন, ইহাকে শিক্ষা দিবার জন্য এমন কিছু করা আবশ্যক, যাহাতে সে জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া পরম বস্তু লাভ করিতে পারে। এই মূঢ় ভ্রমে পড়িয়া কাঁচের লোভে কাঞ্চন হারাইতে বসিয়াছে। অন্ধকে চক্ষুদান করাই ভাল, পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখানই উত্তম। এই ভাবিয়া মহান-হৃদয়, সাধুবর আহ্‌ মদ জামীকে বলিলেন—"হে বৈরাগ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধর্মাবলম্বনকারী সাধুপুরুষ ! তোমার যোগসাধনার আড়ম্বর আমাকে দেখাইলে কিছু ফল হইবে না, অন্ধের কাছে রত্নের ব্যাখ্যা করিলে তাহা কি সে চিনিতে পারিবে? লম্পটের কাছে ধর্মের কাহিনী বলিলে কি কোন ফল হইবে? করোঞ্জা বৃক্ষে কুঠারাঘাত করিলে কি চন্দনের গন্ধ পাইবে? বালুকাময় ঊষার মরুভূমিতে পানি অন্বেষণ করিলে কি পানি পাইবে? শিমুল ফুলে মধু অন্বেষণ করিলে কি মধুপ্রাপ্ত হইবে? তদ্রূপ আমার কাছে যোগ সাধনার চটক দেখাইলে কি ফল ফলিবে? তবে যদি বাগদাদ যাইয়া হযরত মাহবুবে ছোবহানীর নিকট তোমার মহাযোগ-সাধনার আড়ম্বর দেখাইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রত্যহ একটি করিয়া গাভী দান করিব।" আহমদ জামী সাধুবরের কাছে উপেক্ষিত হইয়া ম্লানমুখে অধোবদনে বাগদাদের দিকে গমন করিলেন। পীর দরবারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি আপনার ক্রীতদাসকে আদেশ করিলেন,—"যাও, তুমি শীঘ্রই যাইয়া বড়পীরের দরবারে আমার সংবাদ দিয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আপনার দরবারের নিকট আহমদ জামী নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত মহাতেজস্বী সাধুপুরুষ ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহার ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের জন্য একটি গাভী পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করেন।" তৎপরে চাকরটি প্রভুর আদেশ লইয়া অভিবাদনপূর্বক বড়পীরের দরবারে সমুদয় বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া দিল। তাহা শুনিয়া হযরত গওসে ছামদানী মাহবুবে ছোবহানী একবার বৃক্ষমূলের দিকে কটাক্ষ করিয়া দেখিলেন, আগন্তুক গাভী-প্রার্থী সাধুপুরুষ গম্ভীরভাবে বৈরাগ্যবেশে প্রকাণ্ড আকার-বিশিষ্ট একটি ব্যাঘ্রের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার আয়তন ও বিশাল বপু হইতে যেন চারিদিকে তেজোরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে। শরিয়তের নীতিবিরুদ্ধ বেশ দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইতে আর কিছু বাকী রহিল না। তখন বড়পীর সাহেব সেই চাকরটিকে বলিয়া দিলেন, 'যাও, তুমি তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বল ; আমি এখনই তাঁহার বাহনের খাদ্যের জন্য একটি গাভী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছি। আজ তিনি আমার অতিথি—বিমুখ হইয়া গেলে সেই অন্তর্যামী খোদাতায়ালার নিকট কি উত্তর দিব?' চাকর বিদায় হইয়া প্রভু সন্নিধানে বড়পীর সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় একে একে শুনাইয়া দিল। সাধুবর চাকরের কথা শ্রবণ করিয়া আত্মগরিমায় মত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'আমার আশ্চর্য

কেরামত দেখিয়া বড়পীর সাহেব নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইয়াছেন এবং মনে মনে একটু ভয়ও পাইয়াছেন। ভয় ত পাইবার কথা। এই দৃশ্য দেখিয়া কে না ভীত হয়। বড়পীর ত একজন মানুষ তবে কেন আমার ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় পাইবে না। যদি ভয় না পাইতেন তাহা হইলে কখনই তিনি আমার ব্যাঘ্রের জন্য গাভী পাঠাইতে স্বীকৃত হইতেন না। পরে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য ! বড়পীর সাহেবও আমার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন।" ভণ্ড তপস্বী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এইরূপ কতই কি ভাবিতেছিলেন। ওদিকে তাপস কুলচূড়ামণি পীরশ্রেষ্ঠ মাহবুবে ছোবহানী রন্ধনশালার একটি পরিচালককে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি অতিথির ব্যাঘ্রের খোরাকির জন্য একটি মোটা-তাজা গাভী লইয়া যাও।" চাকরটি পীরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া একটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী লইয়া যথাস্থানে গমন করিল। সেই সময় বড়পীর সাহেবের একটি বৃদ্ধ কুকুর গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রোধভরে চলিতে লাগিল। গাভী লইয়া চাকরটি আহমদ জামীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—"হুজুর। আপনার ব্যাঘ্রের আহারের জন্য পীর সাহেব এই গাভীটা পাঠাইয়াছেন। তখন সাধুবর ব্যাঘ্র হইতে নীচে নামিয়া সেই ব্র্যাঘ্রটিকে ইশারায় কহিলেন, "ঐ তোমার খাদ্যবস্তু উপস্থিত আর বিলম্ব কেন? উহাকে ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ কর।" রক্তপিপাসু মাংসলোপুল হিংস্র জন্তু আর কি সহ্য করিতে পারে। প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্রই ব্যাঘ্রটি ভীষণভাবে গা-ঝাড়া দিয়া গাভীকে যেমন আক্রমণ করিল, অমনি সেই কুকুরটী এক লম্ফে ব্যাঘ্রের ঘাড়ে কামড় দিয়া উহাকে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল, তিন চার কামড়েই কুকুরটি সাধুর ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলিল। আহমদ জামী পীরের কেরামত ও কুকুরের ক্ষমতা দেখিয়া এই বয়েত পড়িতে লাগিলেন—

বয়েত

সাগে দরগাহে জ্বিলান শওচু খাহি কোত্‌বে রব্বানী,
কেবল শেরা শর্‌ক দারসাগে দরগাহে জ্বিলানী।

অর্থ

এই ফকিরীর মোর নাহি প্রয়োজন,
বড়পীরের সেবা ক'রে কাটাব জীবন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ কুকুর সাধু হতে ভাল লক্ষগুণ,
ভীষণ রবে একা করিল যে খুন।
সাধু হইতে গুণবান কুকুর পীরের,
যে বধিল প্রাণ দুরন্ত বাঘের।

সাধুবর পীরের কুকুরের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া সেইদিন হইতে পীরের দরবারে থাকিয়া পরকালপ্রাপ্তির জন্য কিঞ্চিৎ গুপ্তধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। কোন কোন গ্রন্থকর্তা বলেন যে, বড়পীরের কুকুর বাঘ্রকে উদরস্থ করিয়া পুনরায় পীরের আদেশে জীবিতাবস্থায় উদগার করিয়া দিয়াছিল।

হযরত বড়পীরের নিকট এক জন খৃষ্টান দর্জি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল

"আনিছল্ কাদরি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ বাহারুল হক কুদ্দুস সির্রাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী নিজের জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্য হযরত বড়পীরের কাপড় ও পীরহান সেলাই করিত এবং সদা সর্বদা পীর দরবারে ইসলাম-ধর্মের মর্ম অবগত হইত। খোদাতায়ালা যে একাই সমুদয় জগতের অধীশ্বর, তাঁহার যে কেহই অংশীদার নাই, পুত্র-পরিজন নাই, তিনি কিছু হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই লোকটি এই সকল কথা ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল। ঈছায়ী পাদরীগণের মতে, যিশু অর্থাৎ হযরত ঈছা নবী খোদাতায়ালার পুত্র, এই কথা সম্পূর্ণ অলীক, তাহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ক্রমে যতদিন গত হইতে লাগিল, ততই সে ইসলাম-ধর্ম সত্য কিনা, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নিজের ধর্ম-সম্বন্ধেও সত্যাসত্যের বিচার করিতে করিতে কয়েক দিন অতিবাহিত করিল। আবার কয়েকদিন পরে সে মনে মনে ভাবিল, মোহাম্মদ (ছাঃ) যথার্থই সত্যধর্ম-প্রচারক—যাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেল বা ইঞ্জিলের অনেক স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের খ্রীষ্টান পাদরীগণ চাতুরী করিয়া উহা হযরত ঈছা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া প্রচার করেন। এখন বিশদরূপে বুঝিতে গেলে আমাদের ইঞ্জিল ও ইহুদীদের তওরাতে হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) শেষ নবী সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু হযরত ঈছা নবী বলিয়া গিয়াছেন—"আমি যে সময় তোমাদের নিকটে ছিলাম, সে সময় এই সকল

কথা বলিয়াছি যে, সেই শান্তিকর্তা পবিত্র আত্মাকে জগতে প্রেরণ করিবেন—যিনি যাবতীয় বিষয় তোমাদিগকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" ইহাতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আমাদের গ্রন্থের পূর্বাদেশ স্মরণ করাইতে, এবং অবশিষ্ট আদেশগুলি শিক্ষা দিতে শেষ প্রেরিত-পুরুষ হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) নবুয়ত ও মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ পবিত্র কুরআন শরীফে লেখা আছে—

আল্-ইস্লামো হাক্কুন অল্ কোফরো বাতেলোন।

অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম সত্য আর কুফরী ধর্ম অসত্য। হায়! হায়! সৎপথে গমন না করিয়া সত্যধর্মে না চলিয়া, অজ্ঞানের মত ভ্রমে পড়িয়া অসৎ কর্মে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিলাম; কখনও সুরাপানে, কখনও ব্যভিচারে, কখনও অখাদ্য বা অবৈধ দ্রব্য খাইয়া শয়তানের কুচক্রে পড়িয়া মানব-জীবনের সার-সম্পত্তি সকল হারাইতে বসিয়াছি। এখনও কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি অসত্য তাহাও বাছিয়া লইলাম না। কখন এই নশ্বর জগৎ ছাড়িয়া পরকালে জগৎকর্তা খোদাতায়ালার নিকটে গমন করিতে হইবে এবং পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে, তখন তাঁহাকে কি উত্তর দিব! এখন হইতে উপায়ের চেষ্টা করিলে, পরকালের মুক্তিলাভ করিতে পারিব। এখন যদি সুপথ প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখি, পরকালে পার হইবার কর্ণধার হযরত বড়পীর সাহেবকে ধরি, তবে নিশ্চয়ই ভবপারে উপনীত হইব। তাঁহার চরণতলে পড়িলে অবশ্যই তিনি পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখাইবেন। ভবপারে গমন করিতে হইল এই সময় বড়পীর ব্যতীত অন্য নাবিক নাই, উপযুক্ত কর্ণধার তিনিই; তাঁহারই ইসলাম-তরীতে আরোহণ করিয়া যাহাতে ভবপারে উপনীত হইতে পারি, এখন হইতে তাহার চেষ্টা করি। যিনি ভব-নদী পার করিবার কর্তা, তাঁহারই প্রতীক্ষায় তীরে বসিয়া থাকি, বৃথা কেন বাকী সময়টুকু নষ্ট করিয়া ফেলি! খ্রীষ্টান দরজী এই ভাবিয়া হযরত মাহবুবে ছোবহানী বড়পীর সাহেবের নিকটে যাইয়া ইসলাম ধর্মে ও মারিফত-ব্রতে দীক্ষিত হইল! হযরত বড়পীর সাহেব তাহাকেই ইসলাম-ধর্মের রীতিনীতিগুলি ভালরূপে শিক্ষা দিয়া সরল পথ দেখাইয়া দিলেন। নব দীক্ষিত মুসলমান সরল পথের সন্ধান পাইয়া ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! হায়! পূর্বে জানিতাম না যে, স্বর্গে যাইতে হইলে পথে কত

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, ভাবিতে গেলে হৃদপিণ্ড শুকাইয়া যায়, সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয় কি ভয়ানক পথ! প্রথমাবস্থায় মৃত্যু কি বিষম যন্ত্রণা! দ্বিতীয়—মনকির-নকির আসিয়া কঠিন প্রশ্ন করিবে, তাহার যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে ভয়ানক বিপদ! তৃতীয়—কবরে। এই পৃথিবী কঠিন শাস্তি প্রদান করিবে, পেষণ যন্ত্রে যেমন ইক্ষু পেষণ করে, তদ্রূপ মৃত্তিকায় অস্থি-পঞ্জর ইত্যাদি পেষণ করিবে। হায়! হায়! কি ভয়ানক শাস্তি, স্মরণ করিলে গা শিহরিয়া উঠে।

চতুর্থ—হাশরের মাঠে সকল কার্যের হিসাব-নিকাশ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে হযরত বড়পীর সাহেবের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'হুজুর, পরম গুরু পতিতপাবন, অধমতারণ, অকূলের কাণ্ডারী ভবপারের কর্ণধার! বলুন, কবরের শাস্তি ও মনকির-নকির ফেরেশতাদ্বয়ের কঠিন প্রশ্ন হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইব?" তখন দয়ার আধার পীরগুণধর শিষ্যকে বলিলেন—"তুমি নির্ভয় অন্তরে থাক, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। যখন তোমার সমাধিস্থলে মনকির ও নকির স্বর্গীয় দূতদ্বয় ভীষণ মূর্তিতে আসিয়া ধর্ম ও ঈমান বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, তখন তুমি কেবলমাত্র আমার নাম উল্লেখ করিও তাহা হইলেই তাঁহারা তোমাকে অন্য কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবেন। সাবধান আমার নাম ব্যতীত অন্য কিছু বলিবার চেষ্টা করিও না।" কিছুদিন পরে দীক্ষিত মুসলমানটি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সকলে তাহার সদগতি করিয়া যে যাহার গৃহে ফিরিয়া আসিলে কবরের মধ্যে মনকির-নকির স্বর্গীয় দূতদ্বয় মৃতব্যক্তিকে ভীমরবে জিজ্ঞাসা করিল—"হে করবস্থিত ব্যক্তি! সত্য করিয়া বল, তোমার দ্বীন-ঈমান কি? তখন সে বলিল, "আমার দ্বীন ঈমান মহিউদ্দীন আবদুল কাদের।" ফেরেশ্‌তাদ্বয় এই উত্তর শুনিয়া নীরব হইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ পরে খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিল—

ইয়া রাব্বাল আর্‌দে ওয়াস্-সামায়ে আন্‌তা তা'লামোল ওয়ামা ইয়াখফা।"

অর্থ

হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক দাতা দয়ালু অন্তর্যামী খোদাতায়ালা! তুমি গোপন প্রকাশ্য সমুদয় তত্ত্বই অবগত আছ, তোমার অবিদিত জগৎ মধ্যে কিছুই নাই। আমরা যাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছি, সেই ব্যক্তি তোমার বন্ধুবর মাহবুবে মরগুব মহিউদ্দিন আবদুল কাদের নাম ব্যতীত অন্য

কিছুই উত্তর দেয় নাই। এখন তাহার জন্য যাহা আদেশ হয়, আমরা তাহা করিতে বাধ্য। তখনই দাতা দয়াময় বিশ্বপালকের আদেশ হইল—"আমার পরম সুহৃদবরের নামের গুণেই আমি তাহাকে কৃপা করিয়া কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করিব এবং কঠিন সেতু পার করাইয়া হিসাব-নিকাশ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ মধ্যে স্থান দিব। এখন তাহাকে স্বর্গসুখে সুখী করিয়া ঐ কবর মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিব।" প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া মনকির-নকিরদ্বয় তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং তদ্দণ্ডেই স্বর্গের সুশীতল সমীরণে মৃত ব্যক্তির প্রাণ শীতল হইল। দেখিতে দেখিতে স্বর্গের সুগন্ধ আসিয়া তাঁহার সমাধি স্থান আমোদিত করিয়া দিল। অধম লেখক বলেন—যে ব্যক্তি পরম গুরুর আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়, তাহার প্রতি তাহার পীর অনুগ্রহ করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন ; খোদাতায়ালাও তাহার প্রতি কৃপা করিয়া শান্তিবারি বর্ষণ করেন। কিন্তু ভণ্ড গুরুর ভক্ত হইলেই তাহার ইহকাল ও পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়।

হযরত বড়পীরের নিকট একজন ইয়ামনবাসী খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন

"মোরতল ফায়েজান" নামক গ্রন্থে হযরত শেখ আবু মসউদ কাদরি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন ইয়ামন দেশ হইতে একজন খৃষ্টান আসিয়া হযরত বড়পীরের নিকট ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হন। হযরত তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বুঝিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন?" নব দীক্ষিত মুসলমান কহিলেন—হুজুর! আমি সদাসর্বদা সত্যধর্ম প্রাপ্ত হইবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতাম এবং জগৎপিতা বিশ্বপালকের নিকট করপুটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম, হে খোদাতায়ালা! তোমার সত্য-ধর্ম কোন্‌টি, তাহা আমাকে চিনাইয়া দাও ; তাহা চিনিতে পারিলেই আমি তোমাকে চিনিতে পারিব, নতুবা আমার দশা কি হইবে? প্রভু! আমি কোন্ ধর্মে থাকিলে সত্যপথ পাইয়া তোমার অর্চনা ও সাধনা করিতে করিতে বাকি জীবনটুকু কাটাইয়া দিতে পারিব? হে খোদাতায়ালা! আমি জগতের সুখ চাই না, সম্মান চাই না, সম্পত্তি চাই না, চাই কেবল তোমাকে—যাহাতে আমি পরকালে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, তাহাই চাই। যে দিন আমি সরল মনে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরল পথ প্রাপ্ত হইবার জন্য তন্ময়চিত্তে দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি, সেই দিন হইতে আমার মন-প্রাণ ইস্‌লাম ধর্মের দিকে ধাবমান হইল। এমন কি ঐ কথাটি স্মরণ হইবার পরেই আমার সর্বশরীর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, যদি কোন উপযুক্ত সাধুপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সংসার-মায়া ত্যাগ করিয়া হযরত ঈছা আলায়হেচ্ছালামের মত উদাসীন হইয়া নির্জন স্থানে খোদাতায়ালার আরাধনায় নিমগ্ন হইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন স্বপ্নে হযরত ঈছা নবী (আঃ) আসিয়া দেখা দিলেন এবং আমাকে কহিলেন—হে প্রভুভক্ত সত্যপথ অন্বেষণকারী! তুমি বাগ্‌দাদ শরীফ যাইয়া হযরত আবদুল কাদের মাহবুবে ছোবহানী রাহমাতুল্লাহ আলায়হের নিকটে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মনের ইচ্ছা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলেই তিনি তোমাকে দয়া করি গুপ্ততত্ত্বের সন্ধান বলিয়া সাধুগণের পথ দেখাইয়া দিবেন। এই পঞ্চম শতাব্দীতে হযরত বড়পীর সাহেবের তুল্য জগতে অন্য কোন সাধুপুরুষ নাই। যাও শীঘ্র, তাহার নিকটে তাসাওফ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কর। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রাতঃকালে স্বপ্নের কথা স্মরণ হওয়ায় ইয়ামন দেশ ত্যাগ করিয়া বাগদাদ শরীফে আসিয়া আপন শরণাগত হইয়াছি, এখন কৃপা করিয়া এ অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিউন। হযরত বড়পীর সাহেব তাঁহাকে মহামন্ত্র দানে সাধুদিগের পথ দেখাইয়া গুপ্তবিদ্যায় দীক্ষিত করিলেন।

হযরত বড়পীরের প্রস্রাব দেখিয়া ৪০০ ইহুদীর ইসলাম কবুল

"মনকের আওলিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুল মায়ালি (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একবার হযরত মাহবুবে ছোবহানী রাহমাতুল্লাহ আলায়হে কঠিন ব্যাধিতে শয্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার সে অবস্থা দর্শন করিলে যাহার পাষাণ হৃদয়, তাহারও প্রাণে আঘাত লাগিয়া বিদীর্ণ হইত। সে অবস্থা দর্শন করিলে বর্ষাকালের ঝরণার ন্যায় আঁখি-যুগল হইতে পানি পড়িতে থাকে, পথিকের প্রাণেও ব্যথা লাগে! তাহাতে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী কি আর স্থির থাকিতে পারে? তাঁহার কাতরাবস্থা দর্শন করিয়া

ভক্তগণ বলিল—হুজুর! আপনি রোগে পড়িয়া যেরূপ কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে একজন বিজ্ঞ হাকিম আনিয়া আপনাকে দেখাই। তখন তিনি বলিলেন—"আমার ব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য হাকিম আনিলে আমার বন্ধুর অসম্মান করা হইবে ; কেননা হাকিমের নিকট ব্যাধির পরিচয় দিলে আমার পরম বন্ধু বিপদ-বিনাশক অন্তর্যামী খোদাতায়ালার গ্লানি করা হইবে। আমার ব্যাধি আরোগ্যকারী একমাত্র শান্তিময়-জগৎকর্তা। আমি তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহারও নিকট সাহায্য চাহি না এবং কাহাকেও আমার সাহায্যের জন্য ডাকিব না, যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্তা সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন। যখন তাঁহার পরম বন্ধু ইব্রাহিম (আঃ) নমরুদ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন খোদাতায়ালাই তাঁহাকে সেই প্রবল জ্বলন্ত হুতাশন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন হযরত মুসা কালিমুল্লাহ ফেরাউন কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া নীল নদে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, তখন সেই দাতা দয়ালু সলিল মধ্যেই পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং নদী-গর্ভেই পাপীষ্ঠ ফেরাউনের প্রাণসংহার করিয়া ভক্তের আনন্দ বর্ধন করেন। যখন হযরত ইউনুছ (আঃ) তরণীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় নাবিকগণ তাঁহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণার সহিত সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। অমনি একটি মৎস্য আসিয়া হযরত ইউনুছ নবীকে উদরস্থ করিয়াছিল। যে খোদাতায়ালা ইউনুছ আলায়হেচ্ছালামকে মৎস্য-গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কি আমার নিকটস্থ নহেন। তবে কেন আমি অন্য চিকিৎসক ডাকিতে যাইব? ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই হযরতের প্রস্রাব ত্যাগ করিবার বেগ হওয়াতে খেদমতগার একটি পাত্র আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া গেল। হযরত সেই পাত্রে প্রস্রাব করিয়া চাকরটিকে উহা লইয়া যাইতে বলিলেন। খেদমতগার পাত্রটি লইয়া যাইবার সময় কহিল—"হযরত আজ্ঞা করেন ত কোন হাকিমকে এই প্রস্রাব দেখাইয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া লই।" হুজুর আজ্ঞা করিলে খেদমতগার পাত্র লইয়া একজন বিখ্যাত ইহুদী হাকিমের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে সেই পাত্রটি রাখিয়া দিল। সেই ইহুদী হাকিম সাহেব পাত্রের প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া খেদমতগারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পাত্রের মধ্যে কাহার প্রস্রাব পরীক্ষা কবিরার জন্য আনিয়াছ? ভৃত্য কহিল তাঁহার নাম হযরত মাহবুবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছোবহানী সৈয়দ আবদুল কাদের জ্বীলানী রাহমাতুল্লাহ আলায়হে।"

ইহুদী হযরতের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন—

ফাহাজাল মারোজা ইল্লা মারোজা এসকে এলাহী

অর্থাৎ ইহা খোদাপ্রেমের ব্যাধি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অনন্তর তিনি ভক্তিভরে মহাবচন উচ্চারণ করিলেন—"লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।" খোদাতায়ালা ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁহার ধর্মপ্রচারক রাছুল। এই বলিয়া তখনই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইহুদী পল্লী হইতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ; কেহবা তাঁহার নিকটে যাইয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিতে লাগিল, কেহবা তাহার সর্বাঙ্গে সুগন্ধের ফোয়ারা ছুটিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বুঝিয়া মুসলমান হইলেন? তখন তিনি পাত্র দেখাইয়া বলিলেন—বলার আর আবশ্যক কি? তোমরা উহা দেখিলেই ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। যখন তাহারা পাত্রের কাছে যাইয়া দেখিতে পাইল সেই পাত্রের প্রস্রাব হইতে চতুর্দিক মেশক আতর ও গোলাবের সুগন্ধে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে, তখন তাহারা সকলেই কহিল—এই প্রস্রাব যাহার নিশ্চয়ই তিনি মহান সাধুপুরুষ, পরম অলি। এই বলিয়া ইহুদীগণ পবিত্র কলেমা অর্থাৎ মহাবচন পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেল। বলিতে কি চারিশতের অধিক ইহুদী সপরিবারে উক্ত ভৃত্যের সহিত বড়পীর সাহেবের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হযরত বড়পীর সাহেব সেই ভৃত্যের মুখে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে আপনার কাছে আনিতে কহিলেন। তাহারা যখন একত্রিত হইয়া পীরান-পীরের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন তাহাদের প্রতি যেমনি কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলেন অমনি তাহারা গুপ্তবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া মহা তপস্বী সাধু হইয়া গেল। তৎপরে সকলেই হযরতের নিকটে মারিফৎ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সুপথে গমন করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছে।

সাধুর সৌরভে, মত্ত হয়ে যবে,
জগতের অলিকুল।
থাকে না তাহার, কোন কাজ আর,
সবি হয়ে যায় ভুল।

খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক

"মনজের আওলিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন হযরত গওসল আযম রাহমাতুল্লাহ আলায়হে যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন দুইটি লোক যাইতে যাইতে ধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন মুসলমান, দ্বিতীয় ব্যক্তি খৃষ্টানধর্মাবলম্বী। মুসলমান লোকটি আপন ধর্ম প্রচারক প্রেরিত পুরুষের কথা তুলিয়া বলিল—"হে ঈছায়ী! তুমি জাননা যে, তিনি সৃষ্টি না হইলে স্বর্গ, মর্ত, আকাশ, পাতাল, নদ, নদী, দেব, দৈত্য কিছুই সৃষ্টি হইত না! প্রথমেই আল্লার প্রেরিত পুরুষ সৃষ্টি হইয়া সেই জ্যোতিঃ হইতে সকল বস্তুর সৃজন হয়। সেই শেষ নবীর পৃষ্ঠেই মহরে-নবুওত অঙ্কিত, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মহাবচন **লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ** লিখিত আছে। তাঁহারই পৃষ্ঠদেশে মহরে-নবুওতের চিত্র দেখিয়া খৃষ্টধর্মাবলম্বী পারস্য নিবাসী সোলেমান ফার্‌সি (রাজিঃ) ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! দয়াময় দয়া করিয়া নবী করিম (ছাঃ) দ্বারা মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করান। তাঁহারই সত্যধর্ম পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারই লক্কব সাফিয়েল মজনবিন রাহমাতুল্লিল আলামিন, অর্থাৎ সেই পূজ্যপাদ নবী তাঁহার উম্মতমণ্ডলীর উপরে নিরতিশয় দয়াবান। তিনি পরকালে কেয়ামতের দিবসে পাপীমণ্ডলীর সহায় যাঁহার দয়ার ব্যাখ্যার শেষ নাই—আমি সেই নবীর উম্মত ঃ যিনি মেয়ারাজ রজনীতে স্বর্গ, নরক ও সপ্ত আকাশ দর্শন করিয়া খোদাতায়ালা সহিত নব্বই সহস্র কথা কহিয়াছিলেন এবং যাঁহার কথা অবিশ্বাস করিয়া একজন ইহুদী পুরুষ স্ত্রী-রূপ ধারণ করিয়া সাতটি সন্তান প্রসবের পর পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎসমুদয় শুনিয়া ঈছায়ী আপন প্রেরিত ঈছা নবীর ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল—"হে মোহাম্মদী! যখন আমাদের ঈছা নবী জন্মগ্রহণ করেন তখন ইহুদীগণ হযরত ঈছার মাতা বিবি মরিয়মকে ব্যভিচারিণী রমণী বলিয়া ঘোষণা করে। তাহাতে তিনি বিরক্ত না হইয়া নিজের অপবাদ দূর করিবার জন্য আপন সন্তানকে সাক্ষী করিলেন। ইহুদীগণ মরিয়মের পবিত্রতার বিষয় শিশুকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন হযরত ঈছা (আঃ) দুই দিনের শিশু মাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

তথাপি তিনি মাতার পবিত্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। তিনি দুই দিবসের শিশু হইলেও কথা বলিয়াছিলেন। আর তাঁহার বাকশক্তি এতদূর পর্যন্ত স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল যে, তিনি যখন যাহাকে আশীর্বাদ করিতেন তখনই তাহা সফল হইত। যখন তখন পীড়িত লোকদিগকে দয়া করিয়া আরোগ্য করিয়া দিতেন, অন্ধকে চক্ষুদান করিতেন, মৃতকে জীবিত করিতেন। এমন কি ঈছা মসিহ সহস্র লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তিকে **কুম্ বেয়েজ নিল্লাহ** বলিয়া জীবিত করিয়া দিতেন। এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি মুসলমানটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—যেইরূপ আশ্চর্য ক্ষমতা আমার ঈছা মসিহের ছিল, সেইরূপ ক্ষমতা কি তোমার নবীর ছিল? বল দেখি, তোমার নবী কি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারিতেন?" তোমার নবী অপেক্ষা ঈছা নবীর ক্ষমতা কি বেশী ছিল না? মুসলমানটি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা বিবয়ে অজ্ঞ থাকায় কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না, পরাস্ত মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এতদৃষ্টে হযরত বড়পীর সাহেব ঈছায়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি হযরত ঈছা আলায়হেস সালামের যাহা কিছু গুণ বর্ণনা করিয়াছ তাহা সকলই সত্য, একটি কথাও অসত্য নয়। হযরত ঈছা মসিহ মৃতকে জীবিত করিতেন সত্য কিন্তু আমার পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন নাই? তাঁহার জীবন দান কথা তোমরা উভয়েই জ্ঞাত নহ, আমি উহার উত্তর দিতেছি।

যে সময় হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) পয়গম্বরী-তত্ত্ব লাভ করিয়া ইসলাম ধর্ম সগৌরবে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে ইয়ামন হইতে একদল খৃষ্টান ঈছায়ী হযরতের নিকটে মুসলমান হইবার জন্য পবিত্র মক্কামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু পথিমধ্যে বিধর্মীগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহারা প্রথমেই হযরতের কথা জিজ্ঞাসা করে। তখন আবুজেহেল তাহাদিগকে কহিল—তোমরা কি জন্য মোহাম্মদের অন্বেষণ করিতেছ? তাহার সঙ্গে তোমাদের আবশ্যক কি? ইয়ামনবাসীগণ সবিনয়ে কহিল, তোমাদের মক্কার মধ্যে যিনি ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাহার নিকটে আমরা ইস্‌লাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইবার জন্য আসিয়াছি। আবুজেহেল উপহাসচ্ছলে কহিল—তোমরা যদি মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে তত্ত্ববাহক প্রেরিত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক, তবে তাহার নিকট কোন একটি মাজেজা (অলৌকিক ঘটনা) দেখিয়া লও ; তাহা যদি

তিনি দেখাইতে পারেন, তবে তাহার নিকট মুসলমান হইও এবং তাহাকে পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিও। তিনি যদি বহু দিবসের ব্যক্তিকে কবর হইতে জীবিত করিতে সক্ষম হন, তবে আমরাও তোমাদের সহিত মুসলমান হইব ! ইয়ামনবাসীগণ তাহাদের কথায় সম্মত হইয়া মক্কার ধর্মদ্রোহীগণ সমভিব্যাহারে হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হইল এবং কহিল—হে মহাপুরুষ সত্যধর্ম প্রচারক ! আমরা ইয়ামন হইতে আপনার নিকটে আসিয়াছি, আপনি যদি কবরস্থিত মৃত-ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে একাগ্রচিত্তে আমরা সকলেই মুসলমান হইব। হযরত মহাম্মদ (ছাঃ) কহিলেন—ভাল, চল এখনই কবরস্থানে গমন করি ! এই কথা শুনিয়া সকলেই কবরস্থানে গমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে মক্কার শত সহস্র লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন প্রাচীন বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি পূর্বপুরুষগণের মুখে বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন যে, এখানে বহু শতাব্দী পর্যন্ত একটি সমাধি ছিল কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই ; প্রবাদ যে, এইস্থানে কোন লোকের একটি কবর আছে। সেই প্রাচীন বৃদ্ধ হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) -কে বলিলেন, আপনি এই কবরস্থিত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া দেখান। হযরত রাছুল করিম (ছাঃ) সেই কবরের দিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবার পর একটি ভীমকায় মহা বলবান পুরুষ হস্তে দুইটি অগ্নিময় করতাল লইয়া কবর হইতে উত্থিত হইল এবং হযরতকে সালাম জানাইলেন। হযরত সালামের উত্তর দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী?" সে কহিল—আমি মূসায়ী ধর্মাবলম্বী ইহুদী। হযরত মুসার ধর্ম প্রচারের পরে আমার মৃত্যু, সেই হইতে আমি কবরের মধ্যে নানারূপ শাস্তি ভোগ করিতেছি। হযরত কহিলেন—জগতে এমন কি পাপকার্য করিয়াছিলে যে তজ্জন্য এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছ? সে ব্যক্তি কহিল—হযরত ! আমি জগতে গান গাহিয়া করতাল বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতাম ; তজ্জন্য আমার হস্তে অগ্নিময় করতাল দুইটি রহিয়াছে, ইহার উত্তাপে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া ছাই ভস্ম হইয়া যাইতেছে। পুনরায় হযরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্য করিয়া বল আমি রাছুল কি না? তখন সে ব্যক্তি কহিল—আপনি শেষ প্রেরিত রাছুল, আপনার সংবাদ তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে আছে। আমিও ভক্তি ভরে আপনার কলেমা উচ্চারণ করিতেছি ঃ লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাছুলুল্লাহ,—খোদা ব্যতীত কেউ উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (ছাঃ) তাঁহার প্রেরিত রাছুল ! এই মহাবচন পাঠ করিতেই তাহার হস্ত হইতে অগ্নিময় করতাল দুইটী ভূতলে খসিয়া পড়িল, সেও লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া কবর মধ্যে লীন হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া ইয়ামনবাসীগণ ও অন্যান্য কোরেশগণ পবিত্র কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল, কিন্তু হতভাগ্য দুর্মতি আবুজেহেল মস্তক হেঁট করিয়া পলায়ন করিল। হে ঈছায়ী খ্রীষ্টান ! তোমার ইহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমি একজন সামান্য লোক হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর উম্মত, এস—আমার সমভিব্যাহারে এস, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া তোমাকে দেখাই। ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি হযরত গওসে ছামদানী আবদুল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেবের সঙ্গে কবরস্থানে চলিয়া গেলেন। একটি পুরাতন কবরের নিকটস্থ হইয়া বড়পীর সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, উঠ, **কুম্ বেয়েজ্ নিল্লাহ।** ইহা বলিবামাত্র কবরস্থিত মৃতদেহ সজীব অবস্থায় উঠিয়া বড়পীর সাহেবকে ছালাম জানাইল। হযরত বড়পীর সাহেব তাহার ছালামের উত্তর দিয়া তাহাকে নিজস্থানে গমন করিতে বলিলেন। পরে সেই ঈছায়ীকে বলিলেন—খোদার কৃপায় আমাদের যখন মৃত-ব্যক্তিকে জীবিত করিবার ক্ষমতা আছে, তখন তিনি যে পারিতেন না বা পারেন নাই একথা কে আর বিশ্বাস করিবে? যখন আল্লাহ্তায়ালা সকল পয়গম্বর হইতে হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং যাহার অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার দ্বারা খোদার কৃপায় মৃতকে জীবিত করা অতি আশ্চর্যের বিষয়? ঈছায়ী ব্যক্তি উম্মতে মোহাম্মদীর এইরূপ আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তিভরে মহাবচন পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ পীর সাহেবের নিকট মুসলমান হইল এবং সেই দিবস হইতেই তন্ময়চিত্তে খোদাতায়ালার উপাসনা আরাধনা করিতে লাগিল।

একজন সওদাগর স্বপ্নযোগে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও ধনে-প্রাণে উদ্ধার লাভ করেন

"তওফাতল ক্বাদরি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, বাগদাদের নিকটবর্তী একটি গ্রামে শেখ হাম্মাদ নামক একজন মহাতপস্বী সাধুপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার একটি পরম ভক্ত সওদাগর শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরুর

বিনা আদেশে কখনও কোন কার্য করিতেন না। গুরুদেব যখন যে আজ্ঞা করিতেন, সওদাগর তখনই তাহা পালন করিতেন। একদিন তিনি বাণিজ্যার্থে বিদেশ গমনে যাইবার ইচ্ছা করিয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'প্রভু ! বাণিজ্য-যাত্রা করিবার মানসে আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, আজ্ঞা করুন। আশীর্বাদ করিবেন—যেন নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করিয়া দ্বিগুণ সম্পত্তি লাভান্তে-ধনে-প্রাণে ফিরিয়া আসিয়া আপনার চরণ সেবা করিতে পারি।" তখন শেখ হাম্মাদ বলিলেন "তোমাকে আমি এই সময়ে বাণিজ্যে যাইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা এবারকার বাণিজ্যে তোমার বহু ভয়ের কারণ আছে। বাণিজ্যে গমন করিলে তোমাকে ধনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। দস্যুগণ তোমার বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুঠ করিবে তোমাকেও প্রাণে বধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। অতএব তুমি এবারকার মত ক্ষান্ত হও, সাবধান ! বাণিজ্য করিতে যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইও না। তোমাকে বারংবার নিষেধ করিতেছি, গুরুবাক্য লঙঘন করিও না ; যখন তোমার এই মন্দ সময় শেষ হইয়া সুসময় উপস্থিত হইবে, কুগ্রহ কাটিয়া গিয়া সৌভাগ্যশশী ভাগ্য গগনে উদিত হইবে, তখন তুমি আমার অনুমতি লইয়া বাণিজ্যে গেলে লাভবান হইতে পারিবে।" সওদাগর পীর সাহেবের মুখে বাণিজ্যের অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি হযরত বড়পীর সাহেবের নিকটে আসিয়া স্বীয় পীরের নিষেধ-বাক্য ও বাণিজ্যের অমঙ্গলবার্তা যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ক্ষুণ্ণমনে সমুদয় বিবৃত করিলেন। সওদাগর বড়পীরের পরম ভক্ত ছিলেন বলিয়া বড়পীর সাহেব তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। যিনি দয়ার্দ্র হৃদয় ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তের কষ্ট দেখিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। প্রিয় সওদাগরের মনোকষ্ট দেখিয়া বড়পীর সাহেব তাহাকে বলিলেন—"বৎস ! আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বাণিজ্যে যাইতে পারিলেই অত্যন্ত খুশী হও। যাও বাণিজ্যে গমন কর, আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। আমি আশীর্বাদ করিতেছি, খোদাতায়ালা বিশ্বপালক রক্ষাকর্তা, তোমাকে সকল আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। সাগর-সলিলে, পাহাড় পর্বতে, বনে-জঙ্গলে যেখানেই তুমি থাক না কেন, খোদাতায়ালা তোমার মঙ্গলময় কর্তা হইয়া বিস্তর লাভ করাইয়া দিবেন !

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাও, কোন ভয় করিও না ; তোমাকে দয়াময় খোদাতায়ালার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলাম এবং তোমার সমস্ত আপদ-বিপদের ভার নিজ মস্তকে লইলাম। সওদাগর বড়পীরের আশীর্বাদে আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন ; পরে দ্রব্যাদি লইয়া বড়পীরের আজ্ঞামত বাণিজ্যে শুভ যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবসে একটি শহরে পৌঁছিয়া একস্থানে তাঁবু ফেলিয়া মালপত্র বিক্রয় করিতে লাগিল। দ্বিগুণ লাভে মালগুলি বিক্রয় করিয়া পুনরায় সেই দেশের অন্য দ্রব্যাদি স্থানে স্থানে ক্রয় করিয়া রাখিতে লাগিলেন। পরে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে যে কয়েক স্থানে বেশী মুদ্রার মাল যাহা ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার ঠিকানা ভুলিয়া গেলেন। সামান্য মাল পাইয়া সওদাগর মনোকষ্টে এক স্থানে রজনী যাপন করিলেন। রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া তাহার সমস্ত মাল ও ধনরত্নাদি লুঠ করিয়া লইল এবং কয়েকজন দস্যু বারংবার অস্ত্রাঘাতে তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া চলিয়া গেল। তিনি জাগ্রত হইলে অন্য কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না, কেবলমাত্র তাহার গ্রীবাদেশে একটি ক্ষতের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল, উহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হইতেছিল।

সওদাগর স্বপ্ন দর্শনে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া খোদাতায়ালাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া পুনরায় সেই সকল দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। খোদাতায়ালার কি অপার মহিমা ! সওদাগর তাঁহার হারান মালগুলি পুনরায় একস্থানে দ্বিগুণভাবে প্রাপ্ত হইলেন। সেই সফরে সওদাগর খোদাতায়ালার কৃপায় ও বড়পীরের দোওয়ায় দ্বিগুণ অর্থ উপার্জন করিয়া নির্বিঘ্নে বাগদাদ শহরে ফিরিয়া আসিলেন। সওদাগর শহরের সীমানায় আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন প্রথমে আপনার পীর সাহেবের নিকটে যাইয়া দেখা করিব—না বড়পীরের চরণ-সেবা করিয়া গৃহে গমন করিব? এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার পীর শেখ হাম্মাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সওদাগর হঠাৎ আপন পীর সাহেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ছালাম দিয়া পূর্বের কথা মনে করিয়া মৃদু হাসিয়া উঠিলেন। শেখ হাম্মাদ সওদাগরের মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'তুমি বাণিজ্যে যাইবার কথা যদি বড়পীর সাহেবকে না বলিতে এবং তিনি যদি তোমাকে আশীর্বাদ না করিতেন, তাহা

হইলে তুমি নিশ্চয় মহা বিপদগ্রস্ত হইতে, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তুমি বাণিজ্যে গমন করিলে হযরত বড়পীর সাহেব তোমার ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য খোদাতায়ালার নিকট সত্তরবার দোওয়া চাহিয়াছিলেন। তজ্জন্য দয়াময় খোদাতায়ালা বন্ধুর কথা রক্ষা করিয়া তোমার উপরে স্বপ্নযোগে সমস্ত বিপদ আনয়ন করিয়াছিলেন। এইজন্য তুমি ক্রয় করা দ্রব্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলে এবং তুমি স্বপ্ন ভঙ্গে নিজের আহত-অঙ্গে রক্ত দেখিতে পাইয়াছিলে ! এখন তুমি তোমার রক্ষাকর্তা খোদাতায়ালাকে ধন্যবাদ দাও এবং খোদাতায়ালার নামে দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে দান-খয়রাত কর। সওদাগর পীরের কথায় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরে তাহার চরণ চুম্বন করিয়া হযরত বড়পীরের নিকটে গিয়া বাণিজ্যের ঘটনা ও পীরের বর্ণনা সকল প্রকাশ করিলেন। হযরত বড়পীর সাহেব সওদাগরকে বলিলেন "এ যাত্রা আমার দোওয়ায় তুমি রক্ষা পাইয়াছ। তোমার পীর মহা সাধু তাহার আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করিও এবং তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না।

হযরত বড়পীর সাহেব খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার করিয়া একজন সওদাগরকে রক্ষা করেন

"সফিনাতুল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে আবু মোহাম্মদ আবদুল হক কুদ্দুস সারাহু বর্ণনা করিয়াছেন যে, সফর মাসের তৃতীয় তারিখে সোমবার দিবস সন্ধ্যার কিছু পূর্বে হযরত বড়পীর সাহেব বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে হঠাৎ উঠিয়া ওজু করিয়া উপাসনা সমাপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'ইল্লাল্লাহু' বলিয়া একটি শব্দ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া খড়ম দুইটি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই খড়ম দুইটি দেখিতে দেখিতে কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। যে সময় তিনি খড়ম দুইখানি সবলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সে সময় চক্ষু দুইট রক্তবর্ণ সর্বাঙ্গ ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তখন তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করিলে মহা- বীর্যবান পুরুষেরও মনে ভয় হইত ; এমন কোন সাহসী পুরুষ ছিল না যে, সে তাঁহার সহিত কথা বলে !এমন কি; সেই দিবস হইতে একমাস পর্যন্ত তাঁহার নিকট গমন করিতে মহান হৃদয় বলিষ্ঠ পুরুষগণও ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। যখন একটি মাস গত হইয়া গেল, তখন এক দল বণিক বাগদাদ শহরে আসিয়া পৌঁছিল। সেই বণিকদল

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইতে একজন যুবক সওদাগর কয়েকটি স্বর্ণ মোহর কয়েকটি কিম্মতি প্রস্তর, ইয়াকুত এবং ভাল ভাল রেশমের থান ও ভাল ভাল মেওয়া ভৃত্যের মস্তকে দিয়া পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনারা পীর সাহেবকে এই সংবাদ দিউন যে, আপনার আশ্রিত একজন সওদাগর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ! কেহ গিয়া পীর সাহেবকে সংবাদ দিলে তিনি তখন পর্ণকুটির হইতে বাহির হইয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন। অভিবাদনপূর্বক সওদাগর সমস্ত দ্রব্য নামাইয়া রাখিয়া খড়ম দুইখানি পার্শ্বে ধরিয়া তাঁহার চরণ যুগল চুম্বন করিল। হযরত তাহাকে সমাদরে নিজের কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার এই খড়ম দুইখানি তুমি কোথায় পাইলে ?" বণিক-তনয় ভক্তির সঙ্গে বলিতে আরম্ভ করিল—"হুজুর ! আমি বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জনপূর্বক গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে একস্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম, সেইদিন সফর মাসের তৃতীয় তারিখ সোমবার ছিল। হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া আমার লোকজনকে মারিয়া-ধরিয়া সমস্ত আসবাব-পত্র লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের তরবারি প্রহারে আমার সঙ্গীদের রক্তস্রোতে প্রান্তর লাল হইয়া গেল ; আহত ব্যক্তিগণের চীৎকারে আমার প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হইল। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হইলে এখন পর্যন্ত আমার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে। সেই ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একমনে একধ্যানে ভবভয় নিবারণকারী, বিপদ বিনাশকারী সর্বমঙ্গলময় খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। এমন সময় দৈবাৎ একটি ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম ; সেই শব্দে সমুদয় প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল, ভূমিকম্পের ন্যায় যেন মরু-প্রান্তর টলমল করিতে লাগিল, দস্যুদল প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে লুণ্ঠিত স্থান শান্তমূর্তি ধারণ করিল ! দস্যুদল কে কোথায় লুকাইল তাহা বুঝিবার বা জানিবার উপায় রহিল না। মরু-প্রান্তর নীরব, নিঃশব্দ এমন সময় আবার বন-জঙ্গলের দিকে চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, "রক্ষা কর রক্ষা কর।" ক্রমশঃ সেই বিকট চীৎকার নিকটবর্তী হইলে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, কয়েকজন লস্কর আসিয়া বলিলেন—"সওদাগর সাহেব ! রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন !! আপনার লুণ্ঠিত মাল ফিরাইয়া লউন, আমাদিগকে প্রাণে বাঁচান আর কেন ! যথেষ্ট হইয়াছে। দস্যুপতি মারা পড়িয়াছে ভীষণ খড়ম প্রহারে আর কাহারও নিস্তার নাই, মরিলাম ! মরিলাম !! পায়ে ধরি

এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন ; যেমন কর্ম তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।" তখন আমি ভরসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি যে দস্যুপতি খড়ম প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নরকগামী হইয়াছে। যে দুইটি খড়ম বৈদবলে দস্যুদিগকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা তখনই থামিয়া গেল। আমি আপনার পাদুকা দুইটি চিনিতে পারিয়া হস্তে তুলিয়া লইলাম ; নিজের মাল সমস্তই বুঝিয়া পাইলাম। সেই সকল দস্যুও দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আমার সমভিব্যাহারে আপনার কাছে মুরিদ হইতে আসিয়াছে। হযরত বড়পীর সাহেব তখনই তাহাদিগকে মুরিদ করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন ! বড়পীর সাহেবের এই আশ্চর্য কেরামতে সকলেই অবাক হইয়া গেল।

রমণীর সতীত্ব রক্ষা

"খোলাসাতল মোফাখারীন" নামক গ্রন্থে উমর বজাজ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, বাগ্‌দাদ নগর মধ্যে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী রমণী ছিল ; তাহার রূপের ছটায় দশদিক আলোকিত হইত। সেই যুবতী রমণীর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় অতুলনীয় সৌন্দর্যে বহু লোকের মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। পুরুষের রমণীরত্ন যে কতই লোভনীয় বস্তু, তাহা বর্ণনাতীত। বসন্তকালে উদ্যান মধ্যে ঈষৎ বায়ু প্রবাহে দোদুল্যমান প্রস্ফুটিত গোলাপ-পুষ্প নিচয়ের মধুর দৃশ্যে যেমন ভাবুকের মন চঞ্চল হইয়া উঠে, সেইরূপ তাহাকে দেখিয়া অনেকেরই হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত ! একটি লম্পট কুভাবে চালিত হইয়া উক্ত রমণীকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। উক্ত রমণী হযরত বড়পীরের নিকট মুরিদ হইয়া সর্বদাই খোদার ইবাদতে নিযুক্ত থাকিত, কখনও কু-অভিপ্রায় অন্তরের মধ্যে স্থান দিত না। সুতরাং উক্ত অসচ্চরিত্র ব্যক্তির কু-অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এরূপ দুই তিন বৎসর রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া সে তাহার পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন ঐ রূপবতী রমণী কোন কার্যবশতঃ এক নির্জন বনের ধার দিয়া কোথাও যাইতেছিল। সেই দুষ্ট পূর্ব হইতে সন্ধান লইয়া নিজের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ বনের ধারে একটি গর্ত মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। নির্জন স্থানে স্ত্রীলোকটিকে একাকী নিকটে পাইয়া তাহার অমূল্যরত্ন সতীত্ব

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধর্ম নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। লম্পটের হাতে পড়িয়া সতী-নারী একেবারেই নিরুপায় হইয়া পড়িল। নিকটে লোকজন নাই যে কাহাকেও চীৎকার করিয়া ডাকে। সেই নির্জন স্থানে চীৎকার করিলে খোদাতায়ালা ব্যতীত কে-ই বা শুনিবে? তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া সতীত্ব-ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে অন্তর্যামী দাতা দয়ালু খোদাতালাকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিল এবং মুখে উচ্চৈঃস্বরে আপন শ্রদ্ধাস্পদ বড়পীর সাহেবকে ডাকিতে লাগিল—'হে ধর্মের নেতা—বড়পীর সাহেব! আমাকে এই দুর্মতি পাপীষ্ঠ লম্পটের কবল হইতে রক্ষা করুন। সতীত্ব-ধর্ম রক্ষার্থ এই নিরুপায় অসহায় অবলা বালিকাকে দস্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লউন, নতুবা আমার সতীত্বে এবং আপন পীর দস্তগীর (*) নামে কলঙ্ক হইবে।" **ইয়া গওসল আজম! আলগায়াসো।** হে গওসল আযম ! তুমি আমাকে রক্ষা কর! তুমি আমাকে রক্ষা কর!!

যে সময় সতী রমণী বিপদে পড়িয়া হযরত গওসল আযমকে ডাকিতেছিল, সে সময় তিনি ওজু করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই জ্যোতির্ময় বদন হইতে যেন অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। ভক্তের বিপদ বুঝিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পরিলেন না, বাম পায়ের জুতাটি খুলিয়া বনের দিকে লম্পটের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। পাদুকাটি তীরের ন্যায় গিয়া পাপীষ্ঠের মাথার উপর বারংবার প্রহার করিতে লাগিল। বারংবার জুতার ভীষণ আঘাতে দুষ্ট লম্পটের মস্তকের খুলী ভাঙ্গিয়া চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই দন্ডেই পাপাত্মা প্রাণত্যাগ করিয়া নরকগামী হইল। পরে ঐ সতী রমণী দয়াময় খোদাতায়ালাকে শত-সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বড় পীরের কেরামত বুঝিয়া তাঁহার পাদুকাসহ হযরত বড়পীরের নিকট উপস্থিত হইল। সতীত্ব-ধর্ম রক্ষার ঘটনাগুলি একে একে তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সেই দিন হইতে সেই রমণী পীরের পদে মতি-গতি রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

যে জন দস্তগীরের করেন ইয়াদ,
ইহকালে পরকালে কি চিন্তা তাহার?

(*) পীর দস্তগীর—যে পীর হস্ত ধারণ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

বড়পীর সাহেবের নিকট হইতে দোওয়া শিখিয়া একটি দৈত্যের প্রাণবধ

"জোব্দাতল আবরার" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু সৈয়দ আবদুল্লা বিন্ আহমদ বাগ্‌দাদী বলিয়াছেন—একদা রাত্রিকালে আমার একটি পরমা সুন্দরী পঞ্চদশ বৎসর বয়স্কা কন্যা শয্যা হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহার শয্যা শূন্য দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তৎপরে কন্যার অন্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে লোক পাঠাইলাম; নিজেও নিকটবর্তী পল্লীগ্রামে প্রতিবেশীগণের বাড়ী, বাগান, মাঠ-ময়দান ও বন-জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সন্ধান না পাইয়া হতাশ হৃদয়ে সন্ধ্যার সময় হযরত বড় পীর সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিলাম। হযরত বড়পীর সাহেব আমার এই আকস্মিক বিপদ-বার্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে আমাকে এই দোয়াটি শিখাইয়া দিলেন—**ইয়া শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী শাইয়ান লিল্লাহ!** ইহার পর তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি উক্ত দোয়াটি তিনবার পাঠ করিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে ফুঁক দিয়া ঐ অঙ্গুলী দ্বারা মৃত্তিকার উপর চতুর্ভুজ অঙ্কিত করিয়া উহার ভিতরে বসিয়া তিনশত ষাটবার উক্ত দোয়া পাঠ করিবে। সামান্য রাত্রির পরেই দেখিবে, দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল দৈত্য তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্য নানারূপ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তোমার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। প্রায় সমস্ত রজনী দৈত্যগণ সর্প, ব্যাঘ্র বা অন্যান্য হিংস্র জন্তুরূপে ভয় দেখাইয়া তোমাকে ভড়কাইবার চেষ্টা কবিবে। সাবধান! তুমি তাহাতে ভয় না করিয়া নির্ভয়-অন্তরে একমনে গন্ডীর ভিতরে বসিয়া থাকিবে। রজনী শেষে স্বয়ং দৈত্যপতি তাহার বাদশাহী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখন তুমি জোড়হস্তে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে তোমার প্রতি দৈত্য রাজের দৃষ্টি পড়িলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে—'হে মানব! কে তোমাকে এখানে পাঠাইল?' তখন তুমি তাহাকে বলিবে—হযরত আবদুল কাদের জ্বিলানী পাঠাইয়াছেন। পুনরায় তোমাকে বলিবে, 'তুমি কি চাও?' তখন নিজের বক্তব্য বলিও। সাবধান! এই কার্যটি নির্জন প্রান্তরে একাকী সমাধা করিও।" আমি তখনই পীর সাহেবকে ছালাম করিয়া বিদায় হইলাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটু রাত্রি বেশী হইতেই একটি জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে আসিয়া পীর সাহেবের আদেশ মত দোওয়া পাঠ করিয়া রেখা টানিয়া বসিলাম। তিনশত ষাটবার দোওয়া পাঠ করিবার পরেই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সেই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া আতঙ্কে আমার প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল ; তথাপি সাহস করিয়া গন্ডীর মধ্যে বসিয়া রহিলাম। দুর্বৃত্ত দৈত্যগণের কাহারও এমন ক্ষমতা হইল না যে, আমার গন্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহারা গন্ডীর অদূরে থাকিয়া আমাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। আমি সেই সময় কোনদিকে না তাকাইয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় দৈত্যরাজ অশ্বারোহণে সৈন্য সামন্তসহ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম! তখন দৈত্যরাজ আমাকে বলিলেন—"কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছ?" আমি কহিলাম—"হযরত কুতবে আলম গওসল আযম মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন ; যে কারণে তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা আপনাকে জানাইতেছি। আমার একটি যুবতী সুন্দরী কন্যা রাত্রিকালে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, অনেক চেষ্টায় তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক কোন দৈত্য দ্বারা অন্বেষণ করিয়া তাহাকে আনিয়া দিলে আমি স্নেহাস্পদ তনয়ার মুখ দেখিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি।

দৈত্যপতি হযরত মাহবুবে ছোবহানী বড়পীর সাহেবের নাম শ্রবণ করিবা মাত্র অশ্ব হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া হযরত বড় পীরের সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহার নামাঙ্কিত রেখাটিকে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৈত্যরাজ দণ্ডায়মান হইয়া আরক্তলোচনে দৈত্যদিগকে আদেশ করিলেন—"যাও, তোমরা শীঘ্র যাও, দেশ-দেশান্তরে সেই দুষ্টের অন্বেষণে গমন কর। যেখানেই তাহাকে পাইবে সেইখানেই তাহাকে বন্ধন করিয়া কন্যাসহ লইয়া আসিবে।" রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র দৈত্যগণ দিকদিগন্তে গমন করিল এবং মূহূর্ত মধ্যেই সে দুরাচারকে বাঁধিয়া আনিল, তৎসঙ্গে আমার কন্যাও আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন দৈত্যদূত জোড়-হস্তে বাদশাহকে কহিতে লাগিল—হুজুর এই দুর্মতি দৈত্যাধমের চীনদেশে বাস। এ সর্বদাই

এইরূপ দুষ্টামী করিয়া মানবগণকে কষ্ট দিয়া থাকে। এখন হুজুরের যাহা কর্তব্য হয় তাহাই করুন। তখন দৈত্যরাজ দুষ্ট জ্বেনের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—রে দৈত্যাধম! এই ব্যক্তির কন্যাকে কেন অপহরণ করিয়া লইয়াছিলি? হযরত বড়পীরের ভয় কি তোর একটুও হইল না? দুষ্টমতি জ্বেন কহিল, হুজুর! ঐ স্ত্রীলোকটির জন্মদিন হইতে উহার প্রতি আমি অনুরক্ত আছি ; সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, আর সহ্য করিতে না পারিয়া উহাকে শয়ন গৃহ হইতে লইয়া আসি। দৈত্যরাজ আর সময় নষ্ট না করিয়া তখনই দুষ্টের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে দুরাচারের মস্তক ঘাতকের অসির আঘাতে ধুলায় লুণ্ঠিত হইল। দৈত্যরাজ আমার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় হইবার ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হুজুর! আপনি দৈত্যপতি হইয়া বড়পীর সাহেবের আজ্ঞা কি জন্য পালন করিয়া থাকেন?" তিনি বলিলেন, তাঁহার আজ্ঞা পালনে কেন বাধ্য হইব না। যখন বড়পীর সাহেব মহা যোগসাধনে বসিয়া ভূমণ্ডলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, তখন আকাশ-পাতাল, স্বর্গ ও মর্ত সমুদয় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিশ্বপালক খোদাতায়ালা তাঁহাকে এমন ক্ষমতা দান করিয়াছেন যে, দেব, দৈত্য, দানব, পশু, পক্ষী রাজা ও প্রজা সকলেই বড়পীরের আজ্ঞা পালনে বাধ্য হইতে হয়, নতুবা কিছুতেই নিস্তার নাই।"

বড়পীর করেন যদি আদেশ,
কুলমখলুক বাধ্য তাহে করিতে পালন।

বড়পীরের আজ্ঞায় কুমারী পাখীর কথা বলা ও পায়রার ডিম দেওয়া

"মনাকিব গওসিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মনসালেখ বলিয়াছেন যে, একদিন পীর দস্তগীর রৌশন জমির ভ্রমণ করিতে করিতে আহমদের পুত্র আবুল হোসেনের বাটিতে উপস্থিত হন। তিনি হযরত বড়পীর সাহেবকে সম্মানের সহিত আসন দিয়া অতি যত্ন-সহকারে বসাইলেন। নানা কথোপকথনের পর যখন হযরত উঠিয়া যাইবার জন্য খাড়া হইলেন, তখন আবুল হোসেন করজোড়ে বড় পীরের নিকট কহিলেন, হুজুর পীর রৌশন জমির আমি একটি কুমারী পাখী পুষিয়াছি, আর এক জোড়া পায়রা ঘরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাখিয়াছি কিন্তু ভাগ্যদোষে কুমারী পাখীও বুলি বলে না এবং পায়রাও ডিম পাড়ে না, কেবল আমার কষ্ট করাই বৃথা হইতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত গওসল আযম পায়রার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—**এলপাগ লে মালেকা**, হে পায়রা! তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য কেন ডিম পাড়িয়া উপকার কর নাই? যেহেতু তোমার প্রতিপালক তোমার বংশাবলী দ্বারা লাভবান হইতে পারিবে। পরে কুমারী পাখীকে বলিলেন—**সাবেহ্ লেখাল্‌** কা। আয় কুমারী! আজ্ঞা পালন কর তুমি, তোমার রাব্বের! বড়পীর সাহেবের আজ্ঞায় সেই দিন হইতে পায়রা ডিম পাড়িতে লাগিল ও কুমারী পাখীটি কথা বলিতে আরম্ভ করিল। হযরত বড়পীর সাহেবের পদার্পণে আবুল হোসেনের এই একটি মহা উপকার সাধিত হইয়াছিল।

বড়পীর সাহেবের খাদেম সর্পরূপী জ্বেন হত্যা করিয়া বন্দী হয়।

"লাতায়েফ গারায়েব" নামক গ্রন্থে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন রহমাতুল্লাহ আলায়হে কর্তৃক বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে বিশেষ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। কিছুদূর যাইতে যাইতে একটা মনোহর উদ্যান সম্মুখে পাইয়া আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। সেই উদ্যানটি অতি সুন্দর, নানারূপ ফল ফুলে তাহার শোভা নন্দন কানন সদৃশ প্রতিভাত হইতেছিল! কোন স্থানে খঞ্জন-খঞ্জনা, ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করিতেছিল ; কোনস্থানে ভ্রমরকুল মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে গোলাপ, বেল, চ্যামেলী, যুই, চাঁপা, পদ্ম প্রভৃতি ফুলের মধু পান করিয়া চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল ; কখন কখন বসন্তের সুশীতল সমীরণ আসিয়া লোকের মনপ্রাণ উদাস করিয়া তুলিতেছিল। আবার তমালের ডালে বসিয়া কোকিলকুল সুমিষ্ট কুহু কুহু রবে নিকটস্থ জনগণের মন-প্রাণ বিমোহিত করিয়া তুলিতেছিল। আমরা সেই উদ্যানে বসিয়া ব তই না আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময় হযরত বড়পীর সাহেবের প্রিয়-ভৃত্য আমার পরম বন্ধু দূরে একটি সর্প দেখিয়া তাড়াতাড়ি ষষ্ঠির প্রহারে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কররূপী সর্পটিকে বধ করিয়া তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় সহসা সমস্ত উদ্যানটি ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল, উদ্যানের

কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আবার প্রবল ঝটিকা বহিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন প্রলয়কান্ড সংঘটন করিয়া দিল। সেই সময় আমরা কি করিব? কোথায় যাইব, কেমন করিয়া রক্ষা পাইব, কিছুই স্থির করিতে পরিলাম না ; কিন্তু বিধির কৃপায় সেই দুর্যোগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, দেখিতে দেখিতে উদ্যান মধ্যে পূর্ব শান্তি আসিয়া দেখা দিল। ঝড়-বায়ুর গম্ভীর গর্জন, ঘোর অন্ধকার সকলই অন্তর্হিত হইল ; সমস্ত বস্তু স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল ; কিন্তু বড়পীর সাহেবের সেই প্রিয় ভৃত্য আমার পরম বন্ধুকে আর দেখিতে পাইলাম না। হায়! হায়! গ্রহদোষে আমার বন্ধু কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা আর স্থির করিতে পারিলাম না। আমরা উদ্যানের চতুর্দিকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না। বন্ধু বিচ্ছেদে মনোকষ্টে কতই কি চিন্তা করিতে লাগিলাম, ভাগ্যদোষে কোনও ফলোদয় হইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে সেই উদ্যান মধ্যেই বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বন্ধু বন হইতে রাজবেশ পরিধান করিয়া, শাহানা টুপি মস্তকে দিয়া আমাদের দিকে আসিতেছেন। সত্য-সত্যই বলিতেছি, বন্ধুর সে ভাব ও সে পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া প্রাণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। প্রিয় বন্ধু দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিচ্ছেদের পর মিলনের কান্না যে কত মধুর, যিনি বিচ্ছেদের পর মিলন লাভ করিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারেন। দুঃখের পর যিনি সুখী হইয়াছেন, তিনি সুখের আস্বাদ বুঝিয়া থাকেন। যিনি দারিদ্র ভোগের পর ধনবান হন, তিনিই ধনের গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হন। পাঠকগণ! আজ সেইরূপ দুই বন্ধুর সম্মিলনে কান্নার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করুন! অনেক কান্নাকাটির পর খাজা মঈনুদ্দীন রহমাতুল্লাহ আলায়হে বন্ধুকে বলিলেন—"প্রিয় বন্ধু! সর্প সংহার করিয়া আপনি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন এবং এই রাজ-পরিচ্ছদই বা কোথায় পাইলেন?" বন্ধু বলিলেন—ভাই! আমি যখন সর্প সংহার করিয়াছিলাম, তখন অকস্মাৎ সেই স্থান হইতে ধূম নির্গত হইয়া সমস্ত উদ্যান অন্ধকারময় হইল, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, সেই অন্ধকার মধ্যে একটি ভয়ঙ্করমূর্তি আসিয়া আমার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। সেই দন্ডেই সে আমাকে একটি অট্টালিকার মধ্যে লইয়া উপস্থিত করিল। আমি বন্ধনাবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখিতে পাইলাম, স্বর্ণ-খচিত সিংহাসনে এক দৈত্যরাজ উন্মোচিত তীক্ষ্ণধার তরবারী হস্তে আরক্ত-লোচনে বসিয়া আছেন এবং তাহার পার্শ্বে একটি মতৃদেহ রক্তাক্ত কলেবরে পতিত রহিয়াছে। দৈত্যরাজ এক একবার মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল ; তাঁহার চক্ষের পানিতে যেন নদীর স্রোতের ন্যায় ধরাতল ভাসিয়া যাইতেছিল। আবার যখন তাঁহার ঐ চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়িতেছিল, তখন বোধ হইল যেন সেই পানিতেই বুঝি আজ সমুদয় জগৎ ডুবিয়া যায়। দৈত্যরাজের সে চাহনি দেখিলে বীরপুরুষগণও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেন । যখন আমি হস্ত-পদ বন্ধন অবস্থায় দৈত্যরাজের সম্মুখে উপনীত হইলাম, তখন তিনি তরবারি দেখাইয়া কটাক্ষ করিয়া ভীষণ ক্রোধ সহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রে মানব-তনয় ! বিনা কারণে, বিনা অপরাধে তুই আমার এই পুত্রটিকে কেন বাগান-মধ্যে হত্যা করিয়াছিস ? অকারণে এই প্রাণী হত্যা করিতে তোর প্রাণে কি একটুও দয়া-মায়ার উদ্রেক হইল না ?" আমি কহিলাম—"হে দৈত্যপতি ! আমি কাহাকেও হত্যা করি নাই, আমা হইতে এমন নিষ্ঠুর কার্য কখনই হয় নাই ?" আমার কথা শেষ হইতে না হইতে দৈত্যরাজ কহিলেন—"রে মানব কুলাঙ্গার ! নিশ্চয় তুই আমার সন্তানকে বধ করিয়াছিস্। তোর দন্ডাঘাতেই উহার মস্তক চুর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখনও তোর হস্তস্থিত রক্তমাখা যষ্ঠি মৃতের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সাবধান মিথ্যা কথা কহিলে আমার হস্তে তোর আজ কিছুতেই রক্ষা নাই ! পুত্রহত্যার প্রতিশোধ এখনই লইব।" তখন আমি সাহসে নির্ভর করিয়া কহিলাম—ধর্মাবতার দৈত্যপতি ! কখনই আমি কি মানব কি দানবকে হত্যা করি নাই, তবে একটি কালসর্প বধ করিয়াছি, ইহা ব্যতীত আর আমি কিছু করি নাই ! দৈত্যরাজ ভীমরবে আবার কহিলেন—"রে হতভাগ্য হিংস্র-প্রকৃতি মানব তনয় ; বিনা কারণে সর্প সংহার করা এই বা কোন বিধি ?" তখন আমি তাঁহাকে এই হাদিসটি পাঠ করিয়া শুনাইলাম—

কাতলোল মুজি কাবলোল ইজা"

অর্থাৎ আমাদের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলিয়াছেন, হিংস্র জন্তু অপরকে কষ্ট দিবার পূর্বেই তাহাকে সংহার কর। আমাদের শাস্ত্রের মত অনুসারে সর্পটিকে বধ করিয়াছি। ইহার জন্য হত্যাকারীর কোন শাস্তি হইতে পারে না। আমি তো আপনার পুত্রকে জ্ঞাতসারে বধ করি নাই যে,

তজ্জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন। তখন দৈত্যরাজ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন—"রে মানব তনয় হিংস্রজীব! কালসর্পরূপে আমার ঐ পুত্র উদ্যান মধ্যে শিকার করিতেছিল ; তোমাদিগকে দেখিয়া সে লতার মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছিল, অমনি তুই আমার স্নেহের পুত্রকে বধ করিয়া বসিলি ? আবার বলিতেছিস, আমি কোন দোষে দোষী নহি। এখনই তোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া প্রাণবধ করিব।" এই বলিয়া কাজীকে ডাকিয়া কহিলেন—"এই মানব-তনয় অকারণে আমার পুত্রকে বধ করিয়াছে, এখন বিচার মত ইহার যাহা শাস্তি হয় তাহাই করুন।" বিচারপতি কাজী দুইজনের জবানবন্দী লইয়া দন্ডাঘাতের প্রমাণ পাইয়া আমাকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করিলেন এবং শাস্তিস্বরূপ অসির আঘাতে আমার প্রাণ বধ করিবার অভিমত প্রকাশ করিলেন। বাদশা তখনই জল্লাদকে ডাকিয়া বধ্যভূমিতে আমার প্রাণবধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ঘাতক দৈত্যরাজের আজ্ঞায় হত্যা করিবার জন্য যখন আমাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া গেল, তখন আমার জীবনরক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া আমি নিরাশ-প্রাণে মনে মনে হযরত গওসে আযম শাহে জীলান মাদাদে ডাকিতে লাগিলাম।

বধ্যভূমিতে ঘাতকের হস্তে শাণিত কৃপাণ দেখিলে কাহার প্রাণে না আতঙ্কের সঞ্চার হয় ? যাহাকে বধ করিবার জন্য বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার প্রাণে আজ কত ভয়, তাহা পাঠক কল্পনা করুন। একদিকে ভয়, ত্রাস, মৃত্যু-নিদর্শন তরবারির ভীষণ চাকচিক্য অন্যদিকে পুত্র-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের মমতার বন্ধন। একদিকে নানারূপ চিন্তা, জ্বালা, যন্ত্রণা, শাসন, পীড়ন—অন্যদিকে নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর দৃশ্য, শয়তানের চাতুরী। এমন অবস্থায় জগতে কে চিত্ত স্থির রাখিতে পারে। দৈত্যরাজের কঠোর আজ্ঞায় প্রাণ-সংহারের সময় আমি একেবারে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ নির্বাক, নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া একবারমাত্র সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিলাম। পরক্ষণেই বড়পীরের কৃপা স্নেহ, দয়া মায়া মনে করিয়া উচ্চৈ-স্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম এবং মুখে বলিলাম, ইয়া পীর দস্তগীর ! জন্মের মত আমি বিদায় হই। আর আপনার চরণ-সেবা ও আজ্ঞা পালন করিতে পারিব না, আর ভক্তিভরে সুধামাখা গওসল-আযম নাম উচ্চারণ করিতে পারিব না। হায় ! হায় ! বিদেশে আসিয়া আমি জীবন হারাইলাম। আপনি আপনার শরণাগতকে মরণকালে একবার দেখা দিলেন না। এখন জরাজীর্ণ দুঃখ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে জন্মের মত জগৎ হইতে বিদায় হইলাম।" এই বলিতে বলিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার মত হইলাম, ঘাতক আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল ; এমন সময় সহসা বেগে অশ্ব ছুটাইয়া এক বীরপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তরবারি আঘাতে ঘাতকের প্রাণ সংহার করিয়া একটি ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, দৈত্যপুরী যেন রসাতলগামী হইল, দৈত্যরাজ সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন, চতুর্দিকে হায় হায় শব্দ হইতে লাগিল। এমন সময় দৈতরাজ আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আমাকে কহিলেন—"আপনি কে সত্য করিয়া বলুন?" তখন আমি কহিলাম, "আমি মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেবের খেদমতগার"। দৈত্যরাজ হযরত বড়পীরের নাম শুনিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া কহিতে লাগিলেন—"আমি না বুঝিয়া অজ্ঞানবশতঃ পুত্রশোকে আত্মহারা হইয়া আপনাকে বধ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম, এখন সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চহিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমার শিরে শাহানা তাজ অর্থাৎ রাজমুজুট ও অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন। আর যে আমাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহাকে আদেশ করিলেন—"তুমি উহাকে সেই উদ্যান মধ্যে রাখিয়া আইস" আমি আসিবার কালে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি দৈত্যপতি হইয়া কেন মানব-তনয় বড়পীরের নামে ভীত হন এবং তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন! তিনি বলিলেন—"যখন হযরত বড়পীর সাহেব ধ্যানে বসিয়া আরশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন জগতের দেব, দানব, মানব ইত্যাদি সকলেই উহার জ্যোতির্ময় তেজে ভীত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। এমনকি—আকাশ ও পাতাল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে।" এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন, নতুবা এ জীবনে বোধহয় আর আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হইত না।

দৈব-হস্ত কর্তৃক শয়তানকে প্রহার

"মালফুজাতে গওছিয়া" নামক গ্রন্থে শেখ আহমদ বিন সালে জ্বিলানী বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হযরত পীর দস্তগীর মাহবুবে ছোবহানী রাহমাতুল্লাহ আলায়হে মনসুর নামক জামে মসজিদে উপাসনা

করিবার জন্য যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে একটি খর্বাকার পুরুষ আসিয়া হযরতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, "আপনি আমাকে চেনেন না? আমি পুরুষ শয়তান আপনার ও আপনার শিষ্যগণের পরম শত্রু। আপনি আমাকে ও আমার সহচরদিগকে বড়ই কষ্টে রাখিয়াছেন। এমন কি দর্পের সহিত আমার যে ডঙ্কা চলিতেছিল, আপনি চালাইতে দেন নাই ; আমাকে একেবারেই ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আচ্ছা, দেখা যাক্ কিরূপে আপনি আমাকে নির্যাতিত করিতে পারেন। আমিও আপনার এবং আপনার শিষ্যদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে থাকিলাম ; একটু সুযোগ পাইলেই ধ্বংস করিয়া ছাড়িব। যেমন আদিপুরুষ হযরত আদম (আঃ)-কে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া তিন বৎসর শত পথে পথে কাঁদাইয়াছিলাম, তদ্রূপ আপনাকেও করিব। তখন বড়পীর সাহেব রাগান্বিত হইয়া কহিলেন—"সাবধান দুরাত্মা! মুখ সামলাইয়া কথা বলিস্, নতুবা শাস্তি দিয়া ছাড়িব ; এখনও বলিতেছি, তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা। পাপমতি শয়তান মদগর্বে গর্বিত হইয়া পীর সাহেবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় অলক্ষ্য হইতে একটি দৈবহস্ত আসিয়া শয়তানের দুই গন্ডে প্রহার করিতে লাগিল। শয়তান সেই প্রহরের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। আর একদিন বড়পীর সাহেব আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় পাপাসুর শয়তান বর্শাহস্তে হযরতকে হত্যা করিবার মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনই অলক্ষ্য হইতে একজন বীরপুরুষ তরবারি হস্তে শয়তানের সম্মুখে আসিয়া সেই শাণিত অসি উত্তোলন করিয়া পাপাত্মাকে দেখাইল (*)। পাপপুরুষ শয়তান শাণিত কৃপাণের চাকচিক্য দেখিয়াই প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তৃতীয় দিনে হযরত বড়পীর সাহেব পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, শয়তান নিজের মুখে ধূলা ও কালি মাখিয়া বলিতেছে—হে আবদুল কাদের! তুমি আমার এমন অবস্থা করিলে যে, দুর্দশার শেষ নাই, আমাকে যার পর-নাই হীন জীবন যাপন করিতে হইল। তখন বড়পীর সাহেব বলিলেন—রে শয়তান! তোর আবার মঙ্গল কোথায়? ইন্‌শাআল্লাহ! তোকে এই হীন অবস্থাতেই জীবন

(*) দৈব-হস্ত দৈবপুরুষ—বড়পীরের পুণ্যাত্মা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাটাইতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন পাপীর শাস্তি না হইলে এই জগৎ পাপে পূর্ণ হইয়া যাইত।

বড়পীর সাহেবের দোয়ায় নিমজ্জিত নৌকার মৃত বর যাত্রিগণ জিন্দা হয়

"খোলাসাতল ক্বাদরি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন পীর দস্তগীর ভ্রমণ করিতে করিতে নদীর তীরে যাইয়া দেখিলেন, সেখানকার প্রতিবেশী রমণীগণ কলসী করিয়া পানি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহার মধ্যে একটি অর্ধবয়সী স্ত্রীলোক পানি পূর্ণ কলসি রাখিয়া নদীর তীরে বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হায়! হায়! কি সর্বনাশ হইল বলিয়া কাঁদিতেছে। আহা! তাহার সেই করুণ ক্রন্দনে মৎস্য পর্যন্ত যেন অধীর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, বনের পশু-পাক্ষিগণও যেন সেই ক্রন্দনে যোগদান করিল! শোকাতুরা রমণীর করুণ ক্রন্দনে নদীর তরঙ্গ যেন কল্ কল্ শব্দে তাহার কান্নার সঙ্গে যোগ দিল। বাৎসল্য স্নেহডোর বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় যেন মরমে মরমে, শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনী শক্তি অসার করিয়া ফেলিল। হায়রে স্নেহ! তোমার কি মধুর আকর্ষণী-শক্তি! শত সহস্র যোজন দূরে থাকিলেও তোমার আকর্ষণী শক্তি-প্রভাবে প্রতি মূহূর্তে শোকে মানব-প্রাণ অন্তর্দাহনে দগ্ধ হইতে থাকে। যেমন ফস্‌ফরাস আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ মৃত পুত্রের কথা মনে পড়িলেই হৃদয়ের অনল প্রবলভাবে জ্বলিতে থাকে। রমণীর করুণ রোদন শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়, বড়পীর সাহেব কি আর সে রোদন শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি দয়ার সাগর, গুণের আধার, তাই রমণীর ক্রন্দনধ্বনিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। আর থাকিতে না পারিয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলিতে পারো, ঐ রমণীর কি হইয়াছে এবং কেনই বা সে এমন করিয়া নদীর ঘাটে বসিয়া রোদন করিতেছে?" সেই লোকটি কহিল, 'হুজুর'! ঐ রমণীর দশা হযরত ইয়াকুব আলায়হেছ্ছালামের অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়। তিনি যেমন হযরত ইউসুফ আলায়হেছ্ছালামকে হারাইয়া 'হায় ইউসুফ! হায় ইউসুফ! করিয়া দিবারাত্র পুত্রশোকে কাতর হইয়া বেড়াইতেন, এই রমণীটিও সেইরূপ পুত্রশোকে কাতর হইয়া দিবারাত্র কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। ইহার দুঃখের কথা

শুনিলে পাষাণ-হৃদয়ও শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। রমণীর একটিমাত্র সন্তান ছিল, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ নদীর অপর পারে স্থির হইয়াছিল! রমণী যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া ছেলের বিবাহ দিতে বর-যাত্রীসহ নদীর অপর পারে পাঠাইয়া দেয়। বরযাত্রীরা বরের বিবাহ দিয়া কন্যাসহ নৌকাযোগে হাসিতে খেলিতে মহা-আনন্দে নদী পথে ফিরিতেছিল। নাবিকগণ উল্লসিত হইয়া তরী বাহিয়া আসিতে আসিতে যখন ঘাটের নিকটবর্তী হইল, তখন রমণীও তীরে আসিয়া পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য আনন্দে অধীরা হইল; কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা কি কঠিন! হায়! সে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়! অকস্মাৎ আকাশের এক কোণে একখন্ড কাল মেঘ দেখা দিল; মুহূর্তের মধ্যে প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল। হায়! সেই কাল ঝটিকা আসিয়া কন্যা ও বরযাত্রীসহ তরণী ডুবাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলক-মধ্যে সমস্তই নদীগর্ভে বিলীন হইল; দাঁড়ি, মাঝি বলিতে কি, একটি প্রাণীও রক্ষা পাইল না। দিনে দিনে দিন চলিয়া যাইতেছে, আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি ঐ রমণী আজ পর্যন্তও পুত্র ও বধূর শোক ভুলিতে পারে নাই, যখনই সে নদীর ঘাটে পানি লইতে আসে, তখনই অধীর হইয়া কাঁদিতে থাকে। হুজুর! বলিয়া বলে—

যদিও পুত্রের অস্তি পোঁতা মাটিতে
তথাপি মাতায় তার না পারে ভুলিতে।

এই রমণীর অবস্থাও সেইরূপ; ইহার এমন কোন আত্মীয়-স্বজন নাই যে, ইহাকে সান্ত্বনা দান করে।

রমণীর এই দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া বড়পীর সাহেবের দয়ার সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। রমণীর ভাগ্যে পীরের কৃপাদৃষ্টি হইল। তখন বড়পীর সাহেব একটি লোক পাঠাইয়া রমণীকে বলিলেন—"ক্ষান্ত হও! কোন চিন্তা করিও না এখনই তোমার দুঃখের অবসান হইবে, কোলের ছেলে কোলে পাইবে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল হইবে।" এই কথায় রমণীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না! সুতরাং সেইভাবেই মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। হযরত বড়পীর দস্তগীর পুনর্বার একজন খেদমতগারকে পাঠাইয়া তাহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতে বলিলেন। রমণী কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। খেদমতগার কহিল—"তোমার ভাগ্য ভাল যে, বড়পীর সাহেব তোমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এখন তাঁহার দোওয়ার বরকতে তোমার পুত্র-পুত্রবধূ, বরযাত্রী সকলেই বাঁচিয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া রমণী একটু সুস্থির হইল। ওদিকে হযরত বড়পীর সাহেব সেই সর্বশক্তিমান দাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নিকট জোড়হস্তে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে অন্তর্যামী সর্বমঙ্গলময় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা বিশ্বপালক! তুমি সকল কথাই জ্ঞাত আছ। কৃপা করিয়া এ দীনহীনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দাও। অনাথ রমণীর পুত্র, পুত্রবধূ ও বরযাত্রীদিগকে নদী হইতে তরণীসহ জীবন্তাবস্থায় উঠাইয়া দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" হযরত বড়পীর সাহেব এইরূপ অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু কোন ভাব বুঝিতে না পারিয়া অনেক বিলম্ব দেখিয়া মস্তকের উষ্ণীয় খুলিয়া আবার হস্ত উঠাইয়া বলিলেন, "হে জগৎপতি দাতা দয়াময়! অনাথার প্রতি দয়া করিতে এত বিলম্ব কেন?" অমনি দৈববাণী হইল—"হে বন্ধুবর! একি মুখের কথা যে, বলামাত্রই অঘটন সংঘটিত হইবে? আজ বার বৎসর অতীত, বরযাত্রীগণ তরীসহ নদীগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন তাহারা কেমন করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইবে?" বড়পীর আবার বলিলেন—"হে জগৎপতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা! বন্ধুর সহিত এইরূপ ব্যবহার কেন? যিনি 'কুন' শব্দে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন, তাঁহার আবার অসাধ্য কি? যিনি পলকে প্রলয় করেন, সমুদ্রকে পর্বতে পরিণত করেন, মরুভূমিকে উর্বরা করেন, জনশূন্য নিবিড় অরণ্যকে নগর করিয়া মানবে পূর্ণ করেন, তাঁহার আবার মৃতকে জীবিত করিতে কতক্ষণ সময় লাগে? পুনরায় দৈববাণী হইল "হে বন্ধুবর! ভাবিয়া দেখ, যাহাদের অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি সমুদ্রের হাঙ্গর কুম্ভীর উদরস্থ করিয়াছে, যাহাদের শরীরের সামান্য একটু চিহ্নও অবশিষ্ট নাই, তাহাদিগকে কেমন করিয়া জীবিত করা যাইতে পারে? বড়পীর সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "হে দয়াময় বিশ্ব-জগতের অধীশ্বর! এ তোমার কেমন কথা? প্রলয়কালে আকাশ পাতাল, সাগর পর্বত, দেব, দৈত্য, মানব, দানব, পশু-পক্ষী কোন প্রাণীই থাকিবে না, সকলই বিলীন হইয়া যাইবে, মাত্র তুমি বর্তমান থাকিবে, সেইদিন কেমন করিয়া তুমি সকল প্রাণীকে পুনরুজ্জীবিত করিবে? পুনর্বার দৈববাণী হইল, "বন্ধু! ধ্যান ভঙ্গ কর ; চাহিয়া দেখ এবং জগতকে দেখাও বন্ধু বন্ধুর জন্য কি কার্য না করিতে পারে? হযরত পীর-দস্তগীর নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, নদীর ঘাটের নিকট সুসজ্জিত একটি তরণী, উহা বর-

কন্যা বরযাত্রীতে পরিপূর্ণ ; কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, দাঁড়ি-মাঝিগণ দাঁড় বাহিতেছে! সেই মহান দৃশ্য দেখিলে পথের পথিকও ভাবে বিমুগ্ধ হয় একবার প্রাণ ভরিয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ সার্থক করে! যে যেমন পরিচ্ছদ পরিয়া ডুবিয়াছিল, দেখা গেল, তাহারা তেমনই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছে। কাহারও জমা ধপ্ ধপে সাদা কাহারও জামা বিবাহ বাটির চিহ্নস্বরূপ রঙ্গের ছিটাযুক্ত, বর-কন্যা নব সাজে নবভাবে বসিয়া আছে। পাঠক! সে ভাব দর্শন করিলে মনে করিবেন আজই যেন বর বিবাহ করিয়া কন্যা লইয়া ফিরিল! হে দাতা দয়াময়! ধন্য তোমার কারিগরী, ধন্য তোমার দয়াময় নাম। দেখুক, জগৎ দেখুক! কীর্তি দেখিয়া তাহারা খোদাতায়ালাকে শতশত ধন্যবাদ প্রদান করুক! তরণী যখন ঘাটে লাগিল, তখন একে একে সকলেই তীরে অবতরণ করিল। নগরবাসীগণ এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল—যে যাহার ভাই-বন্ধু বহুকাল পর প্রাপ্ত হইয়া উল্লসিত হৃদয়ে ঘরের দিকে লইয়া চলিল। রমণী পুত্র ও নববধূকে পাইয়া বহু দিবসের শোক তাপ বিস্মৃত হইল এবং আনন্দে অধীর হইয়া বড়পীর সাহেবকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল—"হুজুর! আপনার কৃপায় মৃতপুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিলাম। পীর সাহেবও তাহাকে দোওয়া করিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

একটি রোবাই

তেরে নাজদিক মোরদে কো জীলানা কুছ নেহি মুশকিল।
তেরে নাজদিক ডুবোঁকো তারানা কুছ নেহি মুশকিল।।

হযরত বড়পীর সাহেবের জ্বেন জাতির উপর আধিপত্য লাভ

হযরত পীরান-পীর মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-কে খোদাতায়ালা যেমন জ্বালালী ফায়েজ দান করিয়াছিলেন, তেমনি জ্বেন বা দেও জাতিকে তাঁহার হাতে শাস্তি ভোগ করাইতে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। "গোলদাস্তা কেরামত" নামক গ্রন্থে মহাত্মা সোখবেরান ছাদেক রহমাতুল্লাহ আলায়হে বর্ণনা করিয়াছেন, সর্বশক্তিমান খোদাওন্দতায়ালা আদমের পূর্বে অগ্নি দ্বারা জ্বেন ও শয়তান জাতিকে পয়দা করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐ জ্বেনজাতি এই পৃথিবীতে বাস করে এবং তাহারা অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া খোদাতায়ালার নাফরমানী করিতে থাকে ; তজ্জন্য দয়াময় সৃষ্টিকর্তা জ্বেনের বহু শতাব্দী পরে মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রতি শরিয়তের বিধানগুলি প্রতি-পালন করিবার আদেশ করেন। আদম-বংশধরগণ উহা পালন করিতে থাকেন ; কিন্তু জ্বেনজাতি খোদার আদেশ অমান্য করিয়া হিংসা বশতঃ মানবগণের প্রতি অত্যাচার-অনাচার করিতে থাকে ; এমন কি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া প্রথমে ভয় দেখাইয়া অজ্ঞান করাইয়া নিজের কামনা পূর্ণ করিত, কাহাকেও বা নিজের দেশে লইয়া গিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়া দিত। আবার অনেক পুরুষ লোককেও কষ্ট দিতে ছাড়িত না। অকারণ বিনা দোষে কত মানুষের প্রাণ বধ করিয়া যে উহারা আমোদ উপভোগ করিত, তাহার সংখ্যা নাই। উহাদের অত্যাচার অতি মাত্রায় বাড়িয়া গেলে সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান দুষ্টের দমনকারী খোদাওন্দতায়ালা হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঔরসে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে পয়দা করিয়া তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার ভাষা বুঝিবার ও সকল জীব-জন্তুর ভাষায় কথা বলিবার ক্ষমতা দান করেন। তৎপরে তাঁহাকে শাহী ও পয়গম্বরী দিয়া সকল প্রকার পশু, পক্ষী ও জ্বেন জাতির উপর আধিপত্য দান করিলেন। ইহাতে সকল দেও বা জ্বেন জাতি তাঁহার তাঁবেদার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় হইয়া গেল। তিনি যখন যাহাকে যাহা আদেশ করিতেন সে তখন তাহাই পালন করিয়া প্রভুভক্তি দেখাইত। সুতরাং হযরত সোলায়মান (আঃ) মানবদিগের মঙ্গলের জন্য জ্বেনের দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কার্য করাইয়া লইয়া অবশেষে বায়তুল মকাদ্দাসের হেরম শরিফ, বহু কুঠির প্রাচীর গাঁথাইয়া, কত শত কূপ পর্যন্ত খনন করাইয়া লইয়াছিলেন। তবে যে সকল জ্বেন বা দেওজাতি তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করিতে চেষ্টা করিত, কি মানুষের প্রতি অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন অত্যাচার করিত, তিনি সেই সকল দুষ্টমতি জ্বেন বা দেওয়ের কাহাকেও পর্বত গুহায়, কাহাকেও বা বোতলে পুড়িয়া সমুদ্রের গভীর তলে কয়েদ করিয়া রাখিতেন। এইরূপে তিনি সহস্র সহস্র অত্যাচারী জ্বেনকে পাতালে-সলিলে, বন-জঙ্গলে, পর্বত-গহ্বরে, বন্দী করিয়া রাখিতেন! তাঁহার এই ভীষণ শাস্তির ভয়ে তৎকালে অনেক জ্বেন, দেও, ভূত ও শয়তান সাধারণ মানুষকে ভয় করিত। হযরত সোলায়মান (আঃ) নিজের অন্তিমকাল অতি নিকটবর্তী

বুঝিয়া মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার পরলোকগমনের পরে যদি প্রবল পরাক্রমশালী জ্বেনগণ আবার মানুষের উপর অত্যাচার করে, তবে তাহাদের পৃথিবীতে বাস করা কঠিন হইয়া পড়িবে। তিনি এই সকল কথা ভাবিয়া মানুষের কল্যাণ কামনায় হাত তুলিয়া খোদার দরবারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'হে দাতা দয়ালু দয়াময় সর্বশক্তিমান সর্বদর্শী সর্বান্তর্যামী সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালা আমার সংসার-লীলা ত্যাগ করিবার পরে দুষ্ট জ্বেনগণ আবার যদি মানবদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তবে তোমার প্রিয় বান্দাগণ উহাদের আক্রমণ হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবে এবং কে-ই বা দুষ্ট জ্বেনজাতিকে দমন করিয়া রাখিবে?' তখনই দৈববাণী হইল—"হে সোলায়মান (আঃ)! তোমার মৃত্যুর পরে আখেরী (শেষ) নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) মক্কা নগরে পয়দা হবেন। তাহার পবিত্র বংশে এক কামেল মহা অলী মাহবুবে ছোবহানী শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ) যখন জাহের হইবেন, তখন তাঁহাকে ঐ জ্বেন বা দেওজাতির উপর আধিপত্য দান করা হইবে এবং জ্বেন ও শয়তানদিগের গলায় তাঁবেদারীর শিকল দিয়া গওসল আযমের মারফতে সিংহাসনের পায়াতে বন্দীর ন্যায় বাঁধিয়া রাখা হইবে। এমনকি কেয়ামত (প্রলয়কাল) পর্যন্ত জ্বেন শয়াতিনগণ বড়পীরের জ্বালালি ফায়েজ ও তাঁহার এছেমের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকিবে। এই শুভ সংবাদ অবগত হইয়া হযরত সোলায়মান (আঃ) খোদার শোকর গোজারী করিলেন এবং হযরত গওসল আযম রহমাতুল্লাহ আলায়হের নামে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আনন্দিত হইলেন।

হযরত বড়পীর সাহেবের নামের তাছিরে জ্বেন শয়তানের কুদৃষ্টি দূর

"তোহ্‌ফাতোল আছ্‌রার" গ্রন্থে সৈয়দ জালালুদ্দিন বোখারী (রঃ) লিখিয়াছেন, যদি কাহার উপর জ্বেন-ভূতের কু-দৃষ্টি পড়ে, তবে হযরত মাহবুবে ছোবহানী শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ)-এর নাম একাদশবার পাঠ করিয়া প্রত্যেক বারে জ্বেনে-ধরা রোগীর কর্ণে ফুঁক দিলে তখনই খোদাতায়ালার ফজলে জ্বেনের কু-দৃষ্টি দূর হইবে। যদি দুষ্ট জ্বেন বা শয়তান কাহারও প্রতি শত্রুতাবশতঃ বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া ভয় দেখায় বা কোন প্রকার অত্যাচার করে, তবে তখনই সে এক মুঠা ধূলি লইয়া তাহাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর নাম পাঠ করিয়া একাদশবার ফুঁক দিবে ; তৎপরে উক্ত ধূলাপড়া সবলে উহার উপর নিক্ষেপ করিবে। খোদার ফজলে এই নামের তাছিরে দুষ্ট জ্বেন শয়তান তখন পলায়ন কবিবে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আল্লাহ্ যাঁহাকে মহাশক্তি দান করেন, তিনি ঐশীশক্তি বলে জ্বেন, ভূত, শয়তান পর্যন্ত জব্দ করিয়া ছাড়েন। শুধু জ্বেন কেন কত শত অত্যাচারী বাদশা, দন্ডধারী রাজা ও অহঙ্কারী তপস্বী পর্যন্ত হযরত বড়পীর সাহেবের হস্তে দন্ড ভোগ করিয়াছে। এখন আপনাদিগকে এক জালেম বাদশার শাস্তিভোগের কথা বলিতেছি একাগ্রচিত্তে ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ করুন—

হযরত বড়পীর সাহেবের কোপে নজদের বাদশার শাস্তি পাইবার কথা

"গোলদাস্তা কেরামত" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, জনাব সোলতানল আউলিয়া মাহবুবে ছোবহানী হযরত বড়পীর সাহেব (রঃ) একদা বসন্তকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গ্রামের ভিতরে যাইয়া প্রবেশ করেন। সেই গ্রামের মধ্যে একজন ধার্মিক বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায় বাস করিতেন। সেই ধার্মিক প্রবর নিজ মেহনতে উপার্জন-করা হালাল রুজি দ্বারা সংসার চালাইতেন। তাঁহার আর অন্য কাজ ছিল না, কেবলমাত্র একখান মখমলের বস্ত্র বয়ন করিতেন, আর তিনি সেই বস্ত্র অহঙ্কারী নজদের বাদশার নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া তৎসাহায্যে জীবন যাপন করিতেন। হযরত বড়পীর সাহেব যখন তাঁহার তাঁতশালায় যাইযা পৌছিলেন, তখন সেই ধার্মিক-পুরুষ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ভক্তিভরে পীরের সম্মানার্থে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন এবং হযরতের নিকট অনুশরণ ব্রতে দীক্ষিত (বয়েত) হইয়া পীরের সমীপে কি যে নজরানা দিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে হুজুরের চরণ চুম্বন করিয়া একখানি মখমলের থান লইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে কহিলেন—"হুজুর! এই অধমের পরিশ্রমলব্ধ বস্ত্র যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই আনন্দিত হই এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করি।" হযরত বড়পীর সাহেব তন্তুবায়ের ভক্তিভরা প্রাণ দেখিয়া বস্ত্রখানি না লইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ভক্ত প্রবরকে আশীর্বাদ করিতে

করিতে তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই দিন হইতে পীর-ভক্ত তন্তুবায় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি প্রত্যেক বৎসর এইরূপ একখানি থান প্রস্তুত করিয়া আমার পীর সাহেবকে নজরানা দিব ; আর দ্বিতীয় থান নজদের বাদশার নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইব। পীর-ভক্ত এইরূপ প্রতি বৎসর প্রথম থানটি তৈয়ার করেন তাহা পীরসাহেবকে নজরানা দিয়া আসেন, দ্বিতীয় থান নজদের বাদশার নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু সকল দেশে সকলেরই শত্রু আছে ; শত্রুর চোখে লোকের ভাল কাজ ভাল লাগে না ; সর্বদা সে মন্দের চেষ্টায় থাকে। তাঁতির প্রতিবেশীর মধ্যে একজন দুষ্ট লোক নজদের বাদশার নিকটে গিয়া কহিল "হে বাদশা নামদার! যে ব্যক্তি আপনাকে প্রতি বৎসর একখানি মখ্‌মলের থান বিক্রয় করিয়া যায়, সে ব্যক্তি প্রতি বৎসর দুইখানি মাত্র থান প্রস্তুত কবে, তন্মধ্যে যে থানটি ভাল তাহা আপন পীর (গুরু) হযরত বড়পীর সাহেবকে নজরানা দিয়া থাকে; আর দ্বিতীয় নিকৃষ্ট থানখানি আপনার নিকট বিক্রয় করে। সে যে প্রতি বৎসর আপনার সহিত প্রতারণা করে তাহা আপনি অদ্যাবধি অবগত নহেন, তাই আপনাকে জ্ঞাত করাইয়া গেলাম।" মদগর্বিত অহঙ্কারী বাদশা এই কথা শুনামাত্র ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সেই ধার্মিক বস্ত্র বিক্রেতাকে দরবারে ডাকাইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন—"রে নির্বোধ তন্তুবায়! তুই সুন্দর বস্ত্রের থানখানি নিজের পীর সাহেবকে দিস আর অপর নিকৃষ্ট বস্ত্রের থানখানি আমাকে বিক্রয় করিয়া ঠকাইয়া যাস, অতএব সাবধান! এমন অন্যায় কাজ আর কখনও করিস না। এবার দুইখান বস্ত্রই অগ্রে আমার নিকট আনিতে হইবে। উহার মধ্যে যে থানখানি আমার পছন্দ হইবে, সেইখানি ক্রয় করিব। অন্য থানখানি তোর পীর সাহেবকে দিস ; আর তোর সেই অধম পীর কেমন করিয়াই বা আমার মত মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করেন। বাদশার সহিত একজন সামান্য ফকিরের তুলনা করা তোর অন্যায় কার্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সাবধান! এমন কাজ আর কখনও করিস না ; এবার আমার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া যদি পূর্বের ন্যায় অন্যায় কাজ করিস, তাহা হইলে আমার কোপানলে পড়িয়া তোকে মহা শাস্তিভোগ করিয়া মরিতে হইবে—তখন কেহই তোকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না।" ধার্মিক প্রবর তন্তুবায় গর্বিত বাদশার মুখে পীরের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন এবং আদেশ লঙঘন ভয়ে ক্রোধে ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন বাগদাদে গিয়া মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা এবং নজদের বাদশার সকল কথাই বড়পীর সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—হুজুর! এরূপ অত্যাচারী বাদশাকে শাস্তি দিয়া পৃথিবী হইতে অশান্তি দূর করিয়া দিন ; নচেৎ জালেমের জুলুমে কত শত নির্দোষ লোক ধনে-প্রাণে মারা পড়িবে।"

জনাব পীর সাহেব ভক্তের কথায় রুষ্ট না হইয়া বরং মধুরস্বরে বলিলেন—"বাবা! আমরা ফকির লোক, বাদশা বা আমির লোক ধনের অহঙ্কারে আমাদিগকে ভাল-মন্দ দুইকথা শুনাইতে পারেন। কেননা তাঁহারা আত্মগরিমায় পূর্ণ থাকিয়া অহঙ্কারবশতঃ মানুষকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না। তাঁহারা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া বিজ্ঞ সাধু ধার্মিক লোকদিগকেও তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এদিকে অহঙ্কারী গর্বিত বাদশা দিন দিন আপন ভৃত্যের দ্বারা পীরভক্ত তন্তুবায়ের উপর পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ; ভক্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুনর্বার পীর সাহেবের নিকটে যাইয়া বাদশার উৎপীড়ন আর নির্যাতন ভোগের কথা জ্ঞাপন করিয়া জালেমকে শাস্তি দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হযরত বড়পীর সাহেব জালালী মেজাজে অবস্থান করিতেছিলেন। জালেম বাদশার জুলুম অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"নিশ্চয় জানিও, সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালা দর্পীর দর্প চূর্ণ ও জালেমের যে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তাহা এখনই বর্তিবে, তুমি নিশ্চিন্ত হও!" এই বলিয়া হযরত বড়পীর সাহেব একখানা কাগজ দোওয়া-তাবিজসহ নজদ-নগরের মানচিত্র আঁকিয়া ভক্তের হস্তে দিয়া বলিলেন—"বৎস! যাও, এই তাবিজটি লইয়া মাটির পেয়ালা দ্বারা চাপা দিয়া রাখিবে, চাপা দিবার সময় বলিও হে নজদের বাদশা! তুমি দলবলসহ ইহার ভিতরে কয়েদ স্বরূপ অদৃশ্য হইয়া থাক। এই কথা বলামাত্র জালেম বাদশা সদলবলে পিয়ালার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া থাকিবে এবং পিয়ালা না তুলিলে উহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।' পীর ভক্ত দুষ্টের দমনের জন্য পীরের নিকট হইতে একটা মাটির পিয়ালা আর সেই লিপিবদ্ধ কাগজখানি লইয়া তাঁহার কথামত যেমন উহা চাপা দিয়া রাখিলেন, অমনি পীরের কেরামতে নজদের বাদশা ও নগরবাসী সকলেই অদৃশ্য হইল। ধন্য হযরত বড়পীর সাহেবের আশ্চর্য কেরামত!

ইহা অজ্ঞ মানবের কল্পনা ও ধারণার অতীত জানিবে। কামেল অলীর কেরামতের উপর বিশ্বাস না করিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করা মূর্খতা মাত্র।

শেয়ের

কারামতে মেরা দস্তগীর কা
জাহেল না ওয়াকেফ হ্যায় ওহ হক ভেদ্‌ছে

এই আশ্চর্য ঘটনার কিছুদিন পূর্বে নজদ অধিপতি জালেম বাদশাহর ধার্মিক পিতা মক্কা শরীফে 'হজ' করিতে গিয়াছিলেন ; তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নগরের যাবতীয় লোক, সৈন্য-সামন্ত ও প্রাণাধিক পুত্রের (বাদশা) দর্শন পাইলেন না। কি আশ্চর্য! সকলেই অদৃশ্য! কোন স্থানে কাহারও দর্শন না পাইয়া, পিতা পুত্রশোকে অধীর হইয়া পাগলের ন্যায় বন-জঙ্গল, পাহাড়-ময়দানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

শেয়ের

আজিব শান হ্যায় ইয়া রাব্বে জুলজালাল।
আওর বে নেশান হ্যায় জাহান।
না হ্যায় মুলুক আওর না হ্যায় আদমীকা নেশান।

হাজী সাহেব পুত্রশোকে অধীর হইয়া নানাস্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে এক নির্জন-বনে আসিয়া এক কামেল আউলিয়ার দর্শন পাইলেন! তাঁহার দর্শনে মনোভিলাসপূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত সেই আউলিয়ার চরণ চুম্বন করিয়া নিজের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য কৃপা ভিক্ষা চাহিলেন ; আর কি উপায়ে লুপ্তরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহার সদুপদেশের আশায় বসিয়া রহিলেন। দয়ার্দ্র হৃদয় সাধু তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তখনই একখানি তাবিজ (কবজ) লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন—"জনাব হাজী সাহেব! ধৈর্য ধারণ করুন, এখনই আপনার বিপদের অবসান হইবে। এই কবজটি চাঁদির মাদুলিতে ভরিয়া শয়নকালে মস্তকের নিম্নে রাখিয়া শয়ন করিবেন, আর ঐ সময় সহস্রবার দরূদ শরিফ পাঠ করিবেন ; তৎপরে যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করিবেন, তাঁহাকে আপনার বিপদ বার্তা শুনাইয়া দিবেন। ইহাতে দৈব-চক্রের ভেদ অবগত হইবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাজী সাহেব ধার্মিক লোক ছিলেন, তিনি আউলীয়ার কথা মত দরূদ শরিফ পড়িয়া মাদুলি মস্তকের নিম্নে রাখিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রায় অঘোর হইলে, স্বপ্নে চারি সাহাবাসহ হযরত নূর নবী (ছাঃ)-কে দর্শন করিয়া নিজের আত্মপরিচয় দিয়া দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুধাইলেন। হযরত সাফিয়েল মুজ্‌নবিন রাহমাতুল্লিল আলামিন ইহা শ্রবণমাত্র উম্মতের নাজাতের জন্য খোদার দরবারে প্রার্থনা করিলেন। তখনই দৈববাণী হইল "হে আমার প্রিয় হাবিব! যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ আমার প্রিয় বান্দা মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানীর প্রতি শত্রুতা রাখে এবং লোকের উপর জুলুম করে, তাহার শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে। তবে আপনার বংশধর আবদুল কাদের জিলানী (বড়পীর সাহেব) যদি তাহাকে ক্ষমা করেন, তবে এখনই সে কয়েদখানা হইতে মুক্তি পাইতে পারে।" হযরত রাছুল করিম (ছাঃ) খোদার তরফ হইতে সমুদয় ভেদ অবগত হইয়া, অমনি হযরত বড়পীর সাহেবের সমীপে আবির্ভূত হইয়া নজদাধিপতির অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লইলেন। প্রভাতে সূর্যোদয়ের পরে হযরত বড়পীর সাহেব সেই ধার্মিক তন্তুবায়কে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! এখনই তুমি সেই মাটির পিয়ালাটি উল্টাইয়া দাও, বন্দিগণ মুক্তিলাভ করুক। বাদশা যতদিন জীবিত থাকিবে, আর কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না।।" পীর-ভক্ত পীরের আদেশে যেমন পেয়ালাটি উল্টাইলেন, অমনি নজদাধিপতি অধিবাসী ও সৈন্যসহ মুক্তিলাভ করিলেন। জনাব হাজী সাহেব লুপ্তরাজ্য ও পুত্রপ্রাপ্ত হইয়া খোদাতায়ালাকে সেজদা করিয়া পরদিন পিতা-পুত্রে বাগদাদ শরিফে আসিয়া বড়পীরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার চরণ চুম্বনপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন এবং মুরিদ হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দয়ার্দ্র হৃদয় জনাব পীর সাহেব তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে মুরিদ করিলেন। তৎপরে পিতা-পুত্রকে ইনসাফ সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। যে যেমন কাজ করে তেমনই ফলভোগ করিয়া থাকে। যেমন স্বয়ং খোদাতায়ালা আপনার পাক কালাম কুরআন শরিফে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—

আয়েত

জাজা আম বেমা কানু ইয়া মালুন

অর্থ—যে যেমন কাজ করিবে, সে তদ্রূপ ফল ভোগ করিবে।

হযরত বড়পীরের সহিত বে-আদবী করায় পীর শেখ ছানয়ান (রাঃ)-এর দুর্দশাভোগ

মহাত্মা সাদেক মোখবেরান সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় জনাব হযরত বড়পীর সাহেব ইস্‌ফাহান নগরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তথাকার পীর শেখ ছানয়ানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—**কাদমী হাজাহ্ আলা রাজাবেজামিয়ান আউলিয়া** অর্থাৎ প্রত্যেক অলীর গর্দান বড়পীরের পদতলে নতকরা আবশ্যক। যখন বড়পীরের এই সম্মানীয় বাক্যটি হাওয়াতে বহন করিয়া ইসফাহান-নিবাসী পীর ছানয়ান রহমাতুল্লার কর্ণে পৌঁছিয়া দিল, তখন তিনি সমুচ্চ পীর সিংহাসনে বসিয়া আত্মগরিমায় উচ্চশিখরে ছিলেন। তজ্জন্য তিনি অহঙ্কারবশতঃ বলিয়া ফেলিলেন—"বড়পীর এমন কি দর্জা রাখেন যে, তাঁহার সম্মানের জন্য আমাকে ঘাড় হেঁট করিতে হইবে? তিনি যতই দর্জা রাখুন না কেন, তাহাতে আমার কি আসে যায়? যখন নিজে কত আউলিয়ার পীর হইতেছি, তখন বড়পীরের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে এত হীনতা স্বীকার করিতে পারিব না।" ঐ সময় হযরত গওসল আযম বড়পীর সাহেব (রঃ) "মোরাকাবায়" থাকিয়া ইস্‌ফাহানী পীরের আত্মগরিমা অবগত হইলেন। ইহাতে তাঁহার "জালালী মেজাজ" গরম হইয়া উঠিল এবং তর্জন-গর্জন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"হে অহঙ্কারী শেখ ছানয়ান! এই আত্মগরিমার জন্য তোমাকে কিছুদিন হীন অবস্থায় থাকিয়া কাল কাটাইতে হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে স্বয়ং আল্লাহপাক যাহাকে মহাদর্জা দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তোমার মত পীরের ঈর্ষায় তাঁহার (আবদুল কাদেরের) কোন ক্ষতি হইবে না ; পরন্তু তুমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন হঠাৎ কাহাকেও অপদস্থ করিতে চাহেন না। হযরত বড়পীর সাহেবকে সকল অলী অপেক্ষা উচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন, খোদার একজন কুতবের দ্বারায় পীর ছানয়ানকে উহা বুঝাইয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। কুতব সাহেব ইস্‌ফাহানী পীর সাহেবকে উহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন সত্য কিন্তু তিনি তাহা মান্য না করিয়া আত্মগরিমার সহিত আপনার প্রসিদ্ধ দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে হজ্জ ব্রতে গমন করিলেন ; বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া এক শহরের মধ্যে গিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

পৌঁছিলেন। শহরটি অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; ইহাতে মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান অগ্নি পূজক ও মজুসিগণের বাস। পথের দুই পার্শ্বে ধনবান লোকের দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা ও বাগ-বাগিচা থাকিয়া শহরের শোভাবর্ধন করিতেছে। ইস্ফাহানী পীর সাহেব নগরের সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ ছাদের উপরে এক পরমা সুন্দরী খ্রীষ্টান রমণীকে দর্শন করিয়া তাহার ভুবনমোহন রূপে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। সুন্দরী রমণী দর্শনে প্রকৃত জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পীর সাহেব উন্মাদবৎ নির্নিমেষ নয়নে কেবল তাহারই রূপলাবণ্য দর্শন করিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে তাহাকে লাভ করিয়া তদীয় উত্তপ্ত প্রেমানল নির্বাপিত করিবেন সেই আশায় নিজেকে বিনামূল্যে রমণীর প্রেমে বিকাইয়া ফেলিলেন। এমন কি তিনি খোদার আরাধনা, উপাসনা, তপ, জপ ও হজব্রত পালন করা সকলই ভুলিয়া গিয়া কেবল এক দৃষ্টে খ্রীষ্টান রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—

শেয়ের

রোখে লায়লা বা বিনাম কে জামালে দোস্ত
আর কৈলা রাহা নাজার সে মেওয়া দোস্ত।

বড়পীর সাহেব কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত খ্রীষ্টান রমণীর প্রতি আসক্ত পীর ছানয়ান ইহকাল-পরকাল সম্বন্ধে বে-পরওয়া হইয়া, তাসাওয়াফের জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া, খোদার নৈকট্যলাভ হইতে দূরে পড়িয়া মজনুর ন্যায় মুখে হা সুন্দরী রমণী! আমার পিয়ারী শান্তিদায়িনী! এস, কাছে এস, আমার সঙ্গে একটি কথা কও! একবার প্রেমালাপ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর— এই বলিতে বলিতে উন্মাদের ন্যায় অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া অনেক পথিক লোক হাসিতে লাগিল। খ্রীষ্টান রমণী লজ্জিত হইয়া কহিল, হে প্রেমিক ফকির সাহেব! হঠাৎ তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমিও যার পর-নাই দুঃখিত হইলাম। তবে আমার পিতার অনুমতি ব্যতীত আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে পারি না। তুমি যত শীঘ্র পার, এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা আমার পিতা এই বিষয় অবগত হইলে তোমাকে ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হইবে। বলাও যায় না, তিনি যেইরূপ রাগী লোক, হয়ত তোমাকে শাস্তিও দিতে

পারেন। কেননা আমরা খৃষ্টান জাতির মধ্যে যেমন ধনী, তেমনি সম্ভ্রান্ত লোক। আর তুমি একজন মুসলমান দরিদ্র পথিক মাত্র। আমাকে পাওয়া তোমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে, এই কথা লোকে শুনিলে আমাদের জাতি ও ধর্মে কলঙ্ক রটাইবে, তোমারও দুর্নাম হইবে।

প্রেমাসক্ত দরবেশ, রমণীর বাক্যে ভীত না হইয়া বরং আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—প্রেমের কাছে জাতি বিচার থাকে না এবং প্রেমিক পুরুষ জগতের কোন লোককেই ভয় করে না। প্রাণের শান্তিদায়িনী রমণীর জন্য সে সকল প্রকার শাস্তি ভোগ করিতেও কুণ্ঠিত নহে এবং দুঃসহ দুঃখের বোঝা হাসিতে হাসিতে আনন্দের সহিত মস্তকে বহন করিতেও পারে, কিন্তু নিজের মানস প্রতিমাকে না পাইলে জগৎ অন্ধকার দেখিয়া থাকে। তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনকালে গৃহস্বামী আড়াল হইতে সকল কথা শুনিতেছিলেন। উভয়ের মতামত বুঝিতে পারিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"হে দরবেশ সাহেব! তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাও তাহা হইলে তোমাকে আমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। যদি পার তবে নিশ্চয়ই আমার কন্যা দান করিব। আর যদি আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত না হও, তবে এখনই এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। খৃষ্টান গৃহস্বামীর এই কথা শুনিয়া দরবেশ সাহেব আনন্দিত মনে এই আশয়ার পড়িতে লাগিলেন—

আশয়ার

রাজি হু হাম উসমে জিসমে তেরি রেজা হায়,
মুঝকো তামিল হুকুম মেঁ কুছ্ ওজর নেহি হ্যায়।

সুতরাং আমাকে এখন কি করিতে হইবে তাহাই বলুন ; আমি প্রাণপণ চেষ্টায় আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব। খ্রীষ্টান সাহেব বলিলেন— "শহরের বাহিরের দক্ষিণ ভাগে দুই তিন মাইল দূরে এক ময়দানে, আমার পালিত এক পাল শূকর আছে ; তুমি সেখানে গিয়া শূকর পালকের নিকট হইতে প্রত্যহ একটা করিয়া শূকর-শাবক আনিয়া দিবে ; তোমার মাশুক সেই শূকর-মাংসে কাবার করিয়া আহার করিবে—এই কথা যেন স্মরণ থাকে প্রত্যহ প্রাতঃ আটটা হইতে দশটার মধ্যে কন্যার নিকট শূকর আনিয়া দিতে হইবে। এক মাসকাল পর্যন্ত এইরূপ কাজ করিতে পারিলেই তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সাবধান! এই কার্যের ভার যখন তোমার উপরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্পিত হইল, তখন ত্রুটি পাইলেই তোমার দণ্ড লইতে হইবে, আর এখান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইবে।' হায়! যখন যাহার জ্ঞানভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার ভালমন্দ হিতাহিত বিবেচনা করিবার কোনই শক্তি থাকে না। জ্ঞানভ্রষ্ট দরবেশ, খৃষ্টানের কথায় অসন্তুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—"আচ্ছা আমি সম্মত হইলাম, আপনি আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। আপনি অদ্যকার মত একটি লোক দিন, আমি এখনই শূকর আনিতে গমন করিব।" খৃষ্টান সাহেব প্রথমে মনে ভাবিয়াছিলেন এই খাঁটি মুসলমান আমার এমন ঘৃণিত প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইবে না, কিন্তু তাঁহাকে ইস্‌লাম ধর্ম-বিরুদ্ধ এইরূপ কাজে সম্মত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং তখনি একটি অনুচরকে তাঁহার সাথী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য দরবেশ সাহেব সুন্দরী রমণী লাভের আশায় আশান্বিত হইয়া ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ময়দান হইতে এক শূকর-শাবক স্কন্ধে লইয়া পুনরায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাশুকের নিকটে আনিয়া হাজির করিয়া দিলেন। খৃষ্টান রমণী তাঁহার কার্যের দক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে বিস্তর তারিফ করিতে লাগিল!

এদিকে পীর সাহেবের দুইজন কামেল উপযুক্ত মুরিদ—শেখ মোহাম্মদ মগরুবী ও শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ আলায়হে তাঁহাকে শূকর বহন করিতে দেখিয়া হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিলেন, বোধ হয় পীর সাহেব খোদার দরবারে কোন বিষয়ে অপরাধী হইবার কারণে এইরূপ হীন অবস্থায় পতিত এবং কৃত পাপের দণ্ডস্বরূপ শূকরশাবক কাঁধে বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

কবিতা

না জানি কোন দোষে মোর পীর
ফকির হয়ে করেন শূকর বহন।

হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রঃ) আপনার পীর ছানয়ানের দুর্দশা দর্শনে মর্মাহত হইয়া পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং পীরের অবস্থার পরিবর্তন দেখিয়া নিরুপায় হইয়া অবশেষে অজু করিয়া একাগ্রচিত্তে দুই হাত তুলিয়া খোদার দরবারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে সর্বব্যাপী সর্বদর্শী সর্বান্তর্যামী খোদাওন্দতায়ালা! আমার পীরের অবস্থা হঠাৎ এইরূপ পরিবর্তন হইল কেন খোদা? আপনার কাবা 'তওয়াফ' করিবার মানসে গৃহ

হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে উহার মনের মতি-গতি এমন হইল কেন? যদি পীর সাহেব কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, খোদা! দয়া করিয়া তাঁহার কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার মনকে আপনার দিকে ফিরাইয়া পূর্বের ন্যায় আপনার এবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করিয়া দিউন! হে খোদাতায়ালা! আপনি সকলি করিতে পারেন, কত পাপীকে মুহূর্ত মধ্যে সাধুর পদ দিয়া স্বর্গের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেন, আবার কত তপস্বীকে সাধুর পদ হইতে তফাৎ করিয়া দোজখানলে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ! এ সকল আপনারই খেলা, আপনারই লীলা! আল্লাহ! আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন—পীর ছানয়ান (রঃ)-এর সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহার স্বভাব পরিবর্তন করিয়া দিউন। পুনরায় তাঁহার সাধুত্বপদ তাঁহাকে প্রদান করিয়া ইস্‌লাম ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করুন ; খোদা! তোমার দরগায় এই আমার বিনীত প্রার্থনা।" শেখ হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহ আলায়হের প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে অমনি দৈববাণী হইল—

দৈববাণী

প্রিয় মোর গওসল আজম জ্বিলানী,
সকল আউলিয়ার প্রধান শিরোমণি।
অহঙ্কারে যেবা তারে করে হেয় জ্ঞান,
সাধুত্ব হারায়ে সেই হয় হতমান!
তাঁর সনে তব পীর বে-আদবী ক'রে,
হীন অবস্থায় শূকর বহন করে।
গওসল আযম কাছে যদি ক্ষমা চায়,
সাধু-পদ পুনর্বার পাইবে নিশ্চয়।

হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি প্রভু কর্তৃক এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে কম্পিত কলেবরে শিহরিয়া উঠিলেন এবং থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে গভীর চিন্তা করিয়া পীরের মুক্তির জন্য খালি পদে ছুটিয়া চলিলেন এবং নিকটে গিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, জনাব পীর সাহেব! যে কারণে আপনি সাধুত্ব পদ হারাইয়া এরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়া ভীষণ নির্যাতন ভোগ করিতেছেন, তাহা আমি দৈববাণী দ্বারা অবগত হইয়াছি। এখন আপনি উঠুন—চলুন, সেই অলীশ্রেষ্ঠ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত গওসল আযম মাহবুবে ছোবহানী শেখ আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ)-এর নিকট যাই এবং তাহার শরণাগত হই ; অনন্তর আমরা মাফ চাহিয়া হজ্বব্রতে গমন করি। আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না—বিলম্ব করিবার সময় নাই। আরফাতের দিবস অতি নিকটবর্তী। জনাব অনুধাবন করুন, শীঘ্র এই পাপ-পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলুন ; কালবিলম্বে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই। আপনার এই হীন অবস্থা ধর্ম-বিরুদ্ধ গর্হিত কার্য শূকর বহন করা আর আমাদের চক্ষে সহ্য হয় না। হায়! আজ আপনি খোদাতায়ালার পরম পবিত্র কাবা গৃহ দর্শন করিতে আসিয়া খৃষ্টানগৃহে অবস্থান করিলেন, আজ মুস্‌লিম সমাজে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিলেন, তাহা ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবার নয়। আর কেন? শীঘ্র এখান হইতে উঠিয়া পড়ুন—বাগদাদ অভিমুখে যাই চলুন।"

কি আশ্চর্য! কি প্রেমোন্মাদের খাম্‌খেয়ালী! কি নারীর নেশা? জ্ঞান-শূন্য! শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রঃ) তাঁহাকে যতই বুঝান, যতই হিতোপদেশ দেন, সেদিকে খৃষ্টান রমণী আসক্ত ছানয়ান সাহেব কর্ণপাত করেন না। মুরিদের সমস্ত হিতবাণীই তৃণের ন্যায় বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রিয় পাঠক! যাহার চঞ্চল বা উদাস মন, সে কখন কাহারও কোন কথা মন দিয়া শুনে না—অন্যের কোন কথা তাহার ভাল লাগে না। সে কেবল প্রেমের মালা রাত্রদিন জপমালা করিতে থাকে। নারীর প্রেমে মন মজিলে আত্মীয়-স্বজনবর্গ সকলই ভুলিয়া যায়। কেহ তাহাকে মাশুকের জন্য অনলে পুড়িতে বলিলে, সে অনলে জ্বলিতে চায়, সাগরে ঝাঁপ দিতে বলিলে, ঝাঁপ দেয়, মুর্দাফরাসের কাজ করিতে বলিলে মাশুকের জন্য তাহাও করিতে চায়। সুতরাং প্রেমাসক্ত ব্যক্তি মান-অপমান, কলঙ্ক, দুর্নাম ও দুর্দশা ভোগে কিছুমাত্র ভয় করে না।

প্রেম ভুলে না কারো মন্ত্রণা যুক্তি না লয়,
দুর্নাম ও শাস্তির সে নাহি করে ভয়।

পীর ছানয়ান সুরা পানের আশায়

যখন হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রঃ) তাঁহার পীর সাহেবকে কু-পথ হইতে কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না. তখন তিনি বিরক্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে সম্মুখভাগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

এদিকে গৃহস্বামী খৃষ্টান, মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করিবার মানসে কন্যাকে কয়েকটা কথা শিখাইয়া দরবেশ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। খ্রীষ্টান রমণী মনোমুগ্ধকর বেশভূষায় ভূসিত হইয়া দরবেশের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন এবং হাবভাবের সঙ্গে রসালাপ করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—দরবেশ সাহেব, আপনি যে আমার প্রতি আসক্ত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ; আপনি আমার জন্য যে বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আজ আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এখন আমার পিতা অঙ্গীকার পালনার্থে আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন ; তবে একটি কথা বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন—আমি খ্রীষ্টান রমণী, আপনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান, আমাকে বিবাহ করিতে হইলে আপনাকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং আমাদের ধর্মের নিয়ম অনুসারে ও পূর্ব প্রথা রক্ষাহেতু অগ্রে আপনাকে শূকর মাংস ভক্ষণ ও শারাব (সুরা) পান করিতে হইবে, তৎপরে বিবাহ হইলে উভয়ের মিলন ঘটিবে। ইহাতে আপনি স্বীকৃত আছেন কি না বলুন?" জ্ঞানভ্রষ্ট প্রেমাসক্ত দরবেশ, রমণীর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া সম্মত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ বিবাহের আয়োজন হইল। তদ্দণ্ডেই সেই সভায় খাদ্য সম্ভার—শূকরের কাবাব, গোলাপী সুরা, মেওয়া ফল প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করা হইল। চতুরা খ্রীষ্টান রমণী, সুরার পাত্রহস্তে লইয়া পিয়ালাটি সুরাপূর্ণ করিয়া দরবেশের হস্তে তুলিয়া দিল! ঐ সময় শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার (রঃ) বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া পীরের অবস্থা দর্শন করিয়া 'হায়! হায়! কি সর্বনাশ হইল' বলিয়া তাড়াতাড়ি "মোরা কাবায়" বসিয়া হযরত গওসল আযমের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃপাদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; আর উচ্চৈঃস্বরে বার বার বলিতে লাগিলেন—

মেরা পীর ইস্‌লামছে গাফিল হ্যায়,
আল্ মদাদ ইয়া রহমাতাস্ শাহ্ জ্বিলানী।

হে জনাব মাহবুবে ছোবহানী, কুতবে রাব্বানী, সৈয়দ আবদুল কাদের জ্বিলানী (রঃ)! এই অধম-গোনাহগার দীন-হীনের ফরিয়াদ যদি না শুনেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পীর মোরশেদ আমার কুফুরী সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন ; তাঁহার ঈমান-তরী বে-কুফির (অজ্ঞানতার) মৌজার (তরঙ্গের)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব আপনার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত আর আমাদের উপায় নাই। তৎপরে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আল্লাহ ! আমার ফরিয়াদ আপনার মাহবুবের কর্ণে পৌঁছাইয়া দিয়া ইসলামের মর্যদা রক্ষা করুন।" এই বলিয়া তিনি জমিনে. সেজদা করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

যে সময় হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন (রঃ) খোদার নিকট প্রার্থনা করেন, সেই সময় হযরত বড়পীর সাহেব, এশার নামায পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। আত্তার (রঃ)-এর ফরিয়াদ বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যেমন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি এক কুল্লি পানি শেখ ছান্‌য়ান (রঃ)-এর দিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। মূহূর্ত মধ্যে পানি আসিয়া যেমন শেখ ছান্‌য়ানের মুখমণ্ডলে পতিত হইল, অমনি তাহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, হস্ত হইতে শারাবের পিয়ালা ভূতলে পতিত হইল ; তৎসঙ্গে তিনি খোদার ভয়ে অস্থির হইয়া বিবাহ-সভা হইতে উঠিয়া দৌড় দিলেন। তাঁহার শিষ্যরা অমনি পীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া এক জঙ্গলে যাইয়া পৌঁছিলেন। তথায় পীর ছান্‌য়ান গোনা মাফির জন্য আট দিন পর্যন্ত সেজদায় পতিত রহিলেন। এই সময় প্রভুবাণী হইল—"ছানয়ান! তুমি যদি আমার প্রিয় গওসল আযমের নিকট যাইয়া নিজের কৃত অপরাধ মাফ করাইয়া লইতে পার তবেই মঙ্গল এবং লুপ্ত সাধুত্বপদ পুনর্বার প্রাপ্ত হইবে।" শেখ ছানয়ান (রঃ) এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার এইরূপ অপদস্থ হইবার কারণ কেবল অহঙ্কারবশতঃ হযরত বড়পীর গওসল আযম (রঃ)-কে অবজ্ঞা করা। এখনও যে খোদার দরবারে তাঁহার অপরাধ মার্জনা হয় নাই. তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বাকি রহিল না। সুতরাং আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দুইজন শিষ্যসহ বাগদাদ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যখন বাগদাদের মাদ্রাসার নিকটবর্তী হইলেন তখন মুখে ছাই ভস্ম মাখিয়া, মস্তকের টুপি খুলিয়া নগ্নপদে নম্রতা ও হীনতার সঙ্গে হযরত বড়পীরের দরবারে যাইয়া পৌঁছিলেন এবং তিনজনেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে আদবের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন—

শেয়ের

আব তেরে এস্ দারে দওলাতে পে গোনাহাগার আয়্যা
রুসিয়ে করকে এ কমবখ্‌ত সিয়াকার আয়্যা
কিজিয়ে লোত্‌ফো জারা হাল তাবা পর মাহবুবে ছোবহানী,

তেরে দর পর আয়া যব মায় ইয়া কুতবে রাব্বানী।
হে দয়ার্দ্রহৃদয় মাহবুবে ছোবহানী! কুতবে রাব্বানী,

গওসে ছামদানী ! মহিউদ্দীন জ্বিলানী! জাহের ও বাতেন বেলায়েত তাসওয়াফের খনি ! আমি মূর্খতাবশতঃ আপনার সঙ্গে বে-আদবী করিয়াছি এবং তজ্জন্য উচিত মত শাস্তি পাইয়াছি। এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি এই নরাধম অকৃতজ্ঞের অপরাধ মার্জনা করিয়া চরণে স্থান দান করুন। আপনি এই অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিলে মুক্তির উপায় নাই এবং চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া খোদার নৈকট্যলাভ হইতে বঞ্চিত থাকিব। এই বলিয়া তিনি বড়পীরের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জনাব হযরত বড়পীর সাহেব পীর শেখ ছানয়ানের কাতর ও বিনয় বচনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথমে শীতল সলিলে তাঁদের তিনজনের মুখমণ্ডল ধৌত করিয়া দিয়া মুখের কালি মুছাইয়া দিলেন, তৎপরে তাঁহাদের মাফির জন্য খোদার দরবারে মোনাজাত করিতে লাগিলেন। অমনি দৈববাণী হইল, আয় আমার পিয়ারা মাহবুব ! পীর ছানয়ান আপনার জন্যই আমার নিকটে অপরাধীরূপে গণ্য হইয়াছিল, এখন আমি উহাকে আপনার জন্যই মাফ করিয়া দিলাম। হযরত বড়পীর সাহেব এই সু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পীর ছানয়ান (রঃ)-কে হাত ধরিয়া তুলিয়া এমন তওয়াজ্জু দিলেন যে, তিনি পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ "বেলায়েত মারফতি" লাভ করিলেন, আর তিনি লুপ্ত সাধুত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়া শিষ্যসহ গন্তব্য পথে গমন করিলেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ ! এখন বুঝিতে পারিলেন কি? যাহারা অলি-আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা রাখে, তাহারা আল্লাহপাকের সঙ্গেই শত্রুতা করিল আর যাহারা আউলিয়াগণের প্রতি মহব্বত রাখেন ; তাহারা যেন খোদাতায়ালার প্রতি মহব্বত রাখিলেন। যে ব্যক্তি অলী-আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তাহার প্রতি খোদাতায়ালা অসন্তুষ্ট হন। সুতরাং খোদাপ্রদত্ত শক্তির দ্বারাই অলীর কেরামত প্রকাশ পায়। আউলিয়াগণ ঐশী শক্তি বলেই মানবের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব পদলাভ করিয়াছেন, আর তপস্যা-বলে সাধুত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হযরত বড়পীর সাহেবের নামের গুণে একটি বালকের রোগ মুক্তি

"আনসেল কাদরী" নামক গ্রন্থে শেখ আবুল হোসেন কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে আবুল আহ্‌মদের পুত্র জাফর আহমদ একদিন হযরত বড়পীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহেবের নিকট আসিয়া করুণস্বরে বলিলেন—হুজুর ! প্রায় পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইল, আমার একটি পুত্রসন্তান কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে ; দিন দিন অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তাহার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারই সম্ভাবনা। কেননাক্রমেই তাহার হাড়-মাস, অস্থি-পাঁজর এক সঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আসিতেছে ; আর তাহার হাঁটু দুইটি শুষ্ক হইয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। আপনি ইহার একটু তদবীর করিয়া দিউন, যাহাতে বালকটি আরোগ্যলাভ করে।" হযরত কহিলেন—'যাও, তাহার কর্ণে মুখ দিয়া **উম মলোদম শেখ আবদুল কাদের কা হুকুম হ্যায়**—মন্ত্রটি বলিয়া ফুঁক দিবে ও পুনরায় বলিবে, "এই বালকটিকে ত্যাগ করিয়া হোল্লাহোর * দিকে শীঘ্র চলিয়া যাও।" এইরূপ বলামাত্রই তোমার সন্তান কঠিন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। বড়পীরের বচনটি শিক্ষা করিয়া জাফর আহ্‌মদ উক্ত মন্ত্র বালকটির কর্ণে পড়িয়া ফুঁক দিতেই সে আরোগ্যলাভ করিল ; আর কখনও তাহাকে কোন ব্যাধি স্পর্শ করিতে পারে নাই। বড়পীরের নামের গুণে সকল বিপদই দূর হয়।

বড়পীর সাহেবের দোয়ায় বাগ্‌দাদ শহরের কলেরা খতম

"গোলজারে মানি" নামক গ্রন্থে শেখ আলী বাগদাদী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, এক বৎসর বাগদাদ শহরে এমন কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় যে, ঘরে ঘরে কলেরার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করিয়া সকলেই ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে লাগিল। প্রত্যহ সমাধিস্থান কবর পূর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে নগরবাসিগণ নিরুপায় হইয়া বড়পীরের চরণতলে পতিত হইয়া নিবেদন করিল—"হুজুর! আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না ; প্রত্যহ শহরের মধ্যে শত সহস্র লোক কলেরার করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়া পরলোক গমন করিতেছে।" তখন তিনি তাহাদের সেই কাতর বচনে সদয় হইয়া বলিলেন,—"আমার মাদ্রাসার সম্মুখ হইতে তৃণগুলি লইয়া পানির সহিত পিষিয়া রোগীকে সেবন করাইলেই করাল বদন কলেরা রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে, একটি প্রাণীও আর মরিবে না।" হযরত মাহবুবে ছোবহানী (রঃ)-এর মুখে

(*) হোল্লাহোর—একটি দূরের গ্রামের নাম।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মাদ্রাসার নিকটবর্তী স্থান হইতে দুর্বাঘাস লইয়া রোগীকে সেবা করাইয়া দুরন্ত কলেরার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল। এমন কি, সেখানকার ঘাস ফুরাইয়া গেলে তৃণমূল পর্যন্ত তুলিয়া লইয়া গেল। সেই শহরের লক্ষ লক্ষ লোক কলেরার কবল হইতে রক্ষা পাইয়া খোদাকে ধন্যবাদ ও বড়পীরের প্রশংসা করিতে লাগিল। হযরত বড়পীর সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বাগদাদ নগরে আর দুরন্ত কলেরা প্রবেশ করিতে পারে নাই। বড়পীরের নামের গুণে বড় বড় বিপদ সহজেই কাটিয়া যায়।

বড়পীরের দোয়ায় একটি স্ত্রীলোকের সাতটি মৃত-সন্তান পুনরুজ্জীবিত

"মেরাতল জামির" নামক গ্রন্থে আবদুল্লা মোহাম্মাদ বিন কায়েদ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হযরত বড়পীর সাহেব সাধারণকে ওয়াজ বা ধর্মোপদেশ দান করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিজের কক্ষমধ্যে পরম প্রভু আল্লাহতায়ালার এবাদত করিতেছিলেন। অজিফা সমাপনান্তে দেখিলেন যে, দ্বারদেশে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হযরত বড়পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাছা ! তুমি কি মনে করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছ? রমণীটি অমনি সালাম করিয়া বলিল—হুজুর ! জনাব পীর দস্তগীর ! এ অধম অনাথিনীর একটি প্রার্থনা আছে, আল্লাহর কৃপায় আপনার দোয়ায় আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই, কেবল পুত্রধন-বিনা দিবা-রাত্রি মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই অধম বাঁদীর জন্য খোদাতায়ালার নিকটে একটি পুত্রসন্তানের জন্য দোওয়া করেন, তাহা হইলে আমি পুত্র মুখ দেখিয়া বড়ই সুখী হই।" তখন তিনি বলিলেন—'রে হতভাগিনী ! আমি তোর লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি তোর অদৃষ্টে পুত্র নাই, তবে মিছা কেন পুত্র আশা করিতেছিস? যা তোর মনস্কামনা কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়।" ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে কহিল—হুজুর ! আমি হতভাগিনী নারী সত্য কিন্তু এখন আমি ভাগ্যবান মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসিয়া স্থান লইয়াছি। পথিক পথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেই সুস্থ হইবার জন্য বটবৃক্ষের আশ্রয় লইয়া থাকে ; বটবৃক্ষ পথিককে ছায়া দান করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং পল্লব সঞ্চালিত ব্যঞ্জন করিয়া আশ্রিত পথিককে সুস্থ করিয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পানি পান করিবার জন্য সরোবরে উপস্থিত হয়, তখন সেই সরোবর তাহাকে সুশীতল বারি দান করিয়া তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করে। অনাহারী ক্ষুধার্ত দরিদ্র ব্যক্তি যখন অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়, তখন গৃহকর্তা তাহাকে কিঞ্চিৎ দান না করিয়া থাকিতে পারেন না! তবে আমি অনাথিনী ভিখারিনী পুত্রধন-কাঙ্গালিনী আপনার নিকট যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহা আপনি দাতা হইয়া দান না করিয়া কিরূপে আমাকে ফিরাইয়া দিলেন? শুনিয়াছি আপনি দাতার শ্রেষ্ঠ করুণার নির্ঝর, আপনার নিকট হইতে কেহ কখনও কোন বিষয়ে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। যে যাহা প্রার্থনা করে, আপনি তখনই তাহাকে তাহা দান করিয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এমন কি চোর পর্যন্ত আপনার গৃহে চুরি করিতে আসিয়া হতাশ অন্তরে ফিরিয়া যায় না। তবে আমি কেন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইব? রমণীর বিনয় বচনে হযরত বড়পীর দস্তগীর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; সেই স্ত্রীলোকটির জন্য হস্ত উঠাইয়া খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিলেন—"হে দাতা দয়ালু বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তা! এই অভাগিনী পুত্র কাঙ্গালিনীকে দয়া করিয়া পুত্ররত্ন দান করিয়া সুখী করুন।" তখনই আরশ হইতে দৈববাণী হইল—

ক্বদ জফ্ ফাল ক্বালাম বেমা হুয়া ফি এলমেল্লাহে।

অর্থাৎ এই স্ত্রীলোকটির অদৃষ্টে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, এ নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে। পুনরায় তিনি প্রার্থনা করিলেন—"হে কৃপাময়! কৃপা করিয়া নিঃসন্তানকে সন্তান দান করুন! তখনও এইরূপ উত্তর হইল। ঐরূপ ষষ্ঠবারের পর হযরত পীর দস্তগীর বলিলেন—"হে দয়াময়! বিধিলিপি কি আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন! দয়াময়! আমার অনুরোধ ঐ স্ত্রীলোকটিকে পুত্রদান করিয়া সুখী করুন।" এবার দৈববাণী হইল—"হে বন্ধুবর তোমার সম্মান রক্ষার্থে ঐ স্ত্রীলোকটিকে সাতটি পুত্র দান করিলাম ; নতুবা উহাকে নিঃসন্তান হইয়া থাকিতে হইত। অনন্তর হযরত বড়পীর সাহেব আপনার চরণ হইতে কিঞ্চিত ধূলা লইয়া মনে মনে একটি কি পাঠ করিয়া সেই ধূলাগুলি স্ত্রীলোকটির হস্তে দিয়া বলিলেন—যাও! তুমি সাতটি পুত্র সন্তান প্রসব করিবে ; কিন্তু সাবধান—ধূলাগুলি অতি

যত্নের সহিত রৌপ্যনির্মিত কবচে পুরিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে।" হযরতের সেই চরণ-ধূলা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া স্ত্রীলোকটি গৃহে ফিরিল। কিছুদিন পরে খোদাতায়ালার কৃপায় রমণী একে একে সাতটি পুত্র প্রসব করিল ; তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, মহাসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। একদিন হতভাগিনী স্ত্রীলোকটি কু-প্রবৃত্তির বশীভূতা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বড়পীরের পায়ের ধূলার গুণেই কি আমার সাতটি পুত্র হইল ? না—না, তাঁহার পায়ের ধূলার এমন কি গুণ আছে যে, উহার দ্বারা আমি সাতটি সন্তান লাভ করিলাম ! যাহা হউক, আমি আর কেন পায়ের ধূলা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিব? এই বলিয়া সেই অবিশ্বাসিনী নারী কবচ হইতে ধূলাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

হায়, অবিশ্বাসিনী রমণীকে আবার বিশ্বাস কি? হতভাগিনীর সৌভাগ্য কত দিনের জন্য? অবিশ্বাস সকল অনর্থের মূল ! রমণী যেমন কবচ হইতে ধূলাগুলি নিক্ষেপ করিল, অমনি সাতটি ছেলে দেখিতে দেখিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল! হতভাগিনী মাতা অকস্মাৎ সন্তানগণের মরণে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল ; স্বীয় ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল—হায়! হায়! কি হইল? সাতটি ছেলে আমার কোথায় গেল? বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অবশেষে বড়পীরের চরণতলে গিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে তাহার মূর্ছা ভঙ্গ হইলে হযরত তাহাকে বলিলেন—"রে অবিশ্বাসিনী রমণী! নিজের দোষেই তোর ছেলেগুলির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ; এখন আর পায়ে পড়িলে কি হইবে? যখন আমি তোকে আমার চরণ-ধূলি দিয়াছিলাম, তখন মনে মনে বলিয়াছিলাম যে, আমার চরণ ধূলা ত্যাগ করিলে এই সাতটি প্রাণ স্ব স্ব দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে! কেননা ঐ ধূলার সঙ্গে তোর আত্মার সম্বন্ধ ছিল, তজ্জন্যই ঐ ধূলা ত্যাগ করাতে ছেলে কয়টির জীবনান্ত ঘটিয়াছে। যাক আর ক্রন্দন করিস না, যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তুই আমার পদধুলি লইয়া যা ; এখনই সাতটি ছেলে পুনরুজ্জীবন লাভ করিবে।" স্ত্রীলোকটি ধূলা গ্রহণ করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিল যে, সাতটি ছেলেই জীবন লাভ করিয়া খেলা করিতেছে। সেই দিন হইতে সেই রমণী বড়পীরের কেরামতে দৃঢ় বিশ্বাসিনী হইয়াছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত বড়পীর সাহেব একটি মোরগ খাইয়া উহাকে জীবিত করেন

ইয়া পীর দস্তগীর, দয়া কর মোরে,
দাও তব পদধূলি, রাখি আমি শিরে।

"মেরাতল ফায়েজান" নামক গ্রন্থে ইমাম আফি রহমাতুল্লাহ আলায়হে বড়পীরের আহার-ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, একটি বৃদ্ধা রমণী সর্বদা পীরের কাছে আসা-যাওয়া করিত এবং পীরের নিকটে আপনার একটি ছেলেকে রাখিবার ইচ্ছা করিল। একদিন সে ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া বড়পীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিল—"হুজুর! আমার এই পুত্রটিকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম ; আপনি ইহাকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিদ্যায় বিদ্বান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে করুণাময় খোদাতায়ালাকে চিনিয়া ইহকাল ও পরকালের উন্নতি লাভ করিতে পারে ও আপনার চরণ-সেবা করিয়া সাধুতা লাভ করিয়া সকলের নিকট আদরণীয় হইতে পারে, তাহার বিহিত চেষ্টা করিবেন। এই বলিয়া বৃদ্ধা রমণী বড়পীরের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। পীর সাহেবও বৃদ্ধার কথামত তাহার পুত্রকে গুপ্ততত্ত্ব বা যোগ সাধনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন! ইন্দ্রিয় দমন, ধৈর্য ও সহ্যগুণ, রাত্রি জাগরণ, উপাসনায় তন্ময়তা, ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ ইত্যাদি অভ্যাস করাইবার জন্য এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ষড় রিপুকে বশ করিবার জন্য তাহাকে শুষ্ক রুটীখণ্ড বা চানা (ছোলা) খাইতে দিতেন। একদিন বৃদ্ধা ছেলেকে দেখিবার জন্য পীর সাহেবের দরবারে আসিয়া দেখিল, ছেলেটি জীর্ণ-শীর্ণ ও অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেটি তখন একটি কক্ষ মধ্যে বসিয়া চানা চিবাইতেছিল। বৃদ্ধা ছেলের এইরূপ দুর্বল অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িল। আহা! মায়ের প্রাণ ছেলের খাওয়া পরার কষ্ট দেখিলে কি সহ্য করিতে পারে? তাহার হৃদয় এই দৃশ্যে অধীর অভিভূতা ও আকুল হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ছেলের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বড়পীরের কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তিনি মোরগের মাংস ভক্ষণ করিতেছেন। উহা দেখিয়া বৃদ্ধার প্রাণে ক্রোধের সঞ্চার হইল, আত্মহারা হইয়া তখনই বলিয়া ফেলিল—"হুজুর! আপনি মোরগের মাংস দিয়া আহার করিতেছেন, আর আমার ছেলে

শুধু চানা চিবাইতেছে! আহা! বাছা আমার অনাহারে অস্থি-চর্ম সার হইয়াছে।" পীর সাহেব বৃদ্ধার কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন—"হে বৃদ্ধা ! ছেলের অবস্থা দেখিয়া তোমার মনে কষ্ট হইতেছে? যদি সুখভোগ করিয়া তোমার ছেলে কু-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়ে তবে কেমন করিয়া সে গুপ্ততত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে? সাধু হওয়া সহজ নহে। ঐ পথ বড়ই ভয়ঙ্কর ! কষ্ট না করিলে কেহ কখনও সাধু হইতে পারে না। দুগ্ধ ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কেহ যদি সাধু হইতে পারিত, তাহা হইলে প্রভু হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সিরিয়ার ও আরবের রাজাধিরাজ হইয়াও সুকোমল শয্যার পরিবর্তে খর্জুর পত্রের উপর শয়ন করিতেন না, অনাহারে থাকিয়া উদরে প্রস্তর-খণ্ড বাঁধিয়া রাখিতেন না, তালি দেওয়া ছেঁড়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন না। তাঁহারই জামাতা ও সহচর আমার পূর্ব-পুরুষ দাদা সাহেব—সাধুশ্রেষ্ঠ গুপ্ত তত্ত্বের প্রধান গুরু, হযরত আলী করমুল্লা অজহু কুফার রাজসিংহাসনে বসিয়া পাঁচ দেরহেমের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন না, বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেন না, নিজের হস্তে উষ্ট্র বাঁধিতেন না, সময়ে সময়ে ঘরে খাদ্যদ্রব্য না থাকিলে সন্ধ্যায় ও ভোরে স্রেফ পানি পান করিয়া খোদাতায়ালার নামে রোযা রাখিতেন না।"

বৃদ্ধা মহাপুরুষদের উদাহরণ শুনিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "হযরত পীর সাহেব! আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক, অত শত বুঝি না।" হযরত বলিলেন—"বৃদ্ধা মা! সাধু হওয়া মুখের কথা নয়, সাধনা করা সহজে হয় না। সম্ভবতঃ অবগত আছ, ঐ পদপ্রাপ্ত হইবার জন্য বল্‌খের অধিপতি সম্রাট ইব্রাহিম আদহাম রাজ সিংহাসন, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়া অনাহারে কঠিন ইবাদত করিয়াছিলেন। এমন কি প্রাণের পুত্র ক্রোড়ে থাকিয়া জীবন ত্যাগ করিল, তথাপি তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না! তখনই মৃত পুত্রকে দূরে রাখিয়া খোদাপ্রেমে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখ তাহার কত সহ্যগুণ! তবে বলিতে পার, আপনি কেন মোরগ-মাংস যোগে পরিতৃপ্ত সহকারে আহার করিলেন? নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে।" এই বলিয়া গুণময় পীর সাহেব সমুদয় মোরগের হাড় একত্র করিয়া তাহাতে পবিত্র হস্ত রাখিয়া বলিলেন—**কোম বেএজনে ল্লাহেল্লাজি** অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার কৃপায় জীবিত হও! তাঁহার পবিত্র বাক্যের প্রভাবেই তখনই মোরগটি জীবিত হইল! তখন বড়পীর সাহেব বৃদ্ধাকে বলিলেন—"হে বৃদ্ধা রমণী! তোমার ছেলেটিও যখন এইরূপ সাধুত্ব লাভ করিয়া প্রচুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্ষমতাশালী হইবে, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারিবে।" বৃদ্ধা বড়পীরের কেরামত দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া ছালাম করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেল।

বড়পীরের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া শেখ আলী নামক একজন আরবীয়ের পুত্র লাভ

"আখ্‌বারল আউলিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—শেখ আলী বিন্ মোহাম্মদ নামক একজন সম্পত্তিশালী ধনবান আরবীয় ছিলেন। তাঁহার অর্থে অনেক দীন-দুঃখী প্রতিপালিত হইত। তিনি দরিদ্রদিগকে দান না করিয়া কখনও আহার করিতেন না। তাঁহার ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না ; তিনি সেই দেশের মধ্যে ধনে-মানে, রূপে ও বীরত্বে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়েরই অভাব ছিল না ; কিন্তু নিঃসন্তান হওয়ায় পুত্র বিহনে মনোকষ্টে দিন যাপন করিতেন। তিনি পুত্রের জন্য এতদুর লালায়িত ছিলেন যে, যদি কাহারও মুখে কোন সাধু বা তপস্বীর কথা শুনিতেন, তখনই তাঁহার চরণ সেবা করিয়া পুত্রের কামনা করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে—এইরূপ শুভ সংবাদ দানে সুখী করিতে পারে নাই। একদিন তিনি শুনিলেন যে, নিকটবর্তী কোন স্থানে একজন মহাতপস্বী সাধু পুরুষ আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া শেখ আলী আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই সাধুপুরুষের চরণ দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া অতি বিনয় বচনে কহিলেন—"তাপস প্রবর! আমি নিঃসন্তান, যাহাতে আমি সন্তান লাভ করিয়া সুখী হইতে পারি আপনি তজ্জন্য খোদাতায়ালার নিকট আমার জন্য একটু দোওয়া করিবেন! সেই মহান হৃদয় সাধুপুরুষ, শেখ আলীর দিকে কৃপাকটাক্ষ করিয়া বলিলেন—'হে ভক্ত! আমি তোমার সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তোমার অদৃষ্টে পুত্র কিংবা কন্যা কিছুই নাই ; তজ্জন্য কোন সাধুপুরুষের দোওয়া তোমার সম্বন্ধে ফলদায়ক নহে, হইবেও না। তবে বৃথা কেন খোদাতায়ালার নিকটে তোমার জন্য প্রার্থনা করিব?' তখন তিনি নিরাশ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; সেইদিন হইতে আর কোথাও গমন না করিয়া কেবলমাত্র খোদাতায়ালার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। গৃহে যতই ধন-রত্ন ঐশ্বর্য থাকুক না কেন, সে সকল পুত্রধন অভাবে বিষধর

ভুজঙ্গের দংশন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এক পুত্রের জ্যোতিঃ অভাবে সহস্র হীরক রত্নের উজ্জ্বল আভা বিমলিন প্রতীয়মান হয়। শেখ আলী পুত্রের জ্যোতিহীন ঘরে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে পবিত্র বাগদাদ শহরে যাইয়া বড়পীরের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন! পীর সাহেবও তাঁহাকে অতি যত্ন সহকারে আপন দরবার মধ্যে রাখিয়া দিলেন। শেখ আলী পীর সাহেবের যত্ন স্নেহ, আদর পাইয়া কিছুদিন সেই স্থানে রহিয়া গেলেন। একদিন নির্জনে বসিয়া দুইজনের মধ্যে কথোপকথন হইতেছে—শেখ আলী সরল মনে সাধুদিগের কথিত আপনার অদৃষ্টের ফলাফল বর্ণনা করিয়া পুত্রকামনা নিষ্ফল ভাবিয়া, পীরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত পীর দস্তগীর তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন—"আলী! উঠ, তোমার ক্রন্দন আমার আর সহ্য হয় না, তোমাকে আর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না, অবশ্য তুমি পুত্রমুখ দেখিয়া সুখী হইবে।" তখন শেখ আলী কহিলেন—'হুজুর! আমার নিতান্ত মন্দ ভাগ্য। অদৃষ্টে যখন পুত্র নাই আর কাহারও দোওয়ায় যখন এ অদৃষ্টলিপি পরিবর্তিত হইবার নহে, তখন কেমন করিয়া পুত্রের মুখ দেখিয়া সুখী হইব?" হযরত বড়পীর কহিলেন—'আলী! তোমার করুণ ক্রন্দনে অধীর হইয়া পুত্রের জন্য দোওয়া করিতেছি ; তোমার অদৃষ্টে পুত্র না থাকিলেও এবং আমার দোওয়া ফলদায়ক না হইলেও আমার নিজের যে একটি পুত্র সন্তান জন্মিতে বাকী আছে, সেইটি তোমাকে দান করিলাম ; ঐ পুত্র তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবে। আমার উপদেশ—তুমি বালকটির নাম আমার নামের সঙ্গে মিলাইয়া শেখ মহিউদ্দিন রাখিবে। আমার আশীর্বাদে সেই বালকটি কালে একজন মহাপরাক্রমশালী সাধুপুরুষ হইবে।" হযরত বড়পীর এই বলিয়া শেখ আলীর পৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিয়া নিলেন! দয়াময়ের কৃপায় পীরের আশ্চর্য কেরামতে আলীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পত্নী গর্ভবতী হইলেন এবং দশমাস পরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সপ্তম দিবস পরে শেখ আলী আরবীয় শিশুটিকে কোলে লইয়া হযরত বড়পীরের কাছে উপস্থিত হইলেন! তিনি বালকটিকে কোলে লইয়া শত শত আশীর্বাদ করিয়া শেখ আলীকে ফিরাইয়া দিলেন। শেখ মোহাম্মদ বোরহানপুরী বলিয়াছেন যে, ঐ বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারিফত ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মহাসাধুপুরুষ হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছিলেন যে, প্রথম কুতব—হযরত বড়পীর, দ্বিতীয় কুতব—শেখ মহিউদ্দিন আরবীয় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি আরবী ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

হযরত শাহাবুদ্দিনের জীবন-বৃত্তান্ত

"বেদায়াত আহ্ওয়াল" নামক গ্রন্থে ইবনে তিয়াল কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন মোহাম্মদ আবদুল্লা সহরদ্দীর পত্নী হযরত বড় পীরের নিকটে আসিয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন—আল্লাহতায়ালা আমাকে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি দিয়া জগৎ-মধ্যে বড়ই সুখের সঙ্গে রাখিয়াছেন, কোন বিষয়েরই অভাব নাই ; পুত্রধন বিহনে সংসার অসার মনে হইতেছে। তবে যদি আপনি দয়া করিয়া অভাগিনীর জন্য খোদাতায়ালার কাছে দোওয়া করেন, তাহা হইলে পুত্রের মুখ দেখিয়া সুখী হইতে পারি—আমার সকল কষ্টের অবসান হয়। আপনার দোওয়া ব্যতীত আমার এ দুর্দশা মোচন হইবার অন্য কোন উপায় নাই। হযরত বড়পীর সাহেব স্ত্রীলোকটির বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া দয়াময় বিশ্বপালক খোদাতায়ালার নিকট হাত তুলিয়া বলিলেন—"হে দাতা পরোওয়ারদেগার! আপনি সকলই অবগত আছেন, ত্রিজগতের মধ্যে আপনার অবিদিত কোন বস্তু নাই এবং আপনার ভাণ্ডার সর্বদ্রব্যেই পরিপূর্ণ। আজ একটি অবলা সরলা নারী আপনার দয়ার প্রার্থিনী; অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে একটি পুত্রদান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করুন। তখন দৈববাণী হইল—"হে প্রিয় আবদুল কাদের! উহার আশা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর ; যাহার ভাগ্যে সন্তান নাই সে কেমন করিয়া পুত্রসন্তান লাভ করিবে? হযরত পীর দস্তগীর খোদাতায়ালার নিকট হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় বলিলেন—"হে করুণাময় বিশ্বজগতের অধীশ্বর! দাসের সঙ্গে প্রতারণা করিতেছেন কেন? আপনার ভাণ্ডারে কিসের অভাব? এই রমণীকে কেন বৃথা আপনার দয়াবারি হইতে বঞ্চিত করিবেন? এবারে সেইরূপ আদেশ হইল। ইহা শুনিয়া হযরত বড়পীর সাহেব বিষণ্ন বদনে, দুঃখিত অন্তরে মস্তকের পাগড়ি খুলিয়া বলিলেন—'দয়াময়! আজ আপনার দয়াময় নামের পরিচয় ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব। আপনি যদি জীবের প্রতি দয়া না করিবেন, কেন দয়াময় নাম ধারণ করিয়াছেন? দেখি, এই ভিখারিণীর প্রতি আপনার দয়া হয় কি না? আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতক্ষণ আপনি সুসংবাদ দান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত

আমি পানি গ্রহণ করিব না! যথার্থই আমি যদি হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর আরশে যাইবার কালে তাঁহার চরণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া থাকি, যথার্থই যদি তাঁহার আখ্যাত সিংহ হযরত আলী করমুল্লা অজহুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি আপনার দয়াবারি নিশ্চয়ই বর্ষণ করাইয়া লইব! তাঁহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আকাশ-ভূমণ্ডল—এমন কি স্বর্গীয় দূত পর্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বড়পীরের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—"হে স্নেহভাজন নয়ন-রঞ্জন বংশের জ্যোতি! শান্ত হও! শান্ত হও! ধ্যান ভঙ্গ কর, মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ কর, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইল ; এই ভাগ্যবতী রমণী গর্ভবতী হইবে। তুমি উহাকে সুসংবাদ দাও। এই বলিয়া মহাপুরুষ নূরনবী তখন অন্তর্হিত হইলেন। হযরত বড়পীর সাহেব পাগড়ী তুলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া পরে সেই রমণীকে শুভসংবাদ জানাইয়া দিলেন। রমণী শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আনন্দিত মনে প্রত্যাগমন করিল। সেই রজনীতেই স্ত্রীলোকটি পতি সম্মিলনে গর্ভ ধারণ করিয়া খোদাতায়ালাকে শত সহস্র ধন্যবাদ (শোকর) দিতে লাগিল। বিধির কৃপায় কিছুদিন পরে তাহার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। রমণী কন্যা প্রসব করিয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু আশানুরূপ সুখী হইতে পারিল না। আশা ছিল, পুত্র প্রসব করিয়া তাহার মুখ দেখিয়া সুখী হইবে, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না, কাজেই তাহাকে একটু ক্ষুণ্ণ হইতে হইল। দুই তিন বৎসর অতীত হইবার পর একদিন কন্যাটীকে সঙ্গে লইয়া স্ত্রীলোকটি পীর-দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"হযরত! আমি বড় আশা করিয়াছিলাম যে, পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া সুখী হইব, কিন্তু ভাগ্যদোষে এই কন্যাটী লাভ করিয়াছি। কি করিব, মনের দুঃখ মনেই রহিল ; হুজুরের কাছে আমি পুত্রের কামনাই করিয়াছিলাম, তাহা ত সফল হইল না ; তজ্জন্য আমি মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া হুজুরের নিকটে আসিয়াছি। কন্যাটি হুজুরের সম্মুখে আদবের সহিত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হযরত বড়পীর সাহেব স্ত্রীলোকটির কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যাটির পদতল হইতে নাভি পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন ; তাঁহার সেই দৃষ্টির গুণেই কন্যাটির পা হইতে নাভি পর্যন্ত পুরুষ মানুষের অঙ্গের মত হইল এবং নাভী হইতে মস্তক স্ত্রীলোক আকৃতি রহিয়া গেল। পরে স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—এবার ত তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কহিল—"হ্যাঁ, আপনার দৃষ্টি প্রভাবেই আমার কন্যাটি পুরুষাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বপতির সৃষ্টি কৌশলকে শত শত ধন্যবাদ, যাঁহার কল্যাণে স্ত্রী-অঙ্গ পুরুষ-অঙ্গে পরিণত হয়।" হযরত বড়পীর সাহেব তাহার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া কহিলেন,—"হে গুণবতী রমণী! তোমার পুণ্যগুণেই স্ত্রী অঙ্গ পুরুষ-অঙ্গে পরিণত হইয়াছে; এখন আশীর্বাদ করি এই বালক কালে সাধুপুরুষ হইয়া জগতের লোককে সৎপথে চালিত করিবে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। আমি ইহার নাম শেখল শেখ শাহাবুদ্দীন* রাখিলাম।" স্ত্রীলোকটি পীর সাহেবকে ছালাম করিয়া ছেলেটি সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কন্যা-সন্তানের পরিবর্তে পুত্র-সন্তানকে সঙ্গে আনিতে দেখিয়া তাহার স্বামী মোহাম্মদ আবদুল্লা সহরদ্দী অতি আশ্চর্যান্বিত হইয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কন্যা-সন্তানটি পুত্র-সন্তান হইল কিরূপে? তখন তাঁহার গুণবতী রমণী স্বামীর নিকট বড়পীর সাহেবের আলৌকিক ঘটনার সমুদয় বর্ণনা করিল।

কথিত আছে, হযরত শেখ শাহাবুদ্দীন সহরদ্দীন রহমাতুল্লাহর বয়সকালে স্তনযুগল বৃহৎ লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ইনি এমন বিদ্বান হইয়াছিলেন যে, মুখে মুখে আরবী ও পার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ তপ-প্রভাবে ও অনাবিল সাধুতার আকর্ষণে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহার কাছে মারিফত ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার কয়েকজন বিদ্বান তপস্বী শিষ্যের নাম প্রকাশ করিলাম—শেখ বাহাউদ্দিন, জাকারিয়া মূলতানি, কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরি, মসলেহউদ্দীন শেখ সাদী সেরাজী (যিনি পারসি ভাষায় গোলেস্তান নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন) প্রমুখ। এই সাধুপুরুষের বংশে বহু অলি আল্লাহও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বড় পীরের কৃপায় বিংশতিজন স্ত্রীলোকের পুরুষ-অঙ্গ প্রাপ্তি

"রেসালাতে আওলিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বাগদাদ নগরে একটি স্ত্রীলোক যথাক্রমে কুড়িটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। তাহার স্বামী

* শাহাবুদ্দিন এক পেয়ালা দুগ্ধ লক্ষ লক্ষ লোককে পান করাইয়াছিলেন।

পত্নীকে কেবল কন্যা সন্তান প্রসব করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া মেয়েদের কাহারও বিবাহ দিলেন না, কন্যাগণ ঘরে রহিয়া গেল। পত্নীর কেবল কন্যা-সন্তান হওয়াতে স্বামী মনে মনে ধারণা করিলেন যে, এমন কন্যা-প্রসবিনী স্ত্রী ঘরে রাখিলে আমার কোনরূপ কল্যাণ হইবে না। অতএব উহাকে ত্যাগ করিয়া পুনর্বার বিবাহ করিলে হয়ত তাহার গর্ভে পুত্র-সন্তান হইতে পারে। চতুরা রমণী পতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হায়! হায়! বৃদ্ধ বয়সে স্বামী আমাকে ত্যাগ করিলে লোকেই বা বলিবে কি? স্বামীও নিতান্ত নির্বোধ! অদৃষ্ট লিখন অখণ্ডনীয়, ইহা না ভাবিয়া মিছামিছি তিনি আমার উপর রুষ্ট! এখন করি কি? এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে বড়পীর সাহেবের নিকট যাইয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল—"হুজুর! দাসীর মনোকষ্ট একটু মন দিয়া শ্রবণ করুন।" বড়পীর সাহেব কহিলেন—"কি বাছা! তোমার হইয়াছে কি? মনের কষ্টই বা কি জন্য? আচ্ছা বল, উপায় থাকিলে নিশ্চয় উপকারের চেষ্টা করিব।" তখন স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"হুজুর পীর সাহেব! আমার গর্ভে কুড়িটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাতে আমার স্বামী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিনাদোষে তালাক দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখুন, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার গতি কি হইবে। অতএব আপনি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া খোদাতায়ালার নিকটে দোয়া করুন, যাহাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়। পুত্রসন্তান হইলে আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ না করিয়া আমাকে লইয়াই গৃহ-সংসার করিবেন এবং তাঁহার কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইব।" তাহার কান্নাকাটি দেখিয়া গুণময় পীর দস্তগীর বলিলেন—"যাও, আর চিন্তা করিতে হইবে না, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও, নিশ্চিয় এবার তোমার পুত্রসন্তান হইবে; তোমার স্বামী তোমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই অজ্ঞ, সহজে সকল কথায় প্রত্যয় করে না; এজন্য বড়পীর সাহেবের কথা শুনিয়া সে মনের মধ্যে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিল। সে ভাবিল—হায় রে কপাল! পীর সাহেব ত' খোদতায়ালার নিকট আমার জন্য কিছুই দোওয়া করিলেন না, একটা কবজও তিনি লিখিয়া দিলেন না তবে কেমন করিয়া বলিলেন—তোমার পুত্র হইবে! বোধ হয় তিনি কেবল মনরাখা কথা বলিয়া আমাকে বিদায় দিতেছেন। হযরত বড়পীর সাহেব স্ত্রীলোকটির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"হে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুত্র কাঙ্গালিনী বৃথা চিন্তা করিতেছ কেন? এখনই গৃহে গিয়া দেখিতে পাইবে যে, তোমার কুড়িটি কন্যাই পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া স্ত্রীলোকটি তখনই বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। বিধির কি অপূর্ব মহিমা! সে বাড়িতে আসিয়া দেখিল যে, সত্য তাহার সকল কন্যা পুত্ররূপে পরিবর্তিত হইয়া কত কি চিন্তা করিতেছে। তখন সেই রমণীটি পতি ও পুত্রদিগকে বড়পীর সাহেবের কেরামতের কথা একে একে অবগত করাইল। অবশেষে তাহারা সকলে দয়াময় বিশ্বপালক খোদাতায়ালাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আনন্দিত মনে নিম্নলিখিতরূপ বড়পীরের গুণকীর্তনে নিযুক্ত হইল ঃ—

তুমি পীর দস্তগীর দয়ার আধার,
নিরুপায় রক্ষা পায় নামেতে তোমার।
দুঃখ তাপ গেল দূরে তোমার কারণে,
কর ত্রাণ দিয়ে স্থান নূরানি চরণে।

বড়পীর সাহেব কর্তৃক একটি লোককে সাধুত্ব প্রদান

"খোলাছাতল মোফাখখারিন" গ্রন্থে আবুল হোসেন বিন আহমদ রহমাতুল্লাহ আলায়হে কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—যে সময় হযরত শেখ আবদুর রহমান বাগদাদী (রাঃ) শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই মুমূর্ষুকালে তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"হে প্রিয় পুত্র! আমার লোকান্তর গমনের পর তুমি হযরত বড়পীর সাহেবের শরণাগত হইও এবং তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করিও। তাঁহার শিক্ষাগুণে তুমি সাধুত্ব লাভ করিয়া পরকালে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে।" আবদুর রহমানের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে হযরত মাহবুবে ছোবহানির সমীপে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। তিনি তাঁহাকে আদর করিয়া শাহানা পরিচ্ছদ পরাইয়া রত্ন খচিত মনোহর কক্ষে অতি যত্নের সহিত রাখিলেন। একদিন পরলোকগত আবদুর রহমানের পুত্র সেই শাহানা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মাদ্রাসায় বসিয়া আছেন,এমন সময় একজন মজ্জুব সাধুপুরুষ আসিয়া তাঁহার পরিচ্ছদটিতে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—বাপু হে! তোমার এই পরিচ্ছদটি বাদশা, উজির ও আমীর লোকের যোগ্য, ইহা তোমার অঙ্গে শোভা পায় না। তোমার এই

পরিচ্ছদে জগতের লোক ভুলিবে বটে, কিন্তু জগৎপতি খোদাতায়ালা ভুলিবেন না। তোমাকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি—তোমার পিতা মৃত্যুকালীন তোমাকে বড়পীর সাহেবের শরণাগত হইতে বলিয়া গিয়াছেন—সাধুত্ব লাভ করিয়া খোদাপ্রাপ্তির জন্য। এখন তোমার খোদাপ্রাপ্তির সঙ্কল্প কোথায় আর সাধুর পরিচ্ছদই বা কোথায়? ইহা কি সাধুর বেশভূষা, না তপস্বীগণের রীতি-নীতি? হে মূঢ় যুবক! কয়েক দিনের মধ্যেই মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া সকলই ভুলিয়া গেলে? ধিক্! শত ধিক তোমায়! তোমার মানব জীবনে ধিক!" এই বলিয়া মজ্জুব ফকির লোক-লোচনের অন্তরাল হইয়া গেলেন। ফকিরের তীব্র উপদেশে যুবক শাহানা পরিচ্ছদ অঙ্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া **ইল্লাল্লাহ** বলিয়া একটি শব্দ করিয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেলেন। যুবকের হঠাৎ এরূপ ভাব-পরিবর্তন দেখিয়া অনেক লোকই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল। এবং কেহ কেহ তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইল ; মাঠ, ময়দান, বন, জঙ্গল, নিবিড় অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, কোথাও তাঁহার দেখা পাইল না। অবশেষে হতাশ অন্তরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বড়পীরের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তিনি পূর্ব হইতে এই সমস্ত বিষয় ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন। পরে গ্রামবাসী লোকেদের মুখে শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন—"ভয় নাই, যুবকটি খোদাপ্রেমে মত্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে; অষ্টাবিংশতি দিবস মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে। তোমরা ঐ নিবিড় বনের অদূরে আইয়াদান নদীর তীরে আসিয়া অপেক্ষা করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে। কেননা, সে প্রত্যহ সেইখানে অবগাহন ও ওজু করিতে আসিয়া থাকে ; যখন তোমাদের সহিত তাহার দেখা হইবে, তখন অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়া আসিবে, অন্য কোথাও যাইবে না!" গ্রামবাসীগণ সেইদিন হইতেই দিন গণনা করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সাতাশ দিন গত হইয়া গেল। বড়পীর সাহেবের আদেশ মত তাহারা পরদিন নিবিড় বনে গিয়া দেখিল, সেই যুবকটি তাহার জীর্ণ শীর্ণ দেহ চর্ম-পরিচ্ছদ আবৃত করিয়া "ইল্লাল্লাহু" ধ্বনিতে বন-জঙ্গল কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহার সেই পবিত্র ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গম ও পশুগণ চীৎকার করিতেছে। সে কি মনোহর দৃশ্য। বিভুপ্রেমে মত্ত হইয়া হিংস্র জন্তুগণ হিংসা ত্যাগ করিয়া বন্ধুভাবে, সেই যুবক যোগীবরের চতুষ্পার্শ্বে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। নবীন সাধু "ইল্লাল্লাহ" শব্দে বনভূমি কাঁপাইয়া নদীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন এমন এস্কে এলাহীতে উন্মত্ত ছিলেন যে, "ইল্লাল্লাহ" বলিতে বলিতে প্রশান্তভাবে নদী পার হইয়া আগন্তুকদিগের নিকটবর্তী হইয়া পড়িলেন *। যখন আগন্তুক-গ্রামবাসীদিগের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন "ইল্লাল্লাহ্" শব্দ বিলীন হইয়া গেল। পরক্ষণেই তিনি বলিলেন—"আমি বুঝিয়াছি, তোমরা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছ। আমার আশ্রয়দাতা বড়পীর সাহেব তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, আমি এখনই তোমাদের সঙ্গে পীর-দরবারে যাইতে প্রস্তুত আছি। বলিয়া তিনি গ্রামবাসীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া হযরত বড়পীরের চরণ বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। হযরত বড়পীর সাহেব তখন তাঁহাকে যথার্থ একজন সাধুপুরুষ মনে করিয়া তাঁহার গাত্র হইতে চর্ম-পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া নিজ হস্তে পীর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন এবং গুপ্ততথ্য সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অবগত করাইয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

একজন খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধুপুরুষের বিবরণ

"মোনাকীব গোওসি" নামক গ্রন্থে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লা আনসানী রহমাতুল্লাহ আলায়হে কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আবদুল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব সৈয়দ আহ্মদ নামক একজন আল্লাহ-প্রেমিক

---

* খোদা প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি বাহ্যিক নদী সহজেই পার হইতে পারে। যে ব্যক্তি হৃদয়-রাজ্যের এই কয়টি নদী পার হইবার উপায় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আবার অসাধ্য কি? যথা—আসক্ত নদী, বিষাদ নদী, লোভ নদী, ঔদাসীন্য নদী, বিচ্ছেদ নদী, বিপদ নদী ইত্যাদি। সমুদয় নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য তরী দুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আধ্যাত্মিক নদীসমূহ উত্তীর্ণ হইবার তরণী কয়জন দেখিতে পায়? যিনি নির্ভয়ে নৌকায় আরোহণ করেন, তিনি আসক্ত নদী পার হইয়া মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি সন্তোষ তরণীতে আরোহণ করেন তিনি বিষাদ নদী পার হইয়া শান্তিতটে সমাগত হইয়া থাকেন। তৃতীয় যে জন ধৈর্যপোতে আরূঢ় হন, তিনি লোভ-সাগর পার হইয়া বৈরাগ্য কূলে উপস্থিত হন। চতুর্থ—যিনি সাধনা তরীতে আরোহণ করেন, তিনি ঔদাসীন্য নদী পার হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের তটে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। পঞ্চম—যিনি একেশ্বরবাদের নৌকায় সমারূঢ় হন, তিনি বহুত্বের স্রোতস্বতী অতিক্রম করিয়া যোগের ভূমিতে আসিয়া পৌছান। ষষ্ঠ যে লোক সহিষ্ণুতার তরণীতে আরোহণ করেন, তিনি সকল বিপদ সাগর পার হইয়া বন্ধুর সঙ্গে নিষ্কন্টক ভূমিতে বাস করিয়া যোগ সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন।

সাধুপুরুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য এক টুকরা কাগজে "আলএশ্‌কো" এই বচনটি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—ইহা কি প্রকার বস্তু? ভৃত্য কাগজ টুকরাটি লইয়া গেল। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, একজন অনাহারী ক্লান্তি দীনহীন খোদা প্রেমোন্মত্ত সাধুপুরুষ বৃক্ষতলে বসিয়া তছবি পাঠ করিতেছেন। ভৃত্য অভিবাদনপূর্বক তাঁহার হস্তে লিখিত কাগজখানি প্রদান করিল। মহর্ষি সৈয়দ আহমদ বড়পীরের হস্তলিপি বার বার চুম্বন করিয়া পাঠ সমাপনপূর্বক বলিলেন—**আল এশকো নারোন ইয়াহরোকা মাসাবিল্লাহে।** অর্থাৎ প্রেমাগ্নি সদৃশ অগ্নি আর নাই; এই অগ্নিতে আল্লাহ ব্যতীত সমুদয় বস্তু জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। যখন তিনি বড়পীরের পবিত্র বচনের অর্থ করিলেন, তখন এছমে আজমের অগ্নিময় তেজে বৃক্ষটি দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল। সৈয়দ সাহেবেরও আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। ভৃত্যটি এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বড়পীরের নিকট ছুটিয়া গেল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্য সমভিব্যাহারে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভস্মের উপর হস্ত রাখিয়া একটি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন—**আলমসে ছুরাতে জেসমানি।** অর্থাৎ নিজমূর্তি ধারণ কর। ইহা বলামাত্র সৈয়দ সাহেব মহাবচন (কলেমা) পাঠ করিতে করিতে যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিলেন। বড়পীর সাহেব সেই সময়ে তাঁহাকে গুপ্তবিদ্যায় দীক্ষিত করিলেন।

বড়পীর সাহেব আবুবকর হামামির কাওয়ালী গাওয়া বন্ধ করিয়া তাঁহার ফকিরী কাড়িয়া লন

"গোলজারে মানি" নামক গ্রন্থে শেখ আবুল হোসেন বিন আবুল কাশেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, শেখ আবুবকর হামামি গুপ্ত বিদ্যায় মহাপারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বদা সামা ও কাওয়ালী গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সামা-কাওয়ালীর প্রতি এতদূর অনুরাগ ছিল যে, লোক দেখিলেই তিনি কাওয়ালী গাহিতেন। তাঁহার এরূপ স্বভাব দেখিয়া হযরত বড়পীর সাহেব প্রায়ই তাঁহাকে সামা গাহিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু আবুবকর হামামি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না; কু-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বড়পীরের কথা অমান্য করিতেন। একদিন

pdf By Syed Mostafa Sakib

বড়পীর সাহেব জামে মস্‌জিদের মধ্যে আবুবকর হামামিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"হে আবুবকর! তুমি সামা গাহিয়া মোহাম্মদী শরিয়তের উপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতেছ কেন? হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা করিয়া কেন বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছ? এখনও বলিতেছি তুমি উহা ত্যাগ কর, নতুবা তোমার ফকিরী নষ্ট করিয়া দিব। লোকের যখন কুমতি হয়, তখন সাধুগণের সদুপদেশ ত্যাগ করিয়া অমূল্য ধর্ম হারাইয়া বসে। বড়পীরের কথা যখন আবুবকর একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন, তখন তিনি তাঁহার অমূল্য ফকিরী ধন কাড়িয়া লইলেন! হামামীর ফকিরী-গৌরব, স্পর্ধা ও অভিমান সকলই চূর্ণ হইয়া গেল। হীনাবস্থায় বাগদাদ ছাড়িয়া নাজাফ দেশাভিমুখে গমন করিয়া কোনরূপে তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেন; কিন্তু সে শহর মধ্যে যাইয়াও তিনি সামা গাওয়া ত্যাগ করিলেন না; একদিন একস্থানে বহু লোকের ভিড় দেখিয়া সামা কাওয়ালী গাহিবার জন্য যেমন তিনি সুর ধরিলেন, অমনি বড়পীরের অভিশাপে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বাক্যরোধ হইয়া গেল। তখন তিনি নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুতাপ করিয়া সামা-কাওয়ালী গাওয়া ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তওবা করিয়া পবিত্র হইলেন। সেই রাত্রেই হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) হযরত বড়পীর সাহেবকে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়া বলিলেন—"হে প্রিয়বন্ধু আবদুল কাদের জ্বিলানী! আবুবকর যেমন আমার শরিয়তের নীতি-বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছিল তেমনি তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। এখন সে সরল মনে কাওয়ালী গাওয়া ত্যাগ করিয়াছে; এইজন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম এবং তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাহার ফকিরী (সাধুত্ব) ফিরাইয়া দাও।" হযরত বড়পীর সাহেব রজনীযোগে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে নিদর্শনস্বরূপ দরবারের দ্বারে আবুবকরকে দেখিতে পাইলেন। আবুবকর অমনি পীরের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। বড়পীর তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দ্বিগুণ বিদ্যায় বিদ্বান করিয়া কামেল ফকির করিয়া দিলেন। হে পাঠকগণ! ভাবিয়া দেখুন, সামা-কাওয়ালী, গীত-বাদ্য কতদূর ঘৃণিত কার্য, যাহার জন্য মহা সাধুপুরুষগণকেও কঠিন শাস্তি পাইতে হইল। আধুনিক ভণ্ড ফকিরেরা কি বুঝিয়া সেই গীত-বাদ্য, সামা-কাওয়ালীতে মাতোয়ারা হইয়া থাকে? যাহারা বাহ্যিক আনন্দে মগ্ন, তাহারা কেমন করিয়া সাধুত্ব লাভ করিতে পারিবে? সাধকদিগের পরম গুরু

হযরত বড়পীর সাহেব সামা-কাওয়ালীর প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা ফকিরী পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কখনও এই সমস্ত কার্যের প্রশ্রয় না দেন।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রঃ) ও বক্তিয়ার কাকী (রঃ)-এর সামার বিবরণ

"লাতায়েব" গরায়েব এবং অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত আছে, যখন খাজা কুতুবুদ্দীন বক্তিয়ার কাকী (রঃ)-এর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি আজমিরী (রঃ) বাগ্‌দাদ শরীফে গিয়া বড় পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বড় পীর সাহেব খাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভ্রাতঃ! তোমার সঙ্গে এ বালকটী কে? খাজা সাহেব কহিলেন—"ইহার নাম কুতুবুদ্দীন। এ বাল্যকালেই আমার হস্তে মুরিদ হইয়াছে, আমি ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসি।" বড়পীর সাহেব তখন বালকের মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"আশীর্বাদ করি, তুমি পরম সাধুত্ব লাভ কর!" পরে খাজা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার শিষ্যটি ভবিষ্যতে মহা-সাধুপুরুষ হইয়া দিল্লির মধ্যে বাস করিবে। ফলে বড়পীর সাহেবের আশীর্বাদে কুতুবুদ্দীন এমন সাধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, কুদরতী কাঁক হইতে লক্ষ লক্ষ লোককে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। একদিন খাজা সাহেবকে চঞ্চল মনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া বড়পীর সাহেব বলিলেন—ভ্রাতঃ। আজ তোমায় এত চঞ্চল দেখিতেছি কেন!" তিনি বলিলেন...."আপনি ত আমার স্বভাব জানেন, সামা সভা না করিলে নিশ্চিন্ত হইয়া একস্থানে বেশীদিন থাকিতে পারি না।" বড়পীর সাহেব বলিলেন, ভ্রাতঃ মঈনুদ্দিন! আমি সামা শুনিতে তত ভালবাসি না, তবে কেবলমাত্র তোমারই জন্য সামা গাহিতে আদেশ করিলাম। রাত্রিকালে সামা মজলিসে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি আরবী ভাষায় এই পদ্যটি পাঠ করিতে লাগিলেন ঃ—

আন রছুলোল্লাহ্ আদরুনি
ওয়ালাফু এনদা রছুলোল্লাহ মামুলে।
নিশ্চয় রছুলে খোদা পুরুষ প্রধান,
ক্ষমাগুণে গুণান্বিত মহা মহীয়ান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

খাজা সাহেব যতক্ষণ পর্যন্ত এই সামা পাঠ করিতেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়পীর সাহেব ধরাতলে যষ্ঠিতে ঠেশ্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি এইভাবে পৃথিবীকে দাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল এবং সর্বশরীর ঘর্মে ভিজিয়া গিয়াছিল। পরে যখন সভা ভঙ্গ হয়, তখন কেহ পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হুজুর! যখন খাজা সাহেব সামা পাঠ করিলেন, আপনি মৃত্তিকা আশায় ঠেশ্ দিয়া দাবিয়া ধরিয়াছিলেন কেন?" তিনি বলিলেন—"এই আশা দ্বারা পৃথিবী দাবিয়া না ধরিলে নিশ্চয় খাজা সাহেবের সামার মোহিনী শক্তিতে ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া যাইত!" পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন! সামা কাহাকে বলে। আজকাল অনেক ভণ্ড ফকির বলিয়া থাকে—চিশ্তিয়া তরিকাতে সামা ও কাওয়ালী গীত-বাদ্যের প্রথা আছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সামা-কাওয়ালী গীত-বাদ্য সর্বত্রই হারাম।

যেমন "সায়েরল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে সোলতানুল মশারেখ হযরত নিজামুদ্দীন চিশ্তী রহমাতুল্লাহ আলায়হে (*) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, সামা ৪ প্রকার। যথা—হারাম, মকরুহ, মোবাহ্ ও হালাল। হারাম ঐ লোকের জন্য, যে সামার সুরে মগ্ন হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়। মকরুহ ঐ লোকের জন্য, যে কখন কখন খোদাকে স্মরণ করে। মোবাহ্ উহার জন্য, যে বাহ্যিক আমোদপ্রিয় নয় এবং সর্বদা খোদা প্রেমে নিমগ্ন থাকে। হালাল ঐ সাধুপুরুষের জন্য যাঁহারা আল্লার এশ্কে এলাহিতে ডুবিয়া আছেন এবং যাঁহারা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে খোদাতায়ালার নাম স্মরণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের ছয়টি লতিফা হইতে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারিত হয় এবং যাঁহারা এক মুহূর্তের জন্যও খোদার নাম বিস্মৃত হন না। চিশ্তিয়া তরিকায় খোদার প্রেমোন্মত্ত সাধুলোকের জন্য কেবলমাত্র সামা ও কাওয়ালী গান করা শুদ্ধ আছে কিন্তু অন্য কোন তরিকার মধ্যে কোন লোকের জন্য ইহা শুদ্ধ নহে। যাহারা কেবল সামায় মগ্ন হয়, গীত-বাদ্য করে, এক সভায় স্ত্রী-পুরুষ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে, যাহারা খোদার প্রতি অনুরক্ত নয়, রোযা-নামায ত্যাগ করিয়া যাহারা সমস্ত রজনী সামা-কাওয়ালী গাহিয়া বাহ্যিক

* এই সাধুপুরুষের সমাধি (কবর) জিয়ারত করিলে একটি হজ্জের পুণ্য পাওয়া যায়।

সাধুতার ভান দেখাইয়া মূর্খ লোকদিগকে কুপথগামী করে এবং মুখে বলে—আমরা চিশ্তিয়া তরীকাভুক্ত। সামা-কাওয়ালী গাহিয়া বেড়ানই আমাদের কাজ—আমাদের নামায রোযার আবশ্যক নাই। উঁহারা পথভ্রষ্ট সামরানিয়া দলভুক্ত। চিশতিয়া তরিকার প্রধান পীর খাজা কুতুবুদ্দীন বক্তিয়ার কাকী চিশতিয়া রহমাতুল্লাহ আলায়হে সামা পাঠ করিতেন ও নামায পড়িয়া শরিয়তের আজ্ঞা পালন করিতেন।

"ফাওয়াদল সালিকেন" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এক দিন খাজা বক্তিয়ার কাকী (রঃ) খোদা-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সামা পাঠ করিতেছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

বয়েত

সরুদ্য চিস্তকে চন্দ ফসুনে এশ্কে দরোস্ত,
সরুদ মহরমে এশ্কে আস্ত আগকে মহরামাস্ত্

তিনি এই সামা বয়েতটি পাঠ করিয়া অনাহারে সপ্তদিবস পর্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু উপাসনার সময় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া নামায পড়িয়া লইতেন। সপ্তদিবস খোদা-প্রেমে মগ্ন হইয়া তিনি অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন,—সত্য, কিন্তু কখনও ওক্তিয়া নামায ত্যাগ করেন নাই। কেননা বন্ধুর আদেশ বন্ধুতেই পালন করিয়া থাকে। তিনি পাঁচ ওয়াক্তের নামায সহস্র বিপদে পড়িয়াও কোন দিনের জন্য ত্যাগ করেন নাই।

"জামেওল্ কলম" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—একদিন খাজা কুতুবুদ্দীন, শেখ ফরিদুদ্দীন, কাজী হামিদুদ্দীন নাগরী, শেখ হানিফ তবরেজী এবং এইরূপ আরও অনেক সাধু ও বিদ্বনমণ্ডলীর একসভায় হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন (রঃ) সাহেব নাচিতে নাচিতে সামা পাঠ করিতেছিলেন সেই সময় সকল লোক অজ্ঞান হইয়া কাকী সাহেবের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ইঙ্গিতে ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শকরকে বলিলেন—"ইহাদের শিরশ্ছেদ কর।"

তখন ফরিদুদ্দীন সকলকে কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—"হে ধুলায় লুণ্ঠিত ব্যক্তিগণ! তোমরা শীঘ্র উঠ, নতুবা তোমাদের এখনই গর্দান যাইবে।" তখন পীরের চরণতল হইতে সকলেই উঠিয়া পড়িল। খাজা কাকী সাহেব সামা পাঠ করিয়া খোদা প্রেমে মগ্ন হইয়া দ্বাদশবার ভূমিষ্ঠ হইয়া সৃষ্টিকর্তা দয়াময়কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছেজদা করিয়াছিলেন। 'সালেকিন' গ্রন্থে লিখিত আছে—চিশ্‌তিয়া তরিকাতে সামা সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম আছে। প্রথম নিয়ম—নামায সমাধা করা ; দ্বিতীয় নিয়ম নামায পড়িবার সময় জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া। নিজের কু-ইচ্ছাকে ত্যাগ করিয়া কেবল খোদা-প্রেমে মনোপ্রাণ সমর্পণ করাই সামার উদ্দেশ্য। অতএব যে যাহা করিয়া থাকে তাহা যেন বিশ্বপালকের সন্তোষের জন্য হয়, উহাতে নিজের কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য যেন কোনরূপ ভন্ডামী তিলার্ধ মাত্র প্রকাশ না পায়।

বড়পীর সাহেব বাগদাদের বাদশাহকে স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ করিতে দেন

"গোলজারে মানী" নামক গ্রন্থে আবুল মোফাখার হোস্‌নী বাগদাদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন বাগদাদ অধিপতি বাদশা জাঁহাপনা মনে মনে বড়পীর সাহেবের সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন ইনি যদি আমাকে কোন কেরামত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে পীর সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইব। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যখন তিনি পীর-দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মনোভাব অবগত হইতে পীর সাহেবের আর বাকী রইল না। সম্রাটকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বাগ্‌দাদ অধিপতি! আপনি কি কোন বিষয়ে কেরামত দেখিবার ইচ্ছা করেন?" তখন সম্রাট অপদস্থ হইয়া নম্রভাবে কহিলেন—"মহাত্মন্! এই সময় অন্য কোথাও ছেব ফল পাওয়া যায় না, আপনি আমাকে স্বর্গ হইতে এক জোড়া টাট্‌কা ছেব আনিয়া দিউন।" বড়পীর সাহেব সম্রাটের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ধ্যানযোগে স্বর্গের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, একজোড়া টাটকা ছেব একস্থানে ধরা আছে। হযরত সেই ফলজোড়া প্রার্থনা করিতে জনৈক স্বর্গীয় দূত তাহা অদৃশ্যভাবে তথায় আনিয়া হাজির করিল। তিনি নিজে একটি রাখিয়া অপরটি বাদশার হস্তে প্রদান করিলেন। হযরত যে ফলটি রাখিয়াছিলেন তাহা বিভক্ত করিয়া আপনি ভক্ষণ করিলেন এবং সহচরদিগকেও খাইতে দিলেন। ফলের সুগন্ধে দরবার কক্ষ আমোদিত হইয়া গেল ; উহার আস্বাদনে সকলেই পরিতৃপ্ত ইহয়াছিলেন। বাদশাহ যে ফলটি লইয়াছিলেন তাহা নিজের হস্তে তখনই কর্তন করিলেন উহার ভিতর হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইল। সম্রাট তাজ্জব হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন—"হযরত! আমার এই ফলটি হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইল কেন?' তিনি বলিলেন—'হে বাদশা নামদার! স্বর্গীয় ছেব ফল উত্তম সুগন্ধবিশিষ্ট, তবে আপনার প্রবৃত্তি দোষে ও অপবিত্র হস্তের সংস্পর্শে উহা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি মহাপরাক্রান্ত সাম্রাজ্যশালী বাগদাদ সম্রাট, আপনি যদি ন্যায় বিচার ও প্রজার প্রতি দয়া করিতেন, কিম্বা তাহাদিগকে দান-খয়রাত করিতেন তাহা হইলে অবশ্য ঐ স্বর্গীয় ফল আপনার নিকট সুগন্ধযুক্ত ও সুমিষ্ট বোধ হইত। সৎকার্য না করিয়া আপনি কেমন করিয়া স্বর্গীয় ফল খাইতে ইচ্ছা করেন? জগতে যাহারা সৎকর্ম করিয়া ধার্মিক হইবেন তাহারাই পরকালে সুমিষ্ট ফল খাইতে পাইবেন, উহাতে পাপীর কোন অধিকার নাই। বড়পীর সাহেবের এই মর্মভেদী বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়া সম্রাট বিষণ্ণ বদনে সেখান হইতে তখনই উঠিয়া গেলেন। পাঠক বুঝিয়া দেখুন! কি ধনী, কি আমির, কি পন্ডিত, কি মূর্খ, কি জ্ঞানবান, কি নির্বোধ, কি রাজা, কি প্রজা, কি সাধু, কি অসাধু,—সৎকর্ম ব্যতীত কেহ কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারে না। ইহা বিধির বিধান, কর্মের অনুরূপ ফল! অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনই ফল—ইহাই বিধির অকাট্য বিধান।

বড় পীরের হস্তস্পর্শে স্বর্ণমোহর রক্তময় হয়

"খোলাছাতল কাদরী" নামক গ্রন্থে মনছালেখ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—কোন এক সময় মনছুরের পুত্র ইউছুফ বাগদাদাধিপতি একতোড়া আশরফি (স্বর্ণ-মোহর) হযরত মহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী বড় পীর সাহেবকে উপহার (নজরানা) পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বাদশা-প্রদত্ত স্বর্ণ মোহরগুলি লইতে অস্বীকার করেন, কিন্তু মন্ত্রীর অনুরোধে তোড়াটী লইয়া দুই হস্তে মর্দন করিতে লাগিলেন। তখনই মোহরগুলি হইতে টাট্‌কা রক্ত পড়িতে লাগিল, কেবলমাত্র কয়েকটি স্বর্ণ-মোহর হইতে রক্ত বাহির হইল না। মন্ত্রী ও সভাসদ্‌বর্গ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বাদশা সংবাদ পাইবামাত্র পীর দরবারে আসিয়া হাজির হইলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত স্বর্ণ-মোহরগুলি রক্তময় দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাত্মন্! স্বর্ণ-মোহর হইতে রক্ত নির্গত হইবার কারণ কি? এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা ত কখনও শুনি নাই—চক্ষেও দেখি নাই?" হযরত বলিলেন—"আপনি নিরাশ্রয়, অসহায়, পিতৃমাতৃহীন এতিম বালক ও দীন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুঃখী প্রজার প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া এই অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাদের করুণ আর্তনাদ, হা হুতাশ ও মনস্তাপ রক্তে পরিণত হইয়া তাহা স্বর্ণ-মোহরে স্থান পাইয়াছে এবং উহা অবৈধ হারামে পরিণত হইয়াছে। এতদিন ঐ রক্ত অদৃশ্য ছিল কিন্তু এখন আমার কর-স্পর্শে উহা পানি আকার ধারণ করায় সকলের নয়নগোচর হইতেছে। আমার এই কথায় নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন।" এই বলিয়া পীর সাহেব আরবী হাদিস্‌টি আবৃত্তি করিলেন ঃ—

কোল্ল সায়য়েন ইয়ারজোয়ো এলা আছলেহি

অর্থাৎ—"এই জগতে যাহা কিছু আছে কালে সে সকলই যে যাহার আসলে পরিণত হইবে।" বাদশা ও মন্ত্রী বড় পীরের মুখে হাদিসটি শ্রবণ করিয়া সেইদিন হইতে সতর্ক হইলেন এবং লোকের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন না করিয়া সকল প্রজাকেই অপক্ষপাতে দয়া ও দান-খয়রাত করিতে লাগিলেন।

বড় পীরের দান করা বস্তু পঞ্চবিংশতি বৎসর এক রকম থাকে

"তহ্‌ফাতল কাদরী" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—শেখ আবুল আব্বাছ নামক একজন অশ্বপালক হযরত বড়পীর সাহেবের বড়ই প্রিয় ভক্ত ছিল। হুজুর তাহাকে যখন যাহা আদেশ করিতেন, অশ্বপালক তখনি তাহা প্রাণপণ যত্নে সম্পন্ন করিয়া দিত ; এইজন্য পীর সাহেব তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন—এমন কি প্রত্যহ তাহার বাটীর সংবাদাদি লইতেন। এক বৎসর বাগ্‌দাদ শহরে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, সেই দুরন্ত দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া শত শত অনাহারী ভিক্ষুক দরিদ্র কাঙ্গাল প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। আবুল আব্বাস বলিয়াছেন,—আমি সেই দুর্ভিক্ষের ভিতরে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম, কখন কখন একসন্ধ্যা খাইয়াও প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছিল ; অতঃপর আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আমি পীর-দরবারে যাইয়া হাজির হইলাম। হযরত আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া একটি থলিতে একমণ (৪০ কেজি) গেহু আমাকে দান করিলেন এবং বলিলেন, —'আব্বাস! তুমি এই থলের মুখ কখনও খুলিও না, কেবলমাত্র একটি ছিদ্র রাখিও। যখন যে পরিমাণ গেহুর আবশ্যক হইবে, তখন ঐ ছিদ্র দিয়া সেই পরিমাণ গেহু বাহির করিয়া লইবে, তাহা হইলে উহা কখনই

কমিয়া যাইবে না। আমি পীর সাহেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিতে লাগিলাম এবং সেইদিন হইতে দয়াময়ের কৃপায় ও পীরের প্রদত্ত বস্তুর গুণে দুর্ভিক্ষ আর আমার কিছুই করিতে পারিল না! আমি থলের ছিদ্র দিয়া গেহু বাহির করিয়া রুটি প্রস্তুত করি, আবার সময় সময় উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে হাট-বাজার করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকি। কিন্তু এই পর্যন্ত তাহার পরিমাণ কিছুমাত্রই কমে নাই। পীরের প্রদত্ত জিনিসের কি কেরামত! পঁচিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এযাবৎ উহারই উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছি। সেই বিশ্বপালক খোদাতালার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একমুষ্ঠি গেহু কম বলিয়া বোধ হয় নাই। পঁচিশ বৎসর পরে একদিন আমার স্ত্রী ভুলক্রমে থলেটির মুখ খুলিয়া গেহু ঢলিয়া লইয়াছিল, সেইদিন হইতে সকল গেহু ফুরাইয়া যায়।

বড় পীরের নিকট শয়তানের চাতুরী

"মনজেল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে শেখ আবুল কাশেম বাগদাদী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হযরত মাহবুবে ছোবহানি আবদুল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব রমযান মাসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—অদ্যকার উপবাসে সন্ধ্যার আহার স্বর্গীয় আহার্য ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করিব না। দেখিতে দেখিতে দিনমণি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া লৌহিতবর্ণ ধারণ করিয়া অস্তমিত হইল। হযরত বড় পীর সাহেব নিজের কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন শূন্য হইতে একটি লোক সুসজ্জিত বেশে সুবর্ণ থালায় নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও উত্তম উত্তম মেওয়া রুমালে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। মেওয়াপূর্ণ স্বর্ণথালা যথাস্থানে রাখিয়া আগন্তুক কহিল, —"হুজুর! এ স্বর্গীয় আহার্য আপনার রোযার ইফ্‌তারের (উপবাসান্তে আহার) জন্য স্বর্গ হইতে আনিয়াছি। খোদাতায়ালা আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আপনি স্বচ্ছন্দে ইফ্‌তার করুন!" স্বর্ণথালা দেখিয়া হযরত বড় পীরের মনে একটু সন্দেহ হইল ; তিনি ধ্যানে বসিলেন। এই সমস্তই শয়তানের চাতুরী বলিয়া তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তখন তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্কশ স্বরে কহিলেন—"দূর হ শয়তান ইবলিস! আমার সঙ্গেও চাতুরী! হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-এর শরিয়তের আদেশ অনুযায়ী রৌপ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও স্বর্ণের থালায় আহার করা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার পুরুষের ধারণ করা অবৈধ। পাপাত্মা! এতদূর স্পর্ধা তোর। আমার সঙ্গে ছল চাতুরী! একি আদিপুরুষ আদম (আঃ)-কে পাইয়াছিস যে ছলে-বলে কৌশলে সর্বনাশ করিবি? দুরাত্মা ! সেই দিনের দুর্দশার কথা কি তোর মনে নাই যে দিন দৈবহস্তে মার খাইতে খাইতে পলায়ন করিয়াছিলি!" মহাপাপী শয়তান দেখিল যে, তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে, চাতুরী আর খাটিবে না, শয়তান চোখের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। এদিকে ইফ্তার করিবার সময় হইলে অকস্মাৎ স্বর্গীয় দূত স্বর্গীয় আহার্য লইয়া বড় পীরের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"হে মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী! সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি খোদাতায়ালা আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন ; এখন উঠুন স্বর্গীয় দ্রব্য আহার করুন।" হযরত বড়পীর সাহেব আর সময় নষ্ট না করিয়া সেই স্বর্গীয় আহার্য ইফতার করিলেন। স্বর্গীয় আহার্য আহার করিবার পর একটি দোওয়া পড়িয়া শোকর আদায় করিলেন।

বড়পীর সাহেব একদিনে সপ্ততি স্থানে ইফতার করেন

"মকা সেপায়ে জনিদ" নামক গ্রন্থে শেখ আবদুল কাদের শামী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, এক সময় রমযান শরিফ মাসে বড়পীর সাহেবকে প্রত্যেকের অসাক্ষাতে একে একে সত্তর জন লোক দাওয়াৎ করিলেন। ইনি সকলের মন রাখিবার জন্য দাওয়াৎ কবুল করিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সেইদিন তিনি নিজের আশ্চর্য কেরামতের গুণে একই মুহূর্তে বাটীতে বাটীতে গিয়া ইফতার করিয়া সকলের মনস্তুষ্টি করিয়া আবার নিজের বাটীতে বসিয়া শিষ্যগণসহ ইফতার করিলেন। পরদিন সেই সকল লোক পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, গতকল্য হযরত বড়পীর সাহেব আমার বাড়িতে ইফতার করিয়াছেন। এইরূপ সত্তরজন লোক বলাবলি করাতে পীরের আশ্চর্য কেরামত প্রকাশ হইয়া পড়িল ; এইকথা তাঁহার শিষ্যগণ এবং অন্যান্য লোক সকলেই বিশ্বাস করিল, কিন্তু একটি ভৃত্যের মনে এই কথা প্রত্যয় হইল না। অবিশ্বাসী ভৃত্য অপরকে কহিল—আচ্ছা ভাই! পীর সাহেবের শরীর হইল একটি, কেমন করিয়া তিনি একই সময় সত্তর জায়গায় ইফতার করিলেন? আমি ত বাটীর মধ্যে পীর সাহেবের সঙ্গে ইফতার করিয়াছি? তিনি কেমন করিয়া

একই সময়ে সকলের গৃহে ইফতার করিলেন? অবিশ্বাসী ভৃত্যের কথা পীর সাহেব অবগত হইয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাকালে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া তছবী হস্তে জপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার একই সময়ে সত্তর স্থানে ইফতার করাতে তোর মনে সন্দেহ হয়েছে। তাহা তো হইতেই পারে। একবার ঊর্ধ্বে চাহিয়া এই বৃক্ষটির শাখা-প্রশাখার দিকে দেখ দেখি। সে যেমন চক্ষু মেলিয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি দেখিতে পাইল, বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায়, প্রত্যেক পাতায় পৃথক পৃথক এক একজন বড়পীর বসিয়া তছবী জপ করিতেছেন এবং বৃক্ষের নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, তিনি স্বাভাবিকভাবে যেমন বসিয়াছিলেন সেইরূপ বসিয়া তছবী জপ করিতেছেন। তখন ভৃত্যটির মনের সন্দেহ দূর হইল, সে পীরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। অজ্ঞ মূর্খ লোকের মনে প্রায়ই আওলিয়ার কেরামত বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

বড়পীর সাহেবের এবাদত গুণে শুষ্কবৃক্ষে ফল ধরে

"এগারুই মজ্‌লেস" নামক গ্রন্থে শেখ আলী মহ্‌তি লিখিয়াছেন, একদিন হযরত আবদুল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন ; পথিমধ্যে যাইতে যাইতে নামাযের সময় উপস্থিত দেখিয়া আমার বাটিতে পদার্পণ করিলেন। নামাযের সময়ে হযরতকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি আমি অজুর পানি আনিয়া উপস্থিত করিলাম। হুজুর একটি শুষ্ক খোরমা বৃক্ষমূলে অজু করিয়া অন্য একটি নিষ্ফলা খেজুর-গাছতলে নামায সমাপ্তি করিলেন। তখন হইতে সেই খোরমা ও খেজুর গাছে ফল ফলিতে লাগিল। এমন কি, সেই বৃক্ষ দুইটি একদিনের জন্যও খেজুর ও খোরমানশূন্য হয় নাই, বারমাসই ফল দিয়া আমাকে পোষণ করিতে লাগিল। আমিও পীর সাহেবের পুণ্যফল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম।

হযরত বড় পীর সাহেবের ইবাদত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ

আবুল হোসেন কুতুবুদ্দীন আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন—এক সময়ে হযরত বড় পীর সাহেব নির্জনে একটি পর্বত মধ্যে ইবাদতে নিবিষ্ট ছিলেন। সে ইবাদত ভয়ঙ্কর কঠিন ; উহাতে একাদিক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশ বৎসর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপাসনা করিতে হয়। তিনি সেই কঠিন ব্রত উদযাপন করিতে কখনও কখনও একদিন হইতে তিনদিন পর্যন্ত রোযা রাখিতেন, কখন কখন বা চল্লিশ দিন পর্যন্তও রোযা রাখিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালার আরাধনা-অর্চনা করিতে হইত তথাপি তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় একটুও বিচলিত হইতেন না। তাহার সেই কঠোর ব্রত উদযাপন ও তপস্যা দেখিয়া বনের পশু-পক্ষী পর্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িত। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমি একসময় এক পর্বত-মধ্যে তপস্যা করিতে করিতে দাতা-দয়াময় খোদাতায়ালার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আমার মুখে আহার তুলিয়া না দিলে আমি আহার করিব না এবং কেহ পানি পান না করাইলে পানি পান করিব না। এইরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া একমনে এক ধ্যানে খোদাতায়ালার আরাধনায় নিযুক্ত হইলাম। দেখিতে দেখিতে উনচল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহই আসিয়া আমাকে পানাহার করাইল না ; চল্লিশ দিবসের দিনে অকস্মাৎ একটি লোক আসিয়া নানা প্রকারের খাদ্যদ্রব্য আমার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। সম্মুখে আহার্য সামগ্রী দেখিয়া জঠরানল দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষুধাও উত্তেজিত হইয়া খাও খাও বলিয়া তোষামদ করিতে লাগিল। প্রবৃত্তি বলিতে লাগিল—আর কতদিন সহ্য করিয়া থাকিব? এরূপভাবে অনাহারে থাকিলে মারা পড়িবে। তোমার কে এমন বন্ধু আছে যে, মুখে আহার তুলিয়া দিয়া খাওয়াইবে? তখন আমি বলিলাম—রে ক্ষুধা! রে লোভ! রে প্রবৃত্তি! ধৈর্যাবলম্বন কর ; আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। আমি তোমাদের উত্তেজনায় কখনওই বিচলিত হইব না। এমন সময় উদর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। ক্ষুধা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—মরিলাম! মরিলাম! আবার অন্যদিকে লোভ বলিতেছিল—খাই, খাই। কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অটল-অচলভাবে বসিয়া বিভুপ্রেমে নিবিষ্ট রহিলাম। আবু সাঈদ (রঃ) সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি রিপুগণের চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে সাধুপ্রবর। অধীর হইয়া এমন চীৎকার করিতেছেন কেন?" আমি তাঁহাকে বলিলাম—"ইহা আমার ক্ষুধা, লোভ প্রভৃতি রিপুগণের আর্তনাদ ; কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য অটল, অচল, স্থির, ধীর ও গভীরভাব ধারণ করিয়া একমনে একধ্যানে খোদাপ্রেমে মগ্ন আছি।" তখন তিনি বলিলেন—"হে আবদুল কাদের! তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, তোমাকে

আহার করাইয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি তখন চলিয়া গেলেন। আমি সেই সময় মনে-মনে স্থির করিলাম খোদাতায়ালার আদেশ ব্যতীত এখান হইতে কখনই উঠিব না। এমন সময় খেজের আলায়হেচ্ছালাম আসিয়া বলিলেন,—উঠ! খোদাতায়ালার আদেশ এইরূপ যে, তুমি শেখ আবু সাঈদের বাটীতে গিয়া তাঁহার হস্তের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে। তখনই আমি উঠিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—"আমার আহ্বানে তোমার মনস্তুষ্ট হয় নাই, খেজের আলায়হেচ্ছালামকে পাঠাইতেই তুমি আসিয়াছ! এই বলিয়া তিনি আমার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া ভোজন করাইলেন, আমিও উদর পুরিয়া আহার করিলাম। পরে তিনি একখানি পরিচ্ছদ লইয়া নিজের হস্তে উহা আমার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া আমাকে আশীর্বাদপূর্বক বিদায় দিলেন।"

হযরত বড়পীর সাহেব নদী মধ্যস্থিত জল-জন্তুগণকে গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা দেন

একটি আরবী রেসালা হইতে উর্দু অনুবাদ করিয়া মাওলানা শাহ আহম্মদ আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শেখ আহম্মদ মাগরবী বলিয়াছেন যে, একদিন কুতুবে আলম গওসল আযম মাহবুবে ছোবহানী শিষ্য সমভিব্যাহারে কোথাও যাইতেছিলেন। সম্মুখে একটি নদী দেখিয়া তিনি নির্ভয়ে মুছা আলায়হেচ্ছালামের ন্যায় পানির উপর দিয়া চলিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় হাঙ্গর, কুম্ভীর, শুশুক ও বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সকল হযরত বড়পীরের চতুর্দিকে আসিয়া কাতারে কাতারে ভাসিয়া উঠিল। এদিকে শিষ্যগণ পীর সাহেবকে পানির উপর দিয়া নদীর মধ্যে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইল, পানির উপর গমন করিতে কাহারও সাহস হইল না ! তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়া কি করিবে তাহা ভাবিতে লাগিল। পরে নদীর মধ্যস্থলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বড়পীর সাহেব পানির উপরে অটল-অচলভাবে বসিয়া আছেন আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে জল-জন্তু সকল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া 'ইল্লাল্লাহু' শব্দ করিতেছে ও তিনি জল-জন্তুগণকে মারিফত বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন ! হযরতের মারিফত-বিদ্যার গুণে নদীর প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে যেন 'ইল্লাল্লাহু' শব্দ উত্থিত হইয়া আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। শিষ্য পীর সাহেবের ঐ অদ্ভুত শক্তি সন্দর্শনে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে সময় তাঁহার নিকটে অবস্থিতি অ-বিধেয় মনে করিয়া একটু সাবধানতা সহকারে অন্তরালে লুক্কাইত হইয়া রহিল। এদিকে বড়পীর সাহেব জল-জন্তুগণকে মারিফত-বিদ্যা শিক্ষা দিতে দিতে নামাযের সময় সমাগত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ! তখন তাঁহার সমস্ত বদনমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া গেল। এমন সময় একজন স্বর্গীয় দূত আসিয়া পানির উপর সবুজবর্ণের বিছানা বিছাইয়া দিলেন। হুজুর ইমামতি করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। দলে দলে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া পশ্চাদ্ভাগে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। হযরত বড়পীর সাহেব ইমামতি করিবার পূর্বে শিষ্যগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে শিষ্যগণ! তোমরা সাহসে নির্ভর করিয়া শিঘ্র শিঘ্র পানির উপর দিয়া চালিয়া আইস এবং স্বর্গীয় দূতগণের সঙ্গে যোগদান করিয়া জামাতে নামায পড়িয়া লও। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ নিঃসন্দেহে পানির উপর দিয়া গমন করিয়া জামাতে যোগদান করিল। হযরত বড়পীর সাহেব যখন ইমাম হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু-আকবার' বলিলেন, তখন ফেরেস্তাগণও শব্দ করিয়া "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ মহান) বলিলেন। নামায আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ আসিয়া দক্ষিণভাগে যোগদান করিলেন (*)। যখন সেই পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জ্যোতিতে আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত আলোকিত হইয়া গেল। সেই সময় বড়পীর সাহেবের "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনিতে নিখিল বিশ্ব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নামায সমাপ্ত করিয়া হস্ত উঠাইয়া নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন ; স্বর্গীয় দূতগণ পশ্চাতে থাকিয়া হাত তুলিয়া আমিন ! আমিন !! বলিতে লাগিলেন।

বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থনা

আল্লাহোম্মা ইনি আসালোকা বেহাক্কে
জাদ্দি মোহাম্মাদেন হাবিবেকা ওয়া খায়রোম
মেন খালকেকা ইন্নাহো লাতাক্‌বিজ রুহে মুরিদি
ওয়া মুরিদাতোল আয়লিইয়াল্লা ইন্নাআলা তাওবাতো।

অর্থ

হে দাতা দয়াময় খোদাতায়ালা ! আমি তোমার নিকট শর্তের সঙ্গে

* সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

প্রার্থনা করিতেছি। তোমার বন্ধু হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হেচ্ছালামের অছিলায় পৃথিবীর যে সমুদয় লোকের প্রাণ তোমার অধীনে আছে. তাহাদিগকে এবং বিশেষ করিয়া আমার সমুদয় শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্যগণকে ও আমার বংশধরগণ ও তাঁহাদের শিষ্যগণকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমিন অর্থাৎ কবুল কর।

মোনাজাত সম্পূর্ণ হইবার পরেই দৈববাণী হইল,—'তোমার প্রার্থনা কবুল করিলাম। যখন তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তখন তোমার প্রার্থনা কখনই অপূর্ণ রাখিব না।'

বড়পীর সাহেবের ধ্যানযোগে খোদা দর্শন

শেখ আহ্‌মদ ফারুকী সেরহেন্দী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হযরত বড়পীর সাহেব ধ্যানযোগে বিশ্ববহ্মাণ্ডের অধীশ্বর খোদাতায়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন আদেশ হইল—'হে প্রিয়বন্ধু আবদুল কাদের ! তুমি কি চাও ?' তিনি বলিলেন—'হে কৃপাময় করুণাসিন্ধু ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ দাসকে সকল বিষয়ই দান করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর মাধুর্যগুণ আলী করমুল্লা অজহুর বেলায়েত বা গুপ্তবিদ্যা, হোসেনের শহীদে কারবালা ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণায় সহিষ্ণুতা—এই সমস্ত গুণই আপনি-আমাকে দান করিয়াছেন। তবে আর কি প্রার্থনা করিব?' তখন আদেশ হইল—'তোমাকে আরও তিনটি গুণ দান করিলাম। প্রথম—সাধুর, দ্বিতীয়—দানশীলতা, তৃতীয়—প্রেম ! হযরত বড়পীর সাহেব এই সকল গুণে পূর্ণ ছিলেন বলিয়া সকল লোকই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল।

বড়পীর সাহেবের দিকে সকলের অন্তঃকরণ

শেখ ওমর বোজাজ বলিয়াছেন—এক সময় জুমুআর দিনে হযরত বড়পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া জামে মসজিদে নামায পড়িতে উপস্থিত হইলেন। আমরা মস্‌জিদে গিয়া দেখি, তথায় লোকে লোকারণ্য, তিল ধরনের স্থান নাই। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, আশ্চর্য তখন একটি লোকও বড়পীর সাহেবের দিকে ফিরিয়া তাকাইল না, ছালাম কবিবার যাহা প্রথা, তাহাও করিল না, সম্মানসূচক করমর্দন করিতে হয় তাহাও করিল না। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম অন্যান্য দিন বড়পীর সাহেবকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

লোকে কতই সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু আজ কেন বড়পীরের প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করিল না? ইহার কারণ কি ! আমি যখন এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, তখন পীর সাহেব একবারমাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য সকল লোকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অমনি সমুদয় লোক বড়পীর সাহেবকে ছালামের উপর ছালাম করিতে লাগিল এবং মোছাফা করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনন্তর বড়পীর সাহেব নামায পড়িয়া সমাগত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"হে ওমর ! তোমার ইচ্ছাত পূর্ণ হইয়াছে? তুমি জাননা যে, জগতের সমুদয় লোকের অন্তঃকরণ আল্লাহতায়ালা আমার অধীনে রাখিয়া দিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিলে সকল জগদ্বাসীর মনোপ্রাণ আমার দিকে আকর্ষণ করাইতে পারি অথবা তাহাদের অন্তঃকরণ অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখিতে পারি। আমি বড়পীর সাহেবের এই আশ্চর্য মহিমা দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম।

হযরত বড়পীর সাহেবের হাম্বলী মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা

"খাওয়াকল আখিয়ার" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—আবু মোহাম্মদ সৈয়দ আবদুল জব্বার বলিয়াছেন—হযরত বড়পীর সাহেব হাম্বলী মজহাবে ছিলেন। একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি হাম্বলি মজহাব ত্যাগ করিয়া হান্ফি মজহাব গ্রহণ করেন। তিনি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন সত্য, কিন্তু তখনও তাহা কার্যে পরিণত করেন নাই। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি মোরাকাবায় বসিয়া ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, ইমাম আহ্‌ম্মদ হাম্বল সাহেব হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর হস্তের একগাছি রজ্জু ধরিয়া বলিতেছেন,—"হে ভবপারের কাণ্ডারী রাছুলে করিম (ছাঃ) আপনার বংশধর সাধক কুল-চূড়ামণি আবদুল কাদের জিলানী আমার মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি একটু বলিয়া-কহিয়া আমার মজহাব ত্যাগ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করুন ; কেননা, তাঁহার দ্বারা পরকালে সকল ইমামের নিকট আমার গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।" ইমাম সাহেবের বিনয় বচনে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছালঃ) সন্তুষ্ট হইয়া বড়পীর সাহেবকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন—"হে বংশধর গুণমণি মাহ্‌বুবে ছোবহানী হাম্বলী মজহাব ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়, তুমি ইমাম আহ্‌ম্মদ সাহেবের হাম্বলী মজহাবে যেমন আছ, তেমনি থাক।" তখন হযরত বড়পীর সাহেব ইমাম সাহেবকে বলিলেন—"হে ধর্মনেতা মহাপুরুষ! আমি যতদিন জীবিত থাকিব, কখনই আপনার মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব গ্রহণ করিব না এবং এইরূপ কল্পনা আর কখনও মনের মধ্যে স্থান দিব না। ইন্‌শাআল্লাহ! আপনার মজহাবেই আমাকে চিরকাল দেখিতে পাইবেন!" বড়পীর সাহেবের এইরূপ সঙ্কল্প দেখিয়া হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ) ইমাম সাহেবকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই হযরত বড়পীর সাহেব পবিত্র মক্কা শরিফে হজ্জ করণার্থে গমন করিলেন। তিনি তথায় একদিন নামায পড়িতে কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কাবার চারিদিকে চারি মজহাবের চারিজন ইমামের মছাল্লা বিছান আছে। অন্যান্য ইমামগণের দিকে শত শত লোক দণ্ডায়মান, কিন্তু ইমাম আবু হানিফার দিকে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হাম্বলি ইমামের দিকে দু'শজন মাত্র লোক বর্তমান। বড়পীর সাহেব হাম্বলী দলভুক্ত, কাজেই তিনি সেই দিকে ইমামতি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন চারি মজহাবের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া বড়পীর সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিল। কেবল সেইদিন মাত্র ইমাম হাম্বলীর জামাতে অত্যধিক লোক সমাগম হইয়াছিল।

হযরত বড়পীর সাহেবের হাম্বলী ইমামের জিয়ারত

"খাওরাকল আখিয়ার" নামক গ্রন্থে সৈয়দ আবদুল জব্বার ও আবু মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ আলায়হে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা শাহজাদা আলীর মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, একবার মহাত্মা পীর গুণধর মাহবুবে ছোবহানী হযরত ইমাম আহ্‌ম্মদ বিন হাম্বল সাহেবের মাজার জিয়ারত করিবার মানসে তদীয় সমাধিস্থানে উপস্থিত হন। তিনি প্রথম তাঁহার সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আচ্ছালামো আলাইকুম ইয়া ইমামো।" তখনই কবর বিদীর্ণ হইল এবং ইমাম আহমদ হাম্বল সাহেব কবর হইতে বহির্গত [illegible] ছালামের জওয়াব দিবার পরে তাঁহার হাত ধরিয়া মোছাফা করিলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৎপরে তিনি স্বয়ং একটি পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি উজ্জ্বল কর দ্বীনে মোহাম্মদী এবং শিক্ষা দাও জগতের লোককে—এল্‌মে শরিয়ত, এল্‌মে হকিকত, এল্‌মে তরিকত ও এল্‌মে মারিফত।" এই বলিয়া তিনি কবরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন এবং বড়পীর সাহেবও জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

বড়পীর সাহেব ইমাম আবু হানিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন

"তহফাতল আসারার" নামক গ্রন্থে শেখ বাকারে কুদ্দুস সেরহো কর্তৃক এইরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত বড়পীর সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন—"এক সময় আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, যদি কখনও অদৃশ্যভাবে শূন্যে ভ্রমণকারী কোন মৃত মহাপুরুষের জিয়ারত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ইহা ভাবিতে ভাবিতেই আমি যেন নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম। সেই সময় আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, ইমাম আহ্‌ম্মদ হাম্বল সাহেবের সমাধিস্থলে একজন জ্যোতির্ময় মহা সাধুপুরুষ শয়ন করিয়া আছেন এবং তথা হইতে এক একবার শব্দ হইতেছিল—"দর্শন কর, দর্শন কর, এই আমি সেই যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তুমি বিশেষ আগ্রহান্বিত আছ।" এমন সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তার পরদিন এমাম হাম্বলীর সমাধিস্থলে যাইয়া দেখিলাম, একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ সমাধিপার্শ্বে শায়িত আছেন, আমার পদশব্দ পাইবামাত্র তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন, অতঃপর একটি নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে আর একজন মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও অদৃশ্য হইয়া গেলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে খোদাতায়ালার শপথ দিয়া কহিলাম—"সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে?" তিনি বলিলেন—'হানিফান মোসলেমান'। অর্থাৎ মুসলমানের সত্য পথপ্রদর্শক—এই বলিয়া তিনি আমা হইতে অদৃশ্য হইলেন। পরে এক সময় হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে এই অদৃশ্য মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'ইনি সমুদয় জগতের অবিসম্বাদী ধর্মনেতা হযরত আবু হানিফা ; যাঁহার মজহাব সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রচলিত

বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান

"ছেফাতল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে শেখ আবদুল্লা আহমদ বিন খাজের চিশতী মুছালি বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতে হযরত বড়পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া ইমাম আহম্মদ হাম্বল সাহেবের সমাধি জিয়ারত করিবার মানসে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, পথে আসিয়া দেখিলাম চতুর্দিকে অন্ধকার, কোথায় কি আছে, দেখিতে পাওয়া যায় না—কোথায় পদনিক্ষেপ করি, তাহার নিশ্চয়তা নাই ; তখন নীরব নিথর-বিশ্ব-চরাচর যেন সুপ্তির গভীর মেঘে আচ্ছন্ন। পথের দুই ধারে নানাপ্রকার বৃক্ষ ভয়াবহ দৈত্য-ব্যূহের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই অবস্থায় অন্ধকার পথ চলা কঠিন ভাবিয়া বড় পীর সাহেবকে কহিলাম—"হুজুর ! অদ্য জিয়ারত করিতে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতেছে। ভয়ানক অন্ধকার, নিকটের বস্তুও দেখা যায় না ; এ অবস্থায় কেমন করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? সঙ্গে আলো থাকিলে কোন রকমে যাওয়া যাইত।" আমার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি বৃক্ষসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হে বৃক্ষ সকল! তোমরা আলোক দান করিয়া আমাদের পথ চলার কষ্ট নিবারণ কর"! পীর-বাক্যের কি অনির্বচনীয় শক্তি। বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিবামাত্রই প্রদীপের আলোর ন্যায় বৃক্ষ-সকল হইতে শত শত আলোক বাহির হইল। সে আলোকে আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অগ্রের বৃক্ষ হইতে আলোক পাইয়া সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলাম। পরে হাম্বল সাহেবের সমাধি জিয়ারত করিয়া আসিবার সময়ও ঐরূপ বৃক্ষের আলোক পাইয়া বিনা কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

মদিনায় রাছুলের (ছাঃ) সমাধি জিয়ারত

"নেকাতাল আছরার" নামক গ্রন্থে শেখ মোহাম্মদ ওসমান বাগদাদী রহমাতুল্লাহে আলায়হে কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—এক সময় হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী বড়পীর সাহেব হজ্বব্রত সম্পন্ন করিবার মানসে পবিত্র মক্কা শরিফে গমন করেন। তিনি হজ্বব্রত শেষ করিয়া মদিনা শরিফে আসেন এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছালঃ)-এর সমাধিস্থলে প্রবেশ করিয়া একমনে একধ্যানে ভক্তিভরে জিয়ারত করিতে থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনাহারে, অনিদ্রায়, তন্ময়চিত্তে একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্যন্ত জিয়ারত (ভক্তি প্রদর্শন) করিলেন, তথাপি তিনি সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলেন না—দেখিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কবর হইতে বহির্গত হইয়া বড়পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার হস্ত চুম্বনপূর্বক কহিলেন—"যাও বৎস আবদুল কাদের ! যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও, দয়াময় খোদাতায়ালা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এই বলিয়া তিনি কবর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং বড়পীর সাহেবও সেখান হইতে বাগদাদে ফিরিয়া আসিলেন।

বড়পীর সাহেব দোজখে পাপীদের শাস্তি দর্শন করেন

আম্মায়ে মসায়েখ কুদ্দুছাল্লাসেরহো কর্তৃক বর্ণিত আছে—একদিন হযরত মাহবুবে ছোবহানী বড়পীর সাহেব ধ্যানযোগে দোজখে পাপীদের ভীষণ শাস্তি দর্শন করেন। ফেরেস্তাগণ শাসনদণ্ড লইয়া দোজখ মধ্যে পাপীদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিতেছে। পাপীগণ লৌহ মুদগরের প্রহার খাইয়া 'মরিলাম' 'মরিলাম' শব্দে চীৎকার করিতেছে। কেহবা দয়াময়ের দয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভীষণ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে! কাহারও অঙ্গে অগ্নি-পরিচ্ছদ পরিহিত—তাহা ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। কেহ বা অগ্নি শয্যায় শয়ন করিয়া 'পানি' 'পানি' করিয়া আর্তনাদ করিতেছে! ফেরেস্তাগণ কাহারও জিহ্বা কর্তন করিতেছে। কাহারও বা সাঁড়াশী দিয়া চক্ষের তারা বাহির করিয়া লইতেছে ! কেহ বা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া রক্ত, পুঁজ, মল, মূত্র ও গরম পানি পান করিতেছে ! কাহাকেও বা বিচ্ছু ও সর্প দংশন করিয়া বিষের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে ! কাহারও উদর জ্বালার মত উচ্চ হইয়াছে, তাহা হইতে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি সরীসৃপ জন্তু নির্গত হইয়া তাহাকেই দংশন করিতেছে। কেহ বা ভীষণ নরকানলে পড়িয়া ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। কাহারও বা হেঁটমুণ্ডে রাখিয়া ফেরেস্তাগণ লৌহদণ্ডে প্রহার করিয়া তাহাদের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে ! সেই সকল পাপীর চীৎকার শব্দে পর্বত পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে !

দয়ার সাগর পীর গুণধর পাপীগণের দোজখ-যন্ত্রণা দর্শন করিয়া আরক্ত নয়নে জাহান্নামের কর্তাকে ডাকিয়া কহিলেন—"হে দোজখের মালিক !

আমার কোন শিষ্য কিংবা শিষ্যের শিষ্য তোমার হাতে পড়িয়া কি জাহান্নামের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ? বড়পীর সাহেবের কর্কশ বচন ও আরক্ত লোচন দেখিয়া ভীত হইয়া দোজখের কর্তা হাত জোড় করিয়া কহিলেন—হুজুর ! আপনার কোন শিষ্য আমার অধীনে নাই ; আমি এমন কোন ক্ষমতা রাখিনা যে, আপনার শিষ্যকে কঠিন শাস্তি প্রদান করি ! বড়পীর সাহেব মালিককে কহিলেন—"শপথ সেই জগৎকর্তা বিশ্বপালকের, যাঁহার আদেশে পাপীর দণ্ড এবং পুণ্যবানের স্বর্গসুখ ভোগ হয়। যদি আমার কোন শিষ্য পর্বত সম পাপ করিয়া দোজখে পড়িয়া থাকিত, নিশ্চয় জানিও আমি তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া বেহেশতে লইয়া যাইতাম। আমাকে দয়াময় খোদাতায়ালা পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার সনদ লিখিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহারই নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—পরকালে কিয়ামতের দিবসে আমার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য এবং ভক্তদিগকে যতক্ষণ না সঙ্গে লইতে পারিব ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের দ্বারে পা রাখিব না। পাঠকগণ ! দেখুন হযরত বড়পীর সাহেবের কতদূর ক্ষমতা ছিল, পরকালে তাঁহার শিষ্যের শরীর দোজখাগ্নি স্পর্শ করিতে পারিবে না। এমন কি, এই পৃথিবীতে তাঁহার ভক্তের মৃতদেহ শ্মশানে-অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে নাই।

এক পীর-ভক্ত হিন্দুর মৃতদেহ শ্মশানে না পুড়িবার বিবরণ

"মনজর আওলিয়া" নামক গ্রন্থে ছামছামল কেরামত কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, বোরহানপুর গ্রামে একজন ধনাঢ্য হিন্দু বাস করিতেন। তিনি কোন সময় কাহারও মুখে বড়পীর সাহেবের প্রশংসা শুনিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িলেন যে, কেহ তাঁহার নিকট বড়পীর সাহেবের নাম করিলে তিনি তাহাকে ধন-রত্ন টাকাকড়ি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। কেহ বড়পীরের নাম করিয়া তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তখনই তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। কেহ বড়পীর সাহেবকে আনিয়া সভা-সমিতি করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সভার খরচের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। ক্রমে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি এমন বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন যে, মুসলমান না হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। পুত্র-পৌত্র জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন থাকায় প্রকাশ্যে তিনি ইসলাম-

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া গোপনে বড়পীর সাহেবের জনৈক শিষ্যের নিকটে মুসলমান হইয়া দেব-দেবীর মূর্তিকে পূজাকরা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিলেন। সমাজ ভয়ে কেবলমাত্র প্রকাশ্যে মুসলমানদের সহিত আহার-বিহার, উঠা-বসা করিতে পারিলেন না। তিনি দীন-দুঃখী মুসলমানদিগকে যত্নের সহিত আহার করাইতেন ও তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দান করিতেন। যখন সেই পীরভক্ত ছদ্মবেশী মুসলমান পরলোক গমন করিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু মিলিয়া তাঁহার শবদেহ হিন্দু প্রথানুযায়ী দাহ করিবার জন্য শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেল। মহাসমারোহের সহিত নিম ও চন্দন কাষ্ঠে চিতা সাজান হইলে উহাতে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ করা হইল। দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত হুতাশনে সমুদয় চিতাসজ্জিত কাষ্ঠ পুড়িয়া ছাই ভস্ম হইয়া গেল, কিন্তু শবদেহের একটি পশমও দগ্ধ হইল না। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিল। যে বড় পীরের প্রধান ভক্ত, অগ্নিতে তাহার কি করিবে? করুণাময় খোদাতায়ালা কেমন করিয়া আপন বন্ধুর ভক্তকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন। যেহেতু পৃথিবীর অগ্নি নরকাগ্নি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব কেমন করিয়া তিনি নিজ প্রেমাস্পদের ভক্তকে সেই অগ্নিতে পোড়াইবেন? মহাপাপী নমরুদ হযরত ইব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের অঙ্গে নিজের একখানি পরিচ্ছদ পরাইয়া তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন নমরুদ প্রদত্ত পরিচ্ছদটি নিমেষের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু দয়াময় আপন বন্ধুকে অনল হইতে রক্ষা করিলেন এবং বন্ধুর জন্য জ্বলন্ত অনলকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিলেন। ধন্য দয়াময়ের বিচিত্র লীলা ! ধন্য তাঁহার ভক্তের প্রতি দয়া। এদিকে হিন্দুগণ শবদেহ দগ্ধ করিতে না পারিয়া পুনরায় কাষ্ঠ আনিয়া নূতন চিতা সজ্জিত করিল। কিন্তু সাধ্যাতীত চেষ্টা সত্ত্বেও শবদেহ কিছুতেই দগ্ধ হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া তাহারা মৃত দেহটিকে নদীবক্ষে ভাসাইয়া দিল। আদর্শ পীরগুণধর এ সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন।

খোদাতায়ালার কি অপার মহিমা ! তিনি জগতে যাঁহাকে পীর আওলিয়া করিয়া পাঠান, তাঁহাকে নানাগুণে বিভূষিত করিয়া দেন। তাঁহার মন-প্রাণ তখন আদর্শ দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। যিনি ভক্তবৎসল, তিনি কি প্রিয় ভক্তকে ভুলিয়া একদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন? যখন শবটি নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন হযরত বড়পীর সাহেব

একজন দরবেশকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হে দরবেশ! আজ আমার একটি প্রধান ভক্তের সদগতি হয় নাই, তাঁহার মৃতদেহ নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহার বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি—বোরহানপুর গ্রামের যে ধনাঢ্য দাতা হিন্দু লোকটি মারা গিয়াছেন, তিনি আমার পরম ভক্ত। তিনি গোপনে আমার এক শিষ্যের নিকট মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহার ইসলামী নাম সাদাল্লা। হিন্দুগণ তাঁহাকে তাঁহাদের প্রথানুযায়ী শ্মশানে পোড়াইতে লইয়া যায়, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার মৃতদেহ অগ্নিস্পর্শ না হওয়ায় নিরুপায় হইয়া শেষে তাহারা উহা নদীতে ভাসাইয়া দেয়। তুমি এখন লোকজন সঙ্গে লইয়া নদী হইতে ঐ শবদেহ তীরে উত্তোলন করিয়া তাহার জানাযা পড়িয়া কবর দিয়া আইস ! দরবেশ "জি হ্যাঁ" বলিয়া পীরের আজ্ঞা পালন করিতে গমন করিলেন। সাদাল্লার শবদেহ নদী হইতে তুলিয়া কবর দিয়া সকলেই ফিরিয়া আসিলে পরে সেই দরবেশ বড়পীরের কাছে নিবেদন করিলেন—"হুজুর ! সাদাল্লা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য জ্বলন্ত অনলে উহার কিছুই পুড়িল না?" তিনি কহিলেন—"হে দরবেশ ! তুমি উহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় জান না। আচ্ছা এখন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি। যিনি নিরাকার নিরঞ্জন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর যাঁহার কৃপাগুণে পরকালে মহাপাপী মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গ লাভ করিবে, সেই দাতা দয়াময় দয়া করিয়া আমার নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমার শিষ্য বা ভক্তগণ বিশ্বাসী হইয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে ইহকাল ও পরকালে কোন প্রকারেই তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারিবে না। তবে কেমন করিয়া সাদাল্লার মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে? হে পাঠকগণ ! বুঝিয়া দেখুন, যাঁহার ভক্তের মৃতদেহ এই ধরাতলে অগ্নিতে পোড়াইতে পারিল না, পরকালে কেমন করিয়া তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ নরকানলে দগ্ধ হইবে? আরও ভাবিয়া দেখুন—যখন একজন ছদ্মবেশী মুসলমানকে অগ্নিতে পোড়াইতে কেহই সক্ষম হইল না, তখন প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান বড়পীর সাহেবের অনুগত ভক্তকে নরকাগ্নি কি করিবে? হে পাঠক-পাঠিকাগণ ! এখন সেই বড়পীর সাহেবের জীবনী ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া নরকানল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করুন।

ত্রিপদী

কি ভয় তাঁহার সখা হয় বড়পীর জগতে যাঁহার,
নরক অনল, যদি মন থাকে স্থির নিভিবে সকল, ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহর্ষি নিজামুদ্দীন জরিজর বখশের সোলতানাল মাশায়েখ নামপ্রাপ্তি

"আসরার ছালেকিন ও মজলেস রোবাই আশার" নামক গ্রন্থে শেখ ফরিদুদ্দীন গঞ্জে-শকর রহমাতুল্লাহে আলায়হে কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মাহবুবে ছোবহানী বড়পীর সাহেব এক সময় হজ্বব্রত সম্পাদনের পর মদীনা শরীফে গমন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এদিকে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া কাবা শরিফে জুমুআ পড়িবার জন্য প্রতি শুক্রবারে দিল্লী হইতে মক্কায় আসিতেন। যখন হযরত নিজামুদ্দীন (রঃ) স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মক্কায় জুমুআ পড়িতে আসিলেন, তখন আদর্শ পীরগুণধর তাহা জানিতে পারিয়া একটি পত্র লিখিয়া ভৃত্যের হস্তে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তিনিও মদিনায় আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বড়পীরের পত্র পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে একসঙ্গেই দুইজন মিলিয়া তাঁহার আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। হযরত নিজামুদ্দীন বড়পীরের চরণ চুম্বন করিয়া কহিলেন—"হুজুর ! আমি এখানে আসিয়াছি, আপনি তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন এবং কি জন্যই বা এই দাসকে আহ্বান করিয়াছেন? তিনি বলিলেন—"নিজামুদ্দীন ! তোমাকে সোলতান উপাধি দান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি। আজ হইতে তোমার নাম হইল নিজামুদ্দীন সোলতানাল মাশায়েখ। আইস আমার কাছে সরিয়া আইস ! তোমার অঙ্গে পীর-পরিচ্ছদ পরাইয়া দেই।" এই বলিয়া একটি পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। হযরত নিজামুদ্দীন মনের মত বস্তুপ্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। এই সাধু পুরুষের অতিথিশালায় লোকের অন্নব্যঞ্জনের জন্য প্রত্যহ সতের মণ লবণ ব্যয় হইত এবং প্রত্যহ উষ্ট্র সপ্তদশবার পিয়াজ-রসুনের ছিলকা বহিয়া লইয়া যাইত। এই সাধু-প্রবরের সমাধিস্থান নিউ দিল্লী। যদি কেহ এই আউলিয়ার বিষয় সম্যক অবগত হইতে চাহেন, তবে তাঁহার জীবনী এম. এ. তোরাব কৃত পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন।

বড়পীর সাহেবের ধর্ম প্রচার সভায় চারজন সহচরসহ হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর আগমন

একদিন বড়পীর সাহেব হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রশান্ত মনে মধুর ভাষায় মিম্বরে বসিয়া ইসলাম-ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। তিনি প্রথমেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন—"হে মোস্‌লেমগণ ! তোমরা অদ্বিতীয় নিরাকার নিরঞ্জনের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত শেষ নবী হযরত-মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যে খোদাতায়ালার কৃপায় মানবগণ দেহ ও বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই প্রেমে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঐকান্তিক সাধনায় তাহারই উপাসনা-অর্চনা, স্তব-স্তুতি ও ইবাদত করিতে করিতে এই জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। আর যাঁহার অনুগ্রহে আমরা সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালাকে চিনিতে পারিয়াছি, যিনি পাপের অন্ধকারময় কলুষ-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সত্যালোকে লইয়া যাইবেন, যিনি কাণ্ডারী, যাহার ধর্মে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি, সেই সত্যধর্ম, প্রচারক মহাত্মা হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর উপর তোমরা শুদ্ধমনে সরল অন্তরে দরূদ শরীফ পাঠ কর। শেখ বেকার রহমাতুল্লাহ আলায়হে বলিয়াছেন—আমিও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ হযরত বড়পীর সাহেব ওয়াজ করিতে করিতে নিঃশব্দ হইয়া গেলেন। তৎপর তিনি মিম্বর হইতে নিম্নে নামিয়া সেই মিম্বরের উপর ফরাশ বিছাইয়া দিলেন। ঐ সময় দেখিতে পাইলাম যে, হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ) জ্যোতির্ময়রূপে প্রধান চারিজন সহচরসহ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া মিম্বরের উপরে বসিলেন! পরে হযরত বড়পীর সাহেব নিম্নে দাঁড়াইয়া এমন তেজপূর্ণ ভাষায় উপদেশ দান করিলেন যে, নিজে জ্ঞান হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তখন হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ) স্বয়ং তাঁহাকে উঠাইয়া সহচরসহ সভা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! শ্রোতাগণ সেই সময় নিবেদন করিল—"হুজুর ! ওয়াজ করিতে করিতে মিম্বর হইতে নামিয়া পড়িলেন কেন? কেনই বা অচেতন হইয়া পড়িলেন? তিনি সমুদয় ঘটনা আমাকে বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। আমিও পীরের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম। যেইরূপে হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোহাম্মদ (ছালঃ) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ), ওমর ফারুক (রাঃ), ওসমান গনী (রাঃ), আলী করমুল্লা-অজহুসহ সভায় আসিয়াছিলেন এবং যাহা যাহা দেখিলাম, তাহা একে একে সমুদয় বর্ণনা করিলাম। সেইদিন শ্রোতাগণ আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিয়া যে যাহার বাটীতে চলিয়া গেলেন।

সাধুদিগের স্কন্ধে পীর-পদ স্থাপন

একদিন হযরত বড় পীর সাহেবের সভায় প্রায় সপ্তসহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিল। তিনিও উপদেশ দিবার এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মিম্বর উপরে আরোহণ করিয়া সুমিষ্ট ভাষায় জলদ গভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"হে শ্রোতাগণ ! তোমাদিগের সৃজনকর্তা বিশ্বপালক খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা কখনও জীবিকা নির্বাহের জন্য ভাবিও না! যেহেতু আমার ভাণ্ডারে ধন-রত্ন ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহা পূর্ণ থাকিবে। আমি উহা হইতে ধন-রত্ন দান করিয়া ভিখারীকে ধনবান করি, রাজভাণ্ডার পূর্ণ করি। এইরূপ সৃষ্টি হইতে আমি বরাবর বিতরণ করিয়া আসিতেছি এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত বিতরণ করিতে থাকিব। তথাপি আমার ভাণ্ডার কখনও শূন্য হইবে না। তোমরা অত্যাচারী প্রবল-প্রতাপান্বিত মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, নবাব, জমিদারদিগকে ভয় করিও না ; যেহেতু আমি সর্বস্থানে সর্বময় বর্তমান এবং সকলের দিকেই আমার লক্ষ্য, আমিই সকলের বিচারক ও শাসনকর্তা। তোমরা কাহারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করিও না ও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থী হইও না ! যেহেতু আমি তোমাদের পরম বন্ধু ও পরম দাতা ও দয়াময় ; আমি সর্বজীবকে পালন করিয়া থাকি এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করি। আমি সকল বস্তুই তোমাদের উপকারের জন্য সৃজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সৃষ্টি করিলাম কেবল আমার উপাসনা, অর্চনা ও আরাধনা করিবার জন্য। আমি তোমাদিগকে আগামীকল্যের নিমিত্ত আমার অর্চনা উপাসনা করিতে আদেশ করি নাই। সুতরাং তোমরাও আমার নিকটে ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন কিছু চাহিও না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, সরিৎ, পাহাড়-পর্বত, দেব দৈত্য, দানব-মানব, পশু-পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে আমি কোন কষ্টবোধ করি না।

সুতরাং তোমাদিগকেও জীবিকার্জনার্থ দান করিতে তিলার্ধ কষ্ট হয় না। আমি তোমাদিগের আহার যোগাইবার কথা একদণ্ড ভুলি না, তোমরাও আমার নাম লইতে কখনও বিস্মৃত হইও না। আমি যাহা তোমাদের অদৃষ্টে ধার্য করিয়া দিয়াছি তাহাতে তোমরা সন্তুষ্ট থাকিও, কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বেশী আকাঙ্ক্ষা করিও না। আমি জগৎপালক খোদাতায়ালা যখন তোমাদের পরম বন্ধু তখন তোমরাও আমার প্রকৃত বন্ধু হইবার চেষ্টা করিও। তোমরা কেহই আমার শাস্তি হইতে নির্ভয় হইয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিও না ; সর্বদা মুমূর্ষকালের, কবরের ও বিচার দিবসের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাপ-পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করিও। এইরূপে বড়পীর সাহেব বক্তৃতা করিয়া পুনরায় বলিলেন, **লাওলাকামা খালাকতোল আফলাক**। যে সময় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) মেরাজ শরিফে পৌঁছিলেন এবং আরশে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় পরমাত্মারূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—আমার স্কন্ধে পদ রাখিয়া আরশের পবিত্র সিংহাসনে উপবেশন করুন। তখন তিনি আমার স্কন্ধে পা রাখিয়া আরশের উপর আরোহণ করিলেন। পরে তিনি খোদাতায়ালাকে বলিলেন—হে জগৎপতি ! এ কোন মহাত্মা যিনি আমার চরণ দুইখানি সযত্নে স্কন্ধে ধারণ করিয়া আমাকে আরশে আরোহণ করাইলেন ! তখন দয়াময় আপন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—ইনি তোমার পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার প্রচারিত ইসলাম-ধর্মকে নববলে বলীয়ান করিবেন ! অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, হে মহিউদ্দিন ! আমার চরণ যেমন তোমার স্কন্ধে স্থান পাইল, তেমনি তোমার ঐ পবিত্র চরণ জগতের সমস্ত সাধুগণের স্কন্ধে স্থান পাইবে। হে শ্রোতাগণ! সেইজন্য আজ আমি সভামধ্যে আমার পবিত্র চরণের গৌরব করিতেছি। এই বলিয়া বড়পীর সাহেব এই আরবী বচনটি পাঠ করিলেন—

আরবী শ্লোক

কাদামী হাজেহী আলা রাকাবাতে

কোল্লেওয়ালিইয়ে আল্লাহে!

অর্থাৎ "আমার চরণযুগল সাধুপুরুষদিগের স্কন্ধে।" সেই সভাতে পঞ্চাশ জন সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আপন আপন স্কন্ধ মিম্বরের নিম্নে ঝুঁকাইয়া দিয়া একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমান্না ওয়া ছাদ্দাকনা। সত্য সত্যই আপনার পবিত্র চরণ জগতের সমুদয় সাধুপুরুষগণের স্কন্ধে স্থান পাইবে। তখন বড় পীর সাহেব জগতের যাবতীয় তাপসগণের স্কন্ধেই চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন। —এমন কি, জগতের সাধুপুরুষ যিনি যেখানে ছিলেন, তিনি সেইখানেই স্কন্ধ পাতিয়া দিয়াছিলেন ! বড়পীর সাহেবও আপন মহীয়সী শক্তি বলে সকল সাধুর স্কন্ধে পা রাখিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন। "লাতায়েফ গারায়েব" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ; সে সময় চতুর্বিংশতি বয়স্ক চিশতিয়া তরিকার প্রধান পীর খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী সাধুপ্রবর ইরাক পর্বত ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনিও আপন স্কন্ধ পাতিয়া দিলেন ! কেবল সেই সভাস্থিত ইসপাহান নিবাসী মদগর্বিত এক সাধুপুরুষ মনে মনে বলিলেন—উনিও একজন সাধু, আমিও একজন সাধু ; তবে কি জন্য আমি হীনতা স্বীকার করিয়া উহার পদ আমার স্কন্ধে ধারণ করিব? এই বলিয়া গর্বিত সাধু-কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া নিজ স্কন্ধ না বাড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আদর্শ পীরগুণধর তাহা জানিতে পারিলেন ; তদ্দণ্ডেই অহঙ্কারী তপস্বীর সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিদ্যা বিনাশ পাইল। খোদাতায়ালা যাঁহার সম্মান বাড়াইয়া দেন, তাঁহার অসম্মান করিয়া কে কোথায় রক্ষা পাইয়া থাকে? যেমন পারসিক ভাষায় একটি কবিতা আছে—

বয়েত

নামে নেকে রফতাঁ যায়ে মকুন ;
তা বেমানাদ নামে নেকান পারদার।

অর্থ

সুজনের নাম লোপ না কর কখন,
তবে নাম ভবে রবে সর্বক্ষণ।

বীনা ওজুতে বড়পীর সাহেবের নাম লইলে জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হয়

"শারে নছুক" নামক গ্রন্থে দাউদ কিথরি (রঃ) বলিয়াছেন, যিনি ওজুর সঙ্গে পবিত্র হইয়া হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী বলিয়া বড়পীর সাহেবের নাম লইতেন, তিনি সমস্ত দিবস সুখে কাটাইতেন ; আর

যে বিনা ওজুতে অপবিত্র হইয়া ঐ নাম লইত, তাহার জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়া যাইত ! আর "মনাকবে গাওশিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হযরত মাহবুবে ছোবহানীর নামাঙ্কিত "দোওয়া সায়ফাল্লা" তাঁহার বংশধরগণ প্রায় সকাল-সন্ধ্যা পড়িয়া আসিতেছিলেন এবং অনেক লোকও তাহা শিক্ষা করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দী পরে আলস্য করিয়া বিনা ওজুতে অপবিত্র অবস্থায় ও অশুদ্ধ মনে সেই দোয়াটি যাহারা পড়িত, তাহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তখনই ভূতলে পতিত হইত ! এইরূপে শত শত লোক যখন জিহ্বা ও মস্তকহীন হইয়া মারা পড়িতে লাগিল, তখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছালঃ) স্বয়ং আসিয়া বড়পীর সাহেবকে বলিলেন—আবদুল কাদের ! তোমার একি অন্যায় জ্বালালী ফায়েজ (জ্বলন্ত ক্রোধময় শক্তি)? কত শত লোক তোমার দোয়া ও নাম লইতে গিয়া জিহ্বা ও মস্তক কাটা পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে। দেখ, যিনি জগৎ পালক সৃষ্টিকর্তা, তাহার নাম বিনা ওজুতে বা অপবিত্র অবস্থায় শত সহস্রবার লইলেও কাহারও মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয় না ; তুমি অবিলম্বে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ভক্তদের প্রতি করুণার ভাব দেখাও। হযরত পয়গম্বরের কথায় লজ্জিত হইয়া নিজের ভ্রম বুঝিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"হে ভবপারের কাণ্ডারী, দয়ার সাগর রাহমাতুল্লিল্ আলামিন! আমি আপনার কথায় আমার তেজময় মহাশক্তি প্রত্যাহার করিয়া লইলাম, আর কখনও কাহারও মস্তক বা জিহ্বা কোন অবস্থায় কাটা যাইবে না ! তবে যাহারা বিনা ওজুতে অপবিত্র অবস্থায় আমার নাম লইবে, পৃথিবীতে তাহাদের কখনও উন্নতি হইবে না, তাহাদিগকে নানা কষ্টে দিন যাপন করিতে হইবে।"

হযরত বড়পীর সাহেবের গুণের ব্যাখ্যা

"মালাফুজ কোতোবল আবরার" নামক গ্রন্থে শাহাবুদ্দীন (রঃ) বলিয়াছেন—হযরত রাছুলে করিম (ছালঃ)-এর চারিজন প্রধান সহচর বাদে অন্যান্য সহচর অপেক্ষা তিনজন সাধুপুরুষের সম্মান সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রথম—সাধু ওয়েশ করনী; দ্বিতীয়—সাধু শেখ জনেদ বাগদাদী, তৃতীয়—সাধু হযরত বাহ্‌লুলদানা। আর এই তিনজন সাধু অপেক্ষাও উচ্চ সম্মানিত পদ হযরত বড়পীর সাহেবের। কেননা, ইনি সকল সাধুর সম্রাট। জগতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই পর্যন্ত এমন সর্বগুণময় সাধু আর জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত কেহ করিবেও না। তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতাগুণে সমুদয় জগৎবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল; তাঁহার বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ বড়পীর সাহেবের প্রসঙ্গ তুলিয়া সর্বদা গৌরব করিয়া বলিতেন—বনি ইস্রাইল বংশের প্রেরিত পুরুষগণ হইতে আমার উম্মতমণ্ডলীর গৌরব অধিক। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ যখন মিয়ারাজ শরিফ গমন করেন, তখন অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণ একত্রিত হইয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছাঃ)-কে বলিলেন—"আপনি যে আপনার উম্মতমণ্ডলীর সর্বদাই গৌরব করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ আমরা দেখিতে চাই।" তখন হযরত নবী করিম (ছাঃ) অন্য উপায় না দেখিয়া বড়পীর সাহেবের পরমাত্মাকে আহ্বান করেন! আত্মরূপী বড়পীর সাহেব প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটে গিয়া ছালাম করিলে হযরত মুছা (আঃ) তাঁহার ছালামের জওয়াব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে উম্মতে মোহাম্মদী ! তোমার নাম কি?" তিনি বলিলেন—'আমার নাম আবদুল কাদের, পিতার নাম সৈয়দ আবু ছালেহ্, পিতামহের নাম সৈয়দ মোহাম্মদ, তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবু আবদুল্লাহ—এইরূপে সমস্ত পিতৃপুরুষের নাম বলিতে বলিতে আলী করমুল্লা অজহু ও হযরত ফাতিমা খাতুনের নাম পর্যন্ত বলিয়া ফেলিলেন। তখন হযরত মুছা আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন—"তোমাকে তোমার নামমাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তোমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিবার কি আবশ্যকতা ছিল?" আত্মারূপী বড়পীর সাহেব বলিলেন—মহাত্মন্ ! আপনি যখন কোহেতুরে গিয়াছিলেন, তখন আপনাকে করুণাময় অন্তর্যামী বিশ্বপালক কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন—মুছা ! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? আপনি বলিয়াছিলেন—এটা আমার হস্তের একটা যষ্টি ; ইহা দ্বারা আমি পশু চরাই, ইহাতে ভর দিয়া দাঁড়াই ; ছাগলকে বৃক্ষের পত্র পাড়িয়া খাওয়াই এবং ইহা দ্বারা আমার আরও অনেক কার্য হইয়া থাকে। কেন আপনি অন্তর্যামী খোদাতায়ালাকে এতগুলি কার্যের পরিচয় দিয়াছিলেন? (*) তিনি ত অন্তর্যামী, আপনার মনের ভাব সকলই জ্ঞাত ছিলেন। আপনি যে যষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আপনার সেই যষ্ঠির যে গুণ তাহা ত খোদাতায়ালাই দিয়াছিলেন। তবে কি আপনার সে

(*) সূরা তা-হা

বলাবাহুল্য হয় নাই? আমি আপনার সেই ত্রুটি প্রদর্শন করাইবার জন্য আমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছি। কেননা, আপনি একজন মানবমাত্র, ভ্রম-ত্রুটি হইতে নিমুক্ত নহেন। একথা শুনিয়া মুছা নবী বলিলেন—"হে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ। সত্য-সত্যই আপনার উম্মতের গৌরব অধিক।" হযরত বড়পীর সাহেব কি জন্য প্রেরিত পুরুষগণের তুল্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শেখ কামালউদ্দীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

"লাতায়েফ লতিফ" নামক গ্রন্থে শেখ কামালুদ্দীন (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মানব-দানব, দেব-দৈত্য ও অন্যান্য প্রাণী কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, যখন এ পৃথিবী জনশূন্য নীরব নিস্তব্ধ, কাহারও কোথাও চিহ্নমাত্র ছিল না, সেই সময় অনাদি অনন্ত বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তা নিজের মহিমা প্রচার করিবার জন্য মানবগণের আত্মা সৃষ্টি করিয়া তিন পংক্তিতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের পরমাত্মা, দ্বিতীয় কাতারে সাধুপুরুষগণের পরমাত্মা, তৃতীয় কাতারে অন্য অন্য সমুদয় মানবের আত্মা। এইরূপে সকলকে যখন দাঁড় করান হইয়াছিল, তখন স্বর্গীয় দূত বড়পীর সাহেবকে দ্বিতীয় কাতারের সাধুগণের সঙ্গে দাঁড় করাইয়াছিলেন ; কিন্তু বড়পীর সাহেবের আত্মা দ্বিতীয় কাতারে না দাঁড়াইয়া প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের সঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলেন ! তখন স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইয়া আবার দ্বিতীয় কাতারে সাধুদের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া দিলেন। পুনর্বার তিনি প্রথম কাতারে গিয়া পয়গম্বরগণের সহিত যোগ দিলেন। তথা হইতে আবার তাঁহাকে সরান হইল। এইরূপ পাঁচ-ছয়বার স্থান পরিবর্তন করাতে স্বর্গীয় দূত বিরক্ত হইয়া সমুদয় ঘটনা দয়াময় সৃষ্টিকর্তাকে জানাইলেন। তখন করুণাময় খোদাতায়ালা হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে মোহাম্মদ (ছাঃ) ! তুমি তোমার বংশধর আবদুল কাদেরকে দ্বিতীয় কাতারে স্থির হইয়া থাকিতে বল। যেহেতু সে শেষ বিচারের দিনে প্রথম কাতারে তোমাদের সঙ্গে স্থান পাইবে। হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলিলেন—"হে আমার বংশের ধ্রুব নক্ষত্র নয়নের জ্যোতিঃ ! পয়গম্বরী যখন আমা হইতে শেষ, আমার পশ্চাতে আর কেহ প্রেরিত পুরুষ হইবেন না, তখন তুমি কেমন করিয়া প্রথম কাতারে আমাদের সঙ্গে স্থান পাইবে? এখন যাও, খোদাতায়ালার আদেশ মান্য করিয়া দ্বিতীয় কাতারে সাধুদিগের সহিত যাইয়া দাঁড়াও। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, শেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিচার দিবসে সকলের প্রথম কাতারে আমার দক্ষিণ ভাগের পহ্‌লুর নিম্নে মকাম মাহ্‌মুদা নামক উত্তম স্থানে তুমি স্থান পাইবে। হযরত বড়পীর সাহেব সৃজনকালে পয়গম্বরগণের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জগতে তিনি সর্বগুণে গুণময় হইয়াছিলেন।

বড়পীরের নিকট পৃথিবীর চাতুরী করিবার বিবরণ

"এল্‌তাবাসাল আনওয়ার" নামক গ্রন্থে আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ আপন পিতার মুখে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন—হযরত পীর দস্তগীর মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী দয়া-দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদালাপ, ধৈর্য, সহিষ্ণু, পরোপকারিতা প্রভৃতি সকল প্রকার সদগুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও অসাধারণ কেরামত দর্শনে লোকে বিমোহিত হইত। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে তিনি লোকের মন হরণ করিতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলেও তাহার প্রতিশোধ লইতে তিনি উগ্রমূর্তি ধারণ করিতেন না, বরং শান্তভাবে নিজের মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীলতার অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। মহা-পরাক্রমশালী শত্রুকে সুযোগ পাইলেও তিনি ছাড়িয়া দিতেন। নিরাশ্রয় ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। ভক্ত ও শিষ্যগণ তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রই তাহা প্রতিপালন করিতেন। তিনি কোনকার্যে কাহারও সাহায্য লইতেন না এবং কাহারও নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিতেন না। তিনি কখনও ধনী, আমির, বাদশা বা উজিরদিগের সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়াইতেন না বা অত্যন্ত ভক্তি-সমাদর প্রদর্শন করিতেন না এবং তাঁহাদের সভায় উঠা-বসা করিতেও ভালবাসিতেন না। রাজাধিরাজদিগের ঐশ্বর্য দেখিয়া কখনও তিনি ঈর্ষান্বিত হইতেন না এবং তাঁহাদের দর্প তেজ প্রতাপ দেখিয়া ভয়াতুরও হইয়া পড়িতেন না। কোন বাদশা বা উজির তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে হঠাৎ তাঁহাদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়া তখনই বিদায় করিয়া দিতেন। কখনও অর্থশালী কি অহঙ্কারী বাদশাগণের মনরাখা কথা বলিতেন না এবং তাহাদের অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশাও করিতেন না। কখনও ধনবান আমির, উজির বা বাদশার পুরস্কার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না ! কোনও লোক

কোন সময় তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া কুপথগামী করিতে পারিত না। তিনি কখনো করণাময় খোদাতায়ালাকে বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীর মায়াজালে বিজড়িত হন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—'আমি যৌবনকালে একদিন পথে যাইতে যাইতে একটি যুবতীকে দেখিতে পাইলাম, সেই মায়াবিনী আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া উঠিল। আমি মস্তক হেঁট করিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার উপাসনালয়ে আসিয়া দেখি একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক গৃহের জঞ্জালসমূহ দূর করিতেছে। পরদিন প্রাতঃকালে মাদ্রাসায় যাইয়া দেখি সেই মায়াবিনী রমণী মাদ্রাসাগৃহ ঝাড়ু দিতেছে। তখন তাহাকে বলিলাম—রে মায়াবিনী ! তুই কে? সে কহিল—আমি পৃথিবী, তোমাকে ভুলাইবার জন্য প্রত্যহ বেশ পরিবর্তন করিয়া থাকি। আমি তখন তাহাকে বলিলাম—দূর হও পাপীয়সী ঃ সেই দিন হইতে মায়াবিনী পৃথিবী আমার নিকটে আসিতে আর সাহস পাইত না।'

বড়পীর সাহেবের পরিচ্ছদের বিবরণ

"সেরাতল আরফিন" নামক গ্রন্থে মখদুম আশরফজাহান বলিয়াছেন—হযরত মাহবুবে ছোবহানী সময় সময় শত শত ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সাধুপদে অভিষিক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাহারাও সাধুত্ব লাভ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিত। আবুল মজাফ্‌ফার বলিয়াছেন—তাহার দরবারে প্রত্যহ শত সহস্র সাধু-ফকির, গরীব, অনাথ ও নিরাশ্রয় লোক অবস্থান করিত। তিনি তাহাদের সহিত এমন কোমল ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন যে, তাহাতে প্রত্যেকেই মনে করিত, পীর সাহেব সর্বাপেক্ষা আমাকেই অধিক ভালবাসেন। তিনি সর্বদা দরিদ্র লোকের সঙ্গে আহার করিতেন ও তাহাদের সঙ্গে উঠাবসা করিতেন। কেহ কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতেন না ; দাসদিগকে কখনও কড়া কথা বলিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিতেন না। তাহারা কোন ক্ষতি করিলেও তাড়না না করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতেন। কোন দাস দ্বারা অধিক পরিশ্রম করাইয়া লইতেন না, তাহাদের কোন বস্তুর অনটন হইলে সময় সময় নিজ বস্তু হইতে তাহা পূরণ করিতেন। তিনি পার্থিব ভোগবিলাসে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন ; তাঁহার আহার্য ও পরিচ্ছদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ জাঁক-জমকহীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতি অল্পমূল্যের ছিল। তাঁহার জামা মৌলবীগণের পীরহানের মত লম্বা ছিল, কদাচিৎ বেশী মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়া পরিধান করিতেন। কথিত আছে, একবার কোন বণিক বেশী মূল্যের বস্ত্র বাগদাদ অধিপতি সম্রাটের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রের মূল্য অধিক বলিয়া সম্রাট তাহাকে ফিরাইয়া দেন ; কিন্তু সেই বেশী মূল্যের বস্ত্র বড়পীর সাহেব ক্রয় করিয়া পরিধান করেন। কখনও কখনও তিনি গজপ্রতি এক আশরফি মূল্যের কাপড় ক্রয় করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইতেন। আবুল ফজল বজাজ বলিয়াছেন—একদিন হযরত বড়পীর সাহেবের একটি দাস আমার দোকানে আসিয়া গজপ্রতি এক দিনার মূল্যের থান কাপড় চাহিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এত উচ্চমূল্যের বস্ত্র কাহার জন্য চাহিতেছ?" সে কহিল—"আমার প্রভু হযরত বড়পীর সাহেবের জন্য।" তখন আমি মনে মনে বলিলাম—এ কাপড় বাদশা লোকের যোগ্য, ইহা ফকির লোকের পরিধান করা উচিত নয়। তিনি ফকির লোক হইয়া এইরূপ মূল্যবান বস্ত্র ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করেন না? এইরূপ কথা ভাবিতে ভাবিতেই আমার পায়ে সুঁই ফুটিয়া গেল, আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম, সুঁইটি কিছুতেই বাহির হইল না। পরদিন পালকীতে আরোহণ করিয়া পীর-দরবারে যাইয়া পৌঁছিলাম ! তখন বড়পীর সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হে বণিকতনয় আবুল ফজল ! কে আমির কে ফকির, তাহা তোমার অত বিবেচনা করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? আমাকে তোমার এত হেয় জ্ঞান করিবারই বা কারণ কি? তোমার নিজের দোষেই তুমি এইরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছ। ছিঃ, এমন নীচ প্রবৃত্তিকে কখনও মনে স্থান দিও না এবং ফকির লোকের প্রতি কখনও মন্দ ধারণা করিও না।" এই বলিয়া তিনি আমার পদে হাত বুলাইতেই সুঁইটি বাহির হইয়া গেল, জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্তই দূর হইল। শরীর সুস্থ হইল। পীরের দোওয়ায় সুস্থ হইলাম বলিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহার চরণধূলা গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

বড়পীর সাহেবের আহার্যের বিবরণ

আবু আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন—বড়পীর সাহেবের নিজের অধিকারে কিঞ্চিৎ জমি ছিল, তাহা কেবল নিজের জীবিকার জন্য রাখিয়াছিলেন। সেই

জমি স্বয়ং চাকর সঙ্গে লইয়া চাষ করিয়া ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করিতেন। সেই ক্ষেতের সমুদয় শস্য নিজের আহার্যের জন্য রাখিয়া দিতেন। সেই জমির শস্য হইতে প্রত্যহ চারিটি রুটি প্রস্তুত করিয়া উহা হইতে একটি রুটি সহচরদিগকে খাইতে দিতেন ও তিনটি রুটি নিজে আহার করিতেন। বিনা ওজুতে এবং অতিথি ভোজন না করাইয়া তিনি আহার করিতেন না ! প্রতিবেশীগণ কখনও কোন বস্তু তাঁহাকে খাইতে দিলে তিনি তখনই উহা গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে অন্য দ্রব্য খাইতে দিতেন। কিন্তু শুদ্ধ বস্তুর তহফা ব্যতীত অপবিত্র বস্তুর তহফা তিনি গ্রহণ করিতেন না ! যদি কেহ পাঠাইতেন, কি কেহ কোন কাফ্ফারার বস্তু হুজুরকে দিতেন, তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না। উহা ফকির, মিছকিন ও বালকদিগকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য খেদমতগারদিগকে আদেশ করিতেন ! তিনি কখনও উপবাস থাকিয়া দিবারাত্রি কাটাইয়া দিতেন। কখনও চল্লিশ সের আটার রুটি চল্লিশ সের কষা মাংস খাইয়া ফেলিতেন। আবার এমন সময় উপস্থিত হইত যে, সপ্তাহকাল উপবাসে থাকিয়া কিছু না খাইয়াও দিন কাটাইতে হইত, তথাপি কাহারও নিকট কোন বস্তু চাহিয়া খাইতেন না। আহমদ বাগদাদী নামক হুজুরের জনৈক খেদমতগার বলিয়াছেন—এক সময় বড়পীর সাহেব জীবিকা সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া দয়াময় প্রতিপালকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছিলেন। সহসা একজন অপরিচিত লোক আসিয়া এক তোলা স্বর্ণমোহর সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—"এই তোড়ার মোহরগুলি আপনার খরচের জন্য দিলাম।" এই বলিয়া তখনই সেই লোকটি দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। পরে বড়পীর সাহেব আমাদিগকে বলিলেন—"ঐ লোকটি কে জান? উনি স্বর্গীয় দূত। আজ আমি তোমাদের মাহিনা দিবার জন্য চিন্তা করিতেছিলাম, তাই আমার প্রতিপালক আমাকে ঐ মোহর পাঠাইয়া দিয়াছেন ; উহা হইতে তোমাদের বাকী মাহিনা প্রদান করি। সময় সময় অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িলে বড়পীর সাহেব স্বয়ং বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া নিজেই তাহা মস্তকে বহন করিয়া আনিতেন। কোন সময়ে খেদমতগার (গোলাম) পীড়িত হইলে নিজেই হাট-বাজার করিতেন এবং গেহু পিষিয়া আটা বাহির করিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইতেন। অতিথি সৎকার তিনি নিজেই করিতেন, তাহাদের জন্য কাহাকেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তিনি দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও মাংস অধিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভালবাসিতেন। সর্বদা বিনা লবণে তিনি খাদ্যাদি আহার করিতেন। কাহাকেও কোন বস্তুর জন্য অধিক কষ্ট দিতেন না। তিনি একবার সাত পয়সার মিঠাই আনিতে সাতজন বালককে বাজারে পাঠাইয়া নিজে পথের ধারে তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। বালকেরা ফিরিয়া আসিলেই তিনি সকলের মস্তকে হাত বুলাইয়া দোওয়া করিয়াছিলেন।

হযরত বড়পীর সাহেবের তপস্যা করিবার বিবরণ

আদর্শ সাধুপুরুষ হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী শরি্য়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত এই চারি প্রকার বিদ্যায় বিদ্বান এবং ছালেহিন সাধুপুরুষদিগের মধ্যে সর্ববিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত উপাসনা সমাধা করিবার জন্য প্রত্যেকবারই ওজু করিয়া লইতেন ; কিন্তু চল্লিশ বৎসরকাল পর্যন্ত এক ওজুতেই রাতের ও প্রভাতের নামায পড়িয়াছিলেন। সমস্ত রজনী নিদ্রাহীন অবস্থায় বিশ্বপালক খোদাতায়ালার অর্চনা-আরাধনায় নিরত থাকিতেন। অষ্টাদশ বৎসর পর্যন্ত একপদে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ পবিত্র কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ পাঠ করিতেন। শেষরাতে দ্বাদশ রাকাত তাহাজ্জদ নামাযে কুরআন খতম করিয়া প্রত্যুষে দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িয়া এই দোয়া পাঠ করিতেন—**আল মহিতোল আলমোল হাছিবো আল্ গায়েবো আল্ খালেকোর্ রাব্বিয়ো আল্ মোচ্ছাব্বেরো।** ইহা বার বার পাঠ করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া শূন্যভরে আকাশে উড়িয়া যাইতেন এবং আকাশ হইতে নিম্নে নামিয়া খোদাতায়ালাকে প্রণিপাত করিতেন। পরে সকালে ফজরের নামায সমাধা করিয়া কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া অজিফা ও অন্যান্য জেকের উপাসনায় লিপ্ত হইতেন। তিনি রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ পড়িয়া তৎপরে 'চেহেল আসমা' দোওয়া তিনশত ষাট বার এবং দোওয়া শাফি, দোওয়া বানতাহা আজমত, দোওয়া বানতাহা আতরব, দোওয়া সায়ফোল্লাহ পড়িতেন। চাশত্ নামায সমাপন করিয়া আজমতে কবির নামক দোওয়া বারো বার পাঠ করিতেন ! জোহরের নামায পড়িয়া দরুদ তাজ, দরুদ আকবর, খোদাতায়ালার নিরানব্বই নাম ও হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর নিরানব্বই নাম পাঠ করিতেন। যখন তিনি যোগবলে মোয়াহেদ মোকাম তৌহিদ নামক স্থানে পৌছিতেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত

না—তিনি অদৃশ্য থাকিতেন। সেই সময় তিনি না খোদা, না তাহা হইতে পৃথক ; না স্বর্গীয় দূত, না দেব-দৈত্য ; না দানব, না মানব ; না মারিফতে, না শরিয়তে ; না গোপনে, না প্রকাশ্যে ; না স্বর্গে, না নরকে ; না আলোকে, না অন্ধকারে ; না আকাশে, না পৃথিবীতে ; না গৃহে, না বাহিরে ; না বসিয়া, না দাঁড়াইয়া ; না ইসলামে, না কুফরিতে ; না মুসলমান, না হিন্দু ; না অর্চনায় ; না বিস্মৃতিতে অবস্থান করিতেন। তাঁহার তৎকালীন অবস্থা কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। খোদাতায়ালা ব্যতীত কাহারও সাধ্য নাই যে, তাঁহার জীবনের রহস্য ঠিক বুঝিতে পারেন। এই বিষয়ে আল্লাহতায়ালাই সর্বজ্ঞ ! হযরত বড়পীর সাহেব সর্বদা এই দোওয়া করিতেন—

আরবী দোওয়া

কুতা কোলুবোল মোছাকিনা লা হাওলা ওয়ালা
কুওয়াতা কোলুবোল আশেকিন
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো

হযরত বড়পীর সাহেবের অন্তিমকাল

"বেলেজাতল আসরার" নামক গ্রন্থে শেখ শাহাবুদ্দীন সহরদ্দিন বলিয়াছেন—হিজরীর পাঁচশ একষট্টি সালে রবিউল-আউয়াল মাসে হযরত বড়পীর সাহেব কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দিনে দিনে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল ; তিনি নিজের অন্তিমকাল নিকটবর্তী বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। পরবর্তী রবিয়স্সানি মাসে শুক্রবার দিবস হইতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে শত শত সাধু-দরবেশ, ধনী-নির্ধন, আলেম-পণ্ডিত, জ্ঞানী ও শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার চুতষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন ! কেহ বা অঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, কেহ বা পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন, কেহ বা পীরের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"হায় ! এইবার বুঝি হযরত আমাদিগকে জন্মের মত শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবেন। তিনি শিষ্যগণের কাতর বচনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি জগতের সকল লোক হইতে নির্ভয়ে আছি ; এমনকি মৃত্যুপতি আজরাইলকেও ভয় করি না। তৎপরেই আবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিলেন—তোমরা স্থান প্রশস্ত কর, সতর্ক হও, নিঃশব্দ হইয়া আদবের সহিত উপবেশন কর। আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, দয়াময় অনুগ্রহের দ্বার মুক্ত করিয়াছেন। আমার সাক্ষাৎলাভ করিবার জন্য দলে দলে স্বর্গীয় দূত আসিয়াছেন। ঐ দেখ, প্রেরিত পুরুষগণ একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন—**ওয়া আলায়কা আচ্ছালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ওয়া গফারাল্লাহো ওয়া লাকুম ওয়াতাবা আল আলায়কুম।**

সন্তান ও শিষ্যগণের প্রতি বড়পীর সাহেবের অন্তিমকালে উপদেশ দান

"আনওয়ার আহমদী" গ্রন্থে বড়পীর সাহেবের অন্তিমকালে সৈয়দ আবদুল ওহাব বিনয় বচনে পরম পূজনীয় পিতৃদেবকে বলিলেন—"পিতঃ ! এই হতভাগ্য সন্তানদিগকে শেষ উপদেশ দান করুন।" তখন তিনি বলিলেন—বৎসগণ ! আমি অন্তিম সময়ে তোমাদিগকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ! ভ্রমেও কখনও পাপপথে পদার্পণ করিয়া নরকের দিকে অগ্রসর হইও না ! অনিত্য সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সঞ্চিত সৎকর্ম নষ্ট করিয়া পরকালের সম্বল জলাঞ্জলি দিও না। ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে প্রকাশ্য ও গোপনে করুণাময় সৃষ্টিকর্তার অর্চনা-উপাসনা করিবে এবং নির্দিষ্ট পাঁচবার নামায পড়িয়া শরীয়তের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে। সেই সর্বনিয়ন্তা খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিও না ! জীবনের আশা-ভরসা সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, অভাব-অভিযোগ, আপদ-বিপদ যখন যাহা ঘটিবে তাহা তাঁহার উপরেই নির্ভর করিও। আপদে-বিপদে পড়িয়া কখনও তাঁহার অংশী স্থাপন করিও না ! কেননা, তিনি অংশীহীন, এই একেশ্বর ধর্মপ্রচার করিতেই পীর-পয়গম্বর, মুনি-ঋষি ও প্রকৃত আলেমগণ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি কেহ আমার অছিলায় খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করে—অবশ্য দয়াময় দয়া করিয়া তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। যখন ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে, তখন একান্ত ভক্তিসহকারে দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া সূরা এখলাছ এগারবার, দরুদ শরিফ এগারবার পাঠ করিয়া আমার নাম এগারবার বলিতে বলিতে এগার পা ইরাক

অভিমুখে গমন করিবে, পরে আল্লাহতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিবে যে, হে দয়াময় সৃষ্টিকর্তা ! আমার বাসনা পূর্ণ করুন। তাহা হইলে অবশ্যই কৃপাময় কৃপা করিয়া তাহার আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ আমার নামে কোন বস্তু মানত করে, কিংবা আল্লাহ ব্যতীত আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে সে মহাপাপী ও অংশীবাদী হইয়া নরকগামী হইবে।

হযরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন

"তওয়ারেখ আওলিয়া" নামক গ্রন্থে শেখ আবুল ফতে বাগ্‌দাদী বর্ণনা করিয়োছেন যে, রবিবার অন্তে সোমবারের রাত্রিতে এশার সময় বড়পীর সাহেব তদীয় পুত্রগণকে, তাঁহাকে গোছল করাইয়া দিতে বলিলেন, অবিলম্বে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তিনি অবগাহন ও ওজু করিয়া এশার নামায সমাপন করিয়া দীর্ঘকাল ছেজদায় অতিবাহিত করিলেন ; অতঃপর নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি পাঠ করিলেন—

আরবী প্রার্থনা

আল্লাহোম্মাগ ফেরলে উম্মাতে মোহাম্মাদেও
ওয়া আরহেম উম্মাতে মোহাম্মাদেও
ওয়া তাজাবেজ আন উম্মাতে মোহাম্মাদেন
ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম।

"হে করুণাময় সৃষ্টিকর্তা ! হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর উম্মতগণের অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাদের প্রতি দয়াবারি বর্ষণ করুন। দয়াময় আল্লাহ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন—হে প্রিয় সখা ! তোমার অন্তিমকালের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া হযরত মোহাম্মদ (ছালঃ)-এর উম্মতগণের পাপ ক্ষমা করিয়া দিলাম (*)। ইহার কিছুক্ষণ পরেই আজরাইল (আঃ) আসিয়া একটি খামবন্ধ পত্র সৈয়দ আবদুল ওহাবের হস্তে সমর্পণ করিলেন ! তিনি উহা পাঠ করিয়া পিতার সম্মুখে ধরিলেন। উহাতে আরবী অক্ষরে খোদাতায়ালার এই পবিত্র মহাকাব্য লেখা ছিল

হাজাল মাকনুবো মেনাল মোহেব্বে এলাল মোহবুবে। অর্থাৎ

(*) যাঁহারা হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রকৃত উম্মত তাঁহারাই মুক্তি পাইবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রেমিকের পত্র প্রেমাস্পদের নিকট প্রেরণ করিলাম ! হে বন্ধু ! বিচ্ছেদ হইতে শান্তিলাভ করিতে—বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইতে সত্বর আগমন কর। তিনি এই পত্রখানি পাঠ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতির্ময় পবিত্র মুখমণ্ডল ধীর প্রশান্তভাব ধারণ করিল। একবারমাত্র তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দুরন্ত আজরাইলকে কি ইঙ্গিত করিলেন, তখনই আজরাইল হযরত বড়পীর সাহেব সম্বন্ধে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। তিনি মহাবচন পাঠ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। পাঁচশত একষট্টি হিজরীর রবিয়স্‌সানি মাসের একাদশ তারিখে সোমবার দিবস প্রাতঃকালে একানব্বই বৎসর বয়সে জগতের শান্তিদাতা আদর্শ মানব, পীরকুল গৌরব বড়পীর সাহেব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পুত্র-পৌত্র ও শিষ্যগণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। "**ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।**" তাঁহার পরলোকগমনে সমুদয় আরব ও আজমবাসী শোকে অধীর হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অবশেষে সৈয়দ আবদুল ওহাব পিতার শবদেহ গোছল করাইয়া সুগন্ধী দ্রব্যে সুবাসিত করিবার পর শুভ্রবস্ত্রে ঢাকা দিয়া বাগ্‌দাদ নগরেই সমাধিস্থ করিলেন। অদ্যাবধি জগতের সকল দেশ হইতে সাধুগণ সেই সমাধিস্থান জিয়ারত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ সেই পবিত্র মহাপুষের কবর জিয়ারত না করে তখনই তাহার সাধুত্ব লোপ পায়।

হযরত বড়পীর সাহেবের সন্তান-সন্ততিগণের বিবরণ

'বেহেজাল আসরার' নামক গ্রন্থে শেখ শাহাবুদ্দীন সহরদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায়হে লিখিয়াছেন—হযরত বড়পীর সাহেবের বাইশটি কন্যা ও দশটি পুত্রসন্তান ছিল। প্রথম পুত্র সৈয়দ আবদুল ওহাব তিনি পাঁচশত বাইশ হিজরীর শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং একাত্তর বৎসর জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার অপর নাম শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লা। দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ শরফুদ্দীন ; ইনি পাঁচশত তিয়াত্তর হিজরীতে পরলোকগমন করেন। তৃতীয় পুত্র সৈয়দ শামসুদ্দীন ; ইনি পাঁচশত আটান্ন হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ সিরাজুদ্দীন ; ইনি পাঁচশত তিয়াত্তর

হিজরীর সতেরই শাবান তারিখে সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া অক্ষয় জান্নাত লাভ করেন। পঞ্চম পুত্র সৈয়দ আবদুর রেজ্জাক, পাঁচশত আটাশ হিজরীতে ইঁহার জন্ম হয় ; আর পাঁচশত তেত্রিশ হিজরীর ৬ই শওয়াল তারিখে ইনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ পুত্র সৈয়দ ইব্রাহিম, ইনি বাগদাদ নগরে ছয়শত হিজরীর পঁচিশ জেলকদ তারিখে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহার অপর নাম আবদুল হক। সপ্তম পুত্র সৈয়দ আবদুল্লাহ। ইঁহার অপর নাম আবদুর রহমান। ইনি পাঁচশত তেতাল্লিশ হিজরীতে ভূমিষ্ঠ হন ; সাতাশ বৎসর জীবিত থাকিয়া পাঁচশত সত্তর হিজরীর একুশে শফর নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। অষ্টম পুত্র হযরত আবুল ফজল সৈয়দ মোহাম্মদ ; ইনি ছয়শত হিজরীর সাতাশে রমযান তারিখে বাগদাদ নগরে মৃতুমুখে পতিত হন। নবম পুত্র সৈয়দ এহিয়া (রঃ) ; ইনি পাঁচশত উনপঞ্চাশ হিজরীর ৬ই রবিয়ল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ছয়শত হিজরীতে পবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। দশম পুত্র সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আবুনসর ; ইনি পাঁচশত পঞ্চান্ন হিজরীর রবিয়ল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। দামেস্কে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি ছয়শত একাদশ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে দামেস্ক শহরেই পরলোক গমন করেন। ঐ মহাত্মার বংশ হইতেই অদ্যাবধি জগতে বড়পীর সাহেবের বংশাবলী অনেক স্থানে রহিয়া গিয়াছেন, ঐ বংশের সাধু মহাত্মাগণকে আমার শত শত ছালাম।

বড়পীর সাহেবের হস্তে মন্‌কির-নকির বন্দী

"আকতাবাল আসরার" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ্ আলায়হের রূহ নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে শত শত সাধুপুরুষ দেশ-বিদেশ হইতে তাঁহার কবর জিয়ারত (ভক্তি-প্রদর্শন) করিতে আসেন। একজন মহাপরাক্রম মারিফতী মহর্ষি বিদেশ হইতে আগমন করিয়া হযরত বড়পীরের সমাধি জিয়ারত করিয়া রাত্রিকালে সমাধিস্থলেই শয়ন করিয়াছিলেন। আবু মোহাম্মদ বোস্তামী (রঃ) বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি সাধুপুরুষ রজনীতে স্বপ্নযোগে বড়পীর সাহেবকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হুজুর ! আপনি মন্‌কির ও নকির নামক স্বর্গীয় দূত দ্বয়ের প্রশ্ন হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইলেন ?" একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—"হে সাধু ! এইরূপ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিজ্ঞাসা না করিয়া বরং আমাকে জিজ্ঞাসা করুন—মন্‌কির ও নকির ফেরেশতাদ্বয় কেমন করিয়া আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল?" তখন সেই মহাতপস্বী সাধুপুরুষ বলিলেন,—"মহাত্মন্। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার অসাধারণ ঐশী-শক্তির বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত না থাকায় আমি আপনাকে ঐরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এখন অধমের প্রতি সদয় হইয়া বলুন যে, আপনার হাত হইতে সেই সুচতুর প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয় কি প্রকারে রক্ষা পাইল?" বড়পীর সাহেব বলিলেন—"ভ্রাতঃ! মৃত্যুর পর ইহা বড়ই কঠিন সময়! কেননা, পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় লোক-বল, অর্থ-বল সকলই পাওয়া যায়। আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সকলেই চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া থাকে। কিন্তু মৃতকে কবর মধ্যে রাখিয়া আসিলে সেই নির্জন অন্ধকারময় কবর গৃহে তাহার কেহই সাহায্যকারী থাকে না ; উহা কি ভয়ানক সময়! যাহা মনে হইলে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। যখন আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এই কবর মধ্যে আমায় একাকী রাখিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল, তখন প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণপূর্বক তর্জন গর্জন করিতে করিতে কবর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'মান রাব্বোকা তোমার প্রতিপালক কে? মান নাবীয়োকা, তোমার পয়গম্বর কে? মান দ্বীনোকা, তোমার ধর্ম কি?' আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম—"তোমরা কি মুসলমান—না অন্য কোন ধর্মাবলম্বী! তখন তাহারা উভয়েই বলিল—আমরা মুসলমান বৈ কি? আমি বলিলাম—"মুসলমানের লক্ষণ কি? প্রথম ছালাম করা ; দ্বিতীয় মোছাফা করা ; পরে অন্য কথা বলা, তোমাদের মধ্যে দুইয়ের একটাও দেখিলাম না। তবে কেমন করিয়া বুঝিব যে, তোমরা মুসলমান? এমন প্রথা কি আছে যে, বিনা ছালামে, বিনা মোছাফায় মোমিন হইয়া মোমিনের সঙ্গে কথাবার্তা কহে!" তখন তাহারা আমার কথায় লজ্জিত হইয়া অগ্রে ছালাম করিয়া পরে মোছাফা করিল। আমি অমনি দুইজনের হাত ধরিয়া বলিলাম—"হে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয়! প্রথমে তোমরা আমার সওয়ালের জবাব দাও, পরে তোমাদের প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।" তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া করজোড়ে বিনয় বচনে আমাকে বলিল—"আচ্ছা কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন।" আমি তাহাদিগকে বলিলাম—যখন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আদিপুরুষ হযরত আদম আলায়হেচ্ছালামকে সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া তোমাদিগকে পবিত্র বচনে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফাতান।

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাইব (*)। তখন তোমরা বলিয়াছিলে,—"তুমি কি এমন সব লোক সৃজন করিবে যাহারা শান্তি-ভঙ্গ ও রক্তপাত করিবে? আমরা তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকি ও তোমার পবিত্রতা স্বীকার করি।" খোদাতায়ালাকে যখন তোমরা এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলে, তখন তোমাদের এই কথা কি অত্যন্ত আহাম্মকীর পরিচয় হয় নাই—এই কথায় তোমাদের অপরাধ অহঙ্কার ও মাৎসর্য প্রকাশ পায় নাই কি? প্রথমতঃ—তোমরা মনে করিয়াছিলে যে, খোদাতায়ালা তোমাদের পরামর্শ লইয়া কার্য করিবেন, তজ্জন্যই তিনি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি অত্যন্ত জ্ঞানময় ; যিনি নিজের একটি কথা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কখনও কাহারও পরামর্শ লইয়া কার্য করেন না, এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কেবল তোমাদের মন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—তোমরা আপনাদিগকে উত্তম এবং সকল মানবকে বিবাদকারী, অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু বলিয়া স্থির করিয়াছিলে, কিন্তু তোমরা ইহা বুঝিলে না যে, মানবগণের মধ্যে এমন অনেক লোক হইবে, যাহারা সাধুতায় তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ—তোমরা এইরূপ অনুমান করিয়াছিলে যে, জ্বেনেরা যখন পৃথিবীতে সৃষ্টি হইয়া অত্যাচারী হইয়াছিল, তখন আমাদের বংশধরগণও খোদাতায়ালার অর্চনা না করিয়া অত্যাচার করিয়া বেড়াইবে। যখন তোমরা এইরূপ চিন্তা করিয়া অনন্ত জ্ঞানময় খোদাতায়ালার জ্ঞান অপেক্ষা নিজেদের জ্ঞান অধিক ভাবিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে এই পবিত্র বচনের দ্বারা সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন।

আয়েত

কালা ইন্নি আলামো মালা তা'লামুন

অর্থাৎ—নিশ্চয় আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানিতে পার নাই! যখন তোমরা প্রভু কর্তৃক এইরূপ জ্ঞানময় বাণী প্রাপ্ত হইলে তখন তোমরা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলে। কেমন, এ কথা সত্য নহে কি? এখন

---

* ছুরা বকর চার রুকুর প্রথমে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমরা আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিলে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমার নিকট হইতে আবশ্যই পাইবার দাবী করিতে পার। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি কখনই তোমাদের হাত ছাড়িয়া দিব না। মনকির ও নকির আমার মুখে এইরূপ নিজেদের পূর্বেকার কথা শুনিয়া যারপর-নাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল এবং তাহারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সওয়ালের জবাব দিবার জন্য বুদ্ধি খাটাইয়া দেখিতে লাগিল। কোনরূপে তাহাদের মাথায় আমার কথার উত্তর যোগাইল না বলিয়া তাহারা শেষে হাত হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সমস্ত বুদ্ধি পলকেই লয় পাইয়া গেল। অবশেষে সকল দিকেই নিরুপায় হইয়া তাহারা মনোকষ্টে সজলনেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহাদের তখনকার সে অবস্থা দর্শন করিলে সত্য সত্যই মনে হইত, না জানি ইহারা কত অপরাধে অপরাধী হইয়া আজ চোরের মত বন্দী। তাহারা আদিপুরুষ হইতে এযাবৎকাল সর্বত্র প্রত্যেক মৃতব্যক্তিকেই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া আসিতেছিল, তাহারা একদিনের জন্যও এমনভাবে কাহারও হস্তে বন্দী হয় নাই এবং এইরূপ দুর্দশা সংঘটিত হইবে বলিয়া স্বপ্নেও তাহারা মনে করে নাই! আমার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা একটি বুদ্ধি খাটাইয়া আমাকে কহিল—"কেবল আমরা দুইজনে ত এই কথা বলি নাই, আমরা সমস্ত ফেরেশতা একত্রিত হইয়া বলিয়াছিলাম। তবে কেমন করিয়া দুইজন এই কথার জবাব দিতে পারি? এখন আমাদের দুইজনকে ছাড়িয়া দিন, একটু পরে সকলের নিকট হইতে জানিয়া আসিয়া আপনার কথার ঠিক উত্তর দিব।" আমি তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলাম—"তোমরা যদি ফিরিয়া না আইস তখন আমি তোমাদের দেখা পাইব কোথায়? তবে এই পর্যন্ত করা যাইতে পারে, একজনকে ছাড়িয়া দিতেছি, সকলের পক্ষ হইতে জবাব আনিয়া দাও।" তাহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল, আমি মনকিরকে ছাড়িয়া দিলাম। সে তখনই ঊর্ধ্বে গিয়া সকল ফেরেশতার নিকটে উক্ত প্রশ্ন প্রকাশ করাতে তাহারা প্রমাদ গণিয়া পূর্বকর্মের ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিল ; কেহই তাহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন মনকির দয়াময় খোদাতায়ালাকে জানাইল—"হে অনাদি অনন্ত অন্তর্যামী! এই দায় হইতে রক্ষা করুন, আজ আপনার দূতগণ বিষম সমস্যায় পতিত। নিরুপায়দিগকে মানব-হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করিয়া দিন।" তখন

দৈববাণী হইল—"তোমরা আদিমানব আদমের প্রতি সেই সময় যে কথায় আপত্তি করিয়া অপরাধী হইয়াছিলে, তাহা আজ তাঁহার বংশধর তাপসপ্রবর বড়পীর সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন ; এখন তোমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, তিনি যে পর্যন্ত তোমাদিগকে ক্ষমা না করিবেন, সে পর্যন্ত তোমাদের সকলেই দায়ী হইয়া থাকিবে।" অনন্তর সমস্ত স্বর্গীয় দূত একে একে আমার নিকটে আসিয়া করযোড়ে দন্ডায়মান হইয়া নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া অপরাধ মার্জনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল! আমি হঠাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা না করায় দয়াময় খোদাতায়ালার আদেশ হইল—"হে সখা! আমার ফেরেশতাগণকে ক্ষমা করিয়া দাও"। আমি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সৃষ্টিকর্তার নিকটে দাবী করিয়া বলিলাম—"দয়াময় করুণাসিন্ধু। আজ উপযুক্ত সময় পাইয়াছি! অগ্রে আপনি স্বীকার করুন যে, মন্‌কির-নকির প্রশ্নকারী দ্বয়ের প্রশ্ন হইতে আমার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্যগণকে এবং তাহাদের বংশধরগণকেনিরাপদ রাখেন, তাহা হইলে আমি এখনই উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব।" তখনই প্রত্যাদেশ হইল—"হে সখে! তোমার প্রার্থনা স্বীকার করিলাম, এখন উহাদের অপরাধ মার্জনা করিয়া দাও।" তখন আমি ফেরেস্তাদ্বয়ের পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহাদের আর পূর্বকর্মের ফল ভোগ করিতে হইল না, উভয়েই মুক্তিলাভ করিল!

হযরত বড়পীর সাহেব কবর হইতে উত্থিত হইয়া তিনশত একজন লোককে মুরিদ করেন

"আখিয়ারাল আওলিয়া" নামক গ্রন্থে শেখ আবুল ফাতেহ (রঃ) বলিয়াছেন—দামেস্কের অধিবাসী একজন ধনাঢ্য বণিকের বাসনা ছিল যে, তিনি বড়পীর সাহেবের হস্ত স্পর্শ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন এবং পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়া লইবেন ; কিন্তু বাণিজ্য-কার্যে লিপ্ত থাকায় নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া তাঁহার এই সংকল্প সাধনে ক্রমাগত বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে বড়পীর সাহেব যে দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। কিছুদিন পরেই বণিকপ্রবর সংসারকার্য হইতে অবসর পাইয়া আপন দলবলসহ বাগদাদ শরিফে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি লোকমুখে বড়পীর সাহেবের মৃতু-সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার মাজার শরিফ জিয়ারত করিবার জন্য সমাধিস্থলে প্রবেশ করিয়া কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হইল না ; কাজেই তাঁহার সঙ্গিগণ মাজার শরীফেই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইল! বড়পীর সাহেব বণিকের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কবর হইতে উত্থিত হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। তখনই বণিকপ্রবর চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া হুজুরকে ছালাম করিয়া দাঁড়াইলে হযরত বড়পীর সাহেব তাঁহার হস্ত ধরিয়া (তাঁহাকে) মারিফত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিলেন। অনন্তর একে একে বণিকদলস্থ সমুদয় লোক হযরতের হস্তে হস্ত দিয়া মুরিদ হইয়া গেল। এইরূপে বণিকসহ তিনশত একজন লোককে মুরিদ করিয়া তাহাদিগকে ঐশ্বরিক জ্ঞানে বিভূষিত করিয়া বিদায় করিলেন। পাঠকগণ! নিশ্চয় জানিবেন, সাধুপুরুষগণ খোদাতায়ালার নিকট প্রকাশ্য জীবিত, তবে পৃথিবীর লোকের নিকট অপ্রকাশ্য—অগোচর।

একজন মহাপাপী বড়পীরের কবরের জঞ্জাল অপসারণ করিয়া মন্‌কির-নকিরের হস্ত হইতে রক্ষা পায়

'সরে নছুজু' নামক গ্রন্থে শেখ আবু সৈয়দ বিলুলি বর্ণনা করিয়াছেন—বাগ্‌দাদ নগরে একজন মহাদুর্দান্ত গুণ্ডা বাস করিত। পাপকার্য ব্যতীত তাহার অন্য কোন কার্য ছিল না। সে সর্বদাই ভীষণ ঘৃণিত দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকিত ; এমন কি, সুরাপান, পরদাহরণ চৌর্য-দস্যুতা ইত্যাদি কোন কার্যই তাহার বাদ যাইত না। নামায-রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি সৎকর্ম সে জীবনে কখনও করে নাই। যদিও সে মুরিদ হয় নাই, তথাপি হযরত বড়পীর সাহেবের উপর তাহার যারপরনাই ভক্তি ছিল। সেই পাপী যখনই কোন কার্যে গমন করিত, তখনই স্নান করিয়া পীরের মাজার শরিফে গিয়া সেইস্থানেই পতিত বৃক্ষের পাতা-জঞ্জাল ইত্যাদি সাফ করিয়া দিত। এইভাবেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে একদিন সে কালের

করাল গ্রাসে পতিত হইল। গ্রামবাসীগণ যথারীতি তাহাকে কবর দিয়া আসিলে মন্‌কির ও নকির ফেরেশ্‌তাদ্বয় তর্জন-গর্জন করিতে করিতে বিকট মূর্তি ধারণপূর্বক কবর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"হে মানব তনয়! তোর প্রতিপালক কে? সে কহিল—যিনি সমুদয় জীবগণকে প্রতিপালন করেন, তিনিই আমার পালনকর্তা। পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইল—"তোর নবী কে? উত্তর হইল—"আবদুল কাদের জ্বিলানী।" বিপরীত উত্তর শুনিয়া ফেরেশতাদ্বয় অবাক হইয়া রহিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন—তোর ধর্ম কি? সেই পাপী ধর্ম কাহাকে বলে জানিত না, তবে ধর্ম প্রচারক বড়পীর সাহেবকে জানিত। তাই সে উত্তর দিল—"আবদুল কাদের জ্বিলানী।" তখন ফেরেশতাদ্বয় তাহার বিপরীত উত্তর শুনিয়া কঠিন শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিলেন! অমনি বিশ্বনিয়ন্তা জগৎপিতা অন্তর্যামী কৃপাময় করুণাসিন্ধু তাহাদিগকে কহিলেন—"ক্ষান্ত হও, ঐ ব্যক্তি সত্যসত্যই শান্তি পাইবার উপযুক্ত পাত্র বটে। কেননা, সে কখনও কুকর্ম ব্যতীত সৎকর্ম করে নাই, তবে সে আমার সখা আবদুল কাদের জ্বিলানীর পরম ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত। সে জীবিতকালে তাহার এই ভক্তি ও অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। সে নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হয় নাই ; তজ্জন্য তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াদিলাম। তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া স্বর্গীয় সুখ-সম্পদে পূর্ণ করিয়া দাও। দয়াময়ের অনুগ্রহে তখনই মহাপাপীর কবর বেহেশতের ভিতরে বিভূষিত হইয়া গেল। অতএব বুঝা গেল যে, ভক্তিতেই মুক্তি পাওয়া যায়।

সৈয়দ মখদুম সাহেবের গুপ্তবিদ্যা বিনষ্ট হয়

'রোসালাতল আউলিয়া' নামক গ্রন্থে সৈয়দ হাসেম আলুই বিজাপুরী রহমাতুল্লাহে আলায়হে বর্ণনা করিয়াছেন—মখদুম বান্দাহ নওয়াজ সাহেব শরিয়ত, তরিকত, হকিকত, মারিফত—সকল প্রকার বিদ্যায় মহাবিদ্বান ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত গুলবর্গা শরিফে। একদিন হযরত মখদুম সাহেব আপনার কক্ষে বসিয়া শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য লোকজনসহ কথোপকথন করিতেছিলেন। তথায় নানা দেশের নানা পীর সাহেবের গুণালাপ হইতেছিল। এক একজন এক এক দেশের সাধুর বিষয় বর্ণনা করিয়া মজলিস গোলজার করিয়া তুলিতেছিলেন। সেই মজলিসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একজন বাগদাদ নিবাসী দেশ পর্যটক মুন্সী বসিয়াছিলেন। তিনিও পরম উৎসাহের সহিত হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেবের আশ্চর্য কেরামতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বড়পীর সাহেবের কেরামতের কথা শুনিয়া হযরত মখদুম সাহেব তাহাকে বলিলেন—বাপু হে! তুমি ত অজ্ঞলোক ; সাধুগণের চরিত্রের সকল বিষয় সম্যক বুঝিতে পারা তোমার সাধ্যাতীত। বড়পীর সাহেব তাঁহার সময়ে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ; কিন্তু এই সপ্তম শতাব্দীতে আমি যে সাধুতায় সর্বশ্রেষ্ঠ এই কথা সর্ববাদী সম্মত।" যেমন তাঁহার মুখ হইতে এই কথাটি উচ্চারিত হইল, অমনি তাঁহার আলোকিত অন্তঃকরণ নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন অমানিশীথিনীর ন্যায় দৈব-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এবং মুহূর্ত মধ্যে বহুকষ্টে উপার্জিত অমূল্য ফকিরী ধন লোপ পাইল। তিনি মণিহারা ফণীর ন্যায় মনোকষ্টে অন্ধকারে ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। মদ্‌গর্বী সাধু মখদুম সাহেব সর্বস্বহারা হইয়া হায় ! হায় ! করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় গেলে যে তাঁহার চিত্তের শান্তি হইবে, বিলুপ্ত বিভব ফিরিয়া পাইবেন, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আপন দীক্ষাগুরু হযরত রৌশন-জমির নাসিরুদ্দিন চেরাগে দেহলী রহমাতুল্লাহ আলায়হের নিকট যাইবার ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনেক দিন পর দিল্লী আসিয়া আপন দুর্দশার কথা পীর সাহেবের নিকট বর্ণনা করিলেন। হযরত নাসিরুদ্দীন চেরাগ দেহলী বড়পীরের স্থানে মখদুম সাহেবের বেয়াদবীর কথা শুনিয়া প্রথমে কাঁপিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করিয়া বলিলেন—"আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, তোমার সাহায্যের জন্য বড়পীর সাহেবকে কিছু বলিতে পারি। তবে তোমার ছোপারেশের জন্য আমার পীর সোলতানল মশায়েখ নিজামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহ আলায়হের নিকটে নিবেদন করিতেছি।" এই বলিয়া শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জন কক্ষে বসিয়া ধ্যানযোগে (মোরাকেবায়) আপন পীর নিজামুদ্দীন সাহেবকে আহ্বান করিলে তাঁহার পরমাত্মা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সকল ঘটনাই বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা একটা উপায় স্থির করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি প্রেরিত পুরুষ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ)-কে সাধনাবলে তথায় আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"হে অকুলের কান্ডারী ভবপারের কর্ণধার!

মখ্‌দুম বান্দাহ্ নওয়াজের উপায় কি হইবে বলুন?" তিনি বলিলেন—'বড়পীর সাহেবকে এই বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিতে আমি পারিব না। তবে আমার স্নেহের তনয়া জগজ্জননী ফাতিমা খাতুনকে আহ্বান করিতেছি।' আহ্বান মাত্র জগজ্জননী ফাতিমা বিবির আত্মা তথায় উপস্থিত হইল ; হযরত রাছুলুল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন—"মা ফাতিমা! তোমার বংশধর নরকুল চূড়ামণি আবদুল কাদের জ্বিলানী অবশ্যই তোমার কথা রক্ষা করিবেন। তাহাকে অনুরোধ করিয়া অপরাধী মখ্‌দুমের অপরাধ মার্জনা করাইয়া দাও!" হযরত ফাতিমা (রঃ) পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য বড়পীর সাহেবকে আহ্বান করিলে তিনি তখনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পবিত্র পুরুষগণের আত্মা একত্র মিলনের কি মনোহর ভাব ধারণ করে। পাঠক! এই স্বর্গীয় দৃশ্য একবার কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ করুন! যে পূর্ণচন্দ্রের মধুর বিকাশে জগতে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়, নিখিল চরাচর হর্ষে বিভোর হইয়া হাসিয়া উঠে, সেইরূপ বহুসংখ্যক পূর্ণচন্দ্র এককালে উদিত হইলে সে যে কি সুন্দর দৃশ্য হয়, তাহা কে কল্পনা করিতে পারে। ধন্য তাপসকুল চূড়ামণি নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহ্‌লী! তুমি ধন্য! তুমি জগতে যোগবলে যে যে বস্তু দর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে. এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই তুমি দিল্লীর চেরাগ (চেরাগে দেহলী) এই উপাধিতে ভূষিত হইয়া নিখিল জগতের পাপ-তাপ দূর করিয়াছ। তোমার গৌরবময় উপাধি সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। এই দীন তোমার পবিত্র মাজার শরিফ ভক্তিভাবে দর্শন (জিয়ারত) করিয়া [illegible] জীবন ধন্য করিয়াছে।

বড়পীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া হযরত ফাতিমা খাতুনে জান্নাত (রাজি আল্লাহ আনহা) বলিলেন—"হে স্নেহের দুলাল আবদুল কাদের' আজ তোমারই জন্য আমাদের সকলের আগমন! বৎস! এখন আমার অনুরোধ, তুমি মখ্‌দুম বান্দাহ নওয়াজের অপরাধ মার্জনা করিয়া উহা[illegible]র্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কর?" তিনি বলিলেন—'মা জগজ্জননী আপনার আজ্ঞা নিশ্চয় পালন করিব। আমি ইচ্ছা করিয়া ইহার ফকিরী ধন কাড়িয়া লই নাই, সে নিজের দোষেই সে ধন হারাইয়াছে। এত দূর স্পর্ধা যে, সে আমা হইতে উচ্চপদ লাভ করিতে চায় এবং লোক-সাক্ষাতে আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এখন আপানার আদেশ শিরোধার্য করিয়া উহাকে ক্ষমা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিলাম।" তৎপরে বড়পীর সাহেব মখ্‌দুম বান্দাহ ওয়াজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ মখ্‌দুম! তুমি তোমার পীর হইতে যে গুপ্ত ফকীরী ধন সংগ্রহ করিয়াছিলে, এখন তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে। আমা হইতে উহার তিনগুণ মারিফত গ্রহণ কর। ইহা আমি তোমাকে প্রসন্ন মনে দান করিলাম। বড়পীরের কৃপায় মখ্‌দুম বান্দাহ নওয়াজ তিনগুণ গুপ্তবিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দ মনে গুলবর্গা শরিফে ফিরিয়া গেলেন। হে পাঠকগণ! এই জন্যই উপযুক্ত সদগুণে বিভূষিত পীরের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া নিজ মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে হয়। যাহারা উপযুক্ত সদ্‌গুণবিশিষ্ট পীর মনোনীত করিয়া শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিতে না পারে, তাহারা পরম করুণাময় খোদাওন্দ করিমের সুপ্রশস্ত পথ ভুলিয়া হাবু ডুবু খাইয়া থাকে। তাই বলি, যদি হযরত মখ্‌দুমের পীর হযরত নাসিরুদ্দীন চেরাগ দেহলী উপযুক্ত না হইতেন তবে উহার দুর্দশার শেষ থাকিত না।(*)

বড়পীর সাহেবের জুতা ও পিরহান চুরি করায় নবাবের নবাবী নষ্ট

হযরত মাহবুবে ছোবহানী আবদুল কাদের জ্বিলানী। বড়পীর সাহেবের বংশধর সৈয়দ আবদুল মুজাফফার কাদরী সাহেব দানাপুর নিবাসী ছিলেন। তাঁহার গৃহে প্রায় ছয়শত বৎসর হইতে বংশ পরম্পরানুক্রমে প্রাপ্ত বড়পীর সাহেবের একজোড়া জুতা ও একটি পিরাহান ছিল। ইনি অতি যত্ন ও ভক্তিসহকারে সেই দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান বস্তুদ্বয় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। পাদুকা দুইটি কখনও কখনও তিনি চোখে বুলাইয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন। প্রতি বৎসর রবিয়স সানি মাসের এগারই তারিখে প্রকাশ্যে সেই পাদুকা দুইটি বাহির করিতেন! ঐ দিন শহরের আমির ও ফকির নির্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক তাহা দেখিবার জন্য সমবেত হইত। সেই পাদুকা দুইটি চোখে মুখে বুলাইয়া সকলেই আপনাকে ধন্য মনে করিত। এই কারণেই দানাপুরের ইয়াজদহম উপলক্ষে পাদুকাদর্শন অভিলাষে সহস্র

(*) হিন্দুস্থানের পাঞ্জাতনের মধ্যে নাসিরুদ্দীন একজন। প্রথম—খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ; দ্বিতীয়—কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, তৃতীয়—ফরিদুদ্দীন গঞ্জে শকর ; চতুর্থ—নিজামুদ্দীন জরিজর বখশ চিশতী, পঞ্চম—নাসিরুদ্দীন চেরাগে দেহলী—এই

সহস্র লোকের সমাগম হইত। একবার আবুল মুজাফ্‌ফার দিল্লী দর্শন মানসে পাদুকা দুইটি ও পিরহানটি গাঁঠরিতে বান্ধিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। যে সময় তিনি দিল্লী শহরে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় বড়ই গোলযোগ। ঐ সময় খোরাসান অধিপতি সম্রাট নাদির শাহ্ পারস্য রাজ্য জয় করিয়া বহুসংখ্যক পারসিক সৈন্য সমভিব্যাহারে কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রমপূর্বক ভারতবর্ষে আসিয়া লাহোর অধিকার করিয়া দিল্লীর মোহাম্মদ শাহকে পরাজিত করেন। মোহাম্মদ শাহ নাদির শাহের শরণাপন্ন হইলে নাদির শাহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী রাজধানী পরিদর্শন করিতে আসেন। নাদির শাহ যখন সৈন্যসহ আসিতেছিলেন, তখন দিল্লীবাসী তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া প্রাণভয়ে ও ধন-রত্ন লুণ্ঠনের আশঙ্কায় একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ধন-রত্ন ও গৃহ-সামগ্রীসমূহ লুকাইয়া রাখিবার জন্য তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আবুল মুজাফ্‌ফার শহরবাসীদের ব্যস্ততা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন—অমিত ফকির মানুষ তাহাতে আবার বিদেশী লোক ; সঙ্গে এমন কিছুই সম্পত্তি নাই যে, তজ্জন্য ভাবনা করিতে হইবে, যেখানেই থাকি না কেন, আমার পক্ষে সবই সমান। তবে একটি কথা বিশেষ আশঙ্কাজনক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার গাঁঠরিতে পীর সাহেবের পাদুকা ও পিরহান আছে, তাহা যদি কোন পাষন্ড সৈনিক কাড়িয়া লয় কি করিব? যদি এমন দুর্লভ বস্তু হারাইয়া ফেলি তবে আমার শূন্য জীবনেই বা ফল কি? অতএব পূর্বেই সতর্ক হওয়া ভাল ; কথায় বলে সাবধানের মার নাই। আবুল মুজাফ্‌ফার অনেকক্ষণ চিন্তার পর এই স্থির করিলেন যে, আমার গাঁঠরি নবাব জেকরিয়া খান বাহাদুরের নিকট গচ্ছিত রাখিলে ভাল হয়। তিনি সচ্চরিত্র লোক নিশ্চয়ই ; তিনি অপরের বস্তু প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষা করিবেন। তাঁহার নিকটে কোন শত্রুর ভয় নাই, দুর্গের ন্যায় বাটির চতুর্দিকেই প্রাচীর, শত শত সৈন্য দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। তিনি একজন প্রভাব সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত লোক। খুব সম্ভব, তিনি পূর্ব হইতেই নাদির শাহের সহিত একটি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। সৈয়দ মুজাফ্‌ফার সাহেব এইরূপ মনে করিয়া গাঁঠরি হস্তে নবাব সাহেবের নিকটে গিয়া সবিনয়ে কহিলেন—"হুজুর। আমার এই গাঁঠরিটি আপনি গচ্ছিত রাখিবেন কি?" নবাব বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এই গাঁঠরিতে কি আছে?" সৈয়দ সাহেব কহিলেন 'ইহাতে আমার দুইটি অমূল্য বস্তু আছে—প্রথম—হযরত বড়পীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহেবের পাদুকা, দ্বিতীয়—তাঁহার পবিত্র অঙ্গের একটি পরিচ্ছদ!" ইহা শুনিয়া নবাব সাহেব কহিলেন—আচ্ছা রাখিয়া যান, এজন্য আপনাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। চাহিবামাত্র আপনার বস্তু আপনি ফেরত পাইবেন।" সৈয়দ সাহেব গাঁঠরিটি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। নবাব বাহাদুর অতি যত্ন সহকারে সেই গাঁঠরিটী লইয়া আপনার ধনাগারে রাখিয়া দিলেন। এদিকে নাদির শাহ সৈন্যসহ দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইলেন, তাহাই লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। নাদিরশাহ এগারশত উনচল্লিশ হিজরীতে দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত ধন-রত্ন লইয়া পারস্যাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি লোকের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইবার পর শহরে পুনঃশান্তি স্থাপিত হইল। এদিকে প্রাণ ভয়ে যে যেখানে পলাইয়াছিল, একে একে ফিরিয়া আসিয়া সকলেই ঘর-বাড়ি মেরামত করিয়া বাস করিতে লাগিল। সৈয়দ সাহেবও আসিয়া নবাবের কাছে গাঁঠরি চাহিলে নবাব সাহেব জামা ও জুতা জোড়াটি রাখিয়া গাঁঠরিটি ফেরৎ দিলেন। সৈয়দ সাহেব গাঁঠরি লইয়া আপন গৃহে পৌঁছিলেন। অনেক দিন জামা ও জুতা না দেখিয়া তিনি পাগলপ্রায় হইয়াছিলেন! বাটিতে আসিয়া ওজু ও অবগাহন করিয়া তাড়াতাড়ি গাঁঠরি খুলিয়া দেখিলেন যে, পিরহান ও পাদুকা নাই, শূন্য গাঁটরি। তিনি হতাশে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে নবাবের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং এশার নামায পড়িয়া নিদারুণ মনোদুঃখে শুইয়া পড়িলেন। তখনই তিনি তন্দ্রাভূত হইলেন। কতক্ষণ পরে দেখিলেন যে, সম্মুখে হযরত বড়পীর সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। যখন তাঁহাদের চারি চক্ষের মিলন হইল, তখন বড়পীর সাহেব বলিলেন—মুজাফ্ফার! তুমি আমার পরিচ্ছদ ও পাদুকার জন্য কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছ? উঠ, চক্ষু মেলিয়া দেখ, আমার পাদুকা ও জামা তোমার গৃহের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নবাবের সাধ্য কি যে, আমার পাদুকা ও জামা অপহরণ করিয়া রাখিয়া দেয়। সে যেমন তোমার সঙ্গে চাতুরী করিয়াছে, কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে, সে এই চাতুরীর কি ভীষণ প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বলিয়া সেখান হইতে হযরত বড়পীর সাহেব অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মুজাফ্ফার তখন উঠিয়া পরিচ্ছদ ও পাদুকা দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন! এদিকে অল্পদিনের মধ্যেই হযরত বড় পীরের অভিশাপে নবাব সাহেব সমস্ত ধন-

জন হারাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখে কেবল হায়! হায়! শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। শহর-বাজার, অলি-গলি ফিরিলেও কেহ তাঁহাকে এক মুষ্টি ভিক্ষাও দিত না; যাহারা তাঁহার সে ধূর্ততা জানিতে পারিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। অবশেষে দোকান-বাজারে ভিক্ষা না পাইয়া তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে বসিয়া 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থায় হতভাগ্য নবাব ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন।

বড়পীর সাহেবের পীরী-সেজরা

গওসল আযম সৈয়দ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী বড়পীর সাহেবের পীর সৈয়দ আবু সাইদ মখজুমী (রঃ), তাঁহার পীর শেখ আবু হাসেন কোরেশী (রঃ), তাঁহার পীর শেখ আবিল ফায়েয তরতুসী (রঃ); তাঁহার পীর শেখ আবিল ফাজেল আবদুল ওহাব তোমুমী (রঃ); তাঁহার পীর শেখ আবদুল আজিজ তোমুমী (রঃ); তাঁহার পীর শেখ আবুবকর শিবলী (রঃ); তাঁহার পীর সৈয়দ তারেফ জনিদ বাগদাদী (রঃ); তাঁহার পীর শেখ আবু হাসেন সরি-শক্তি (রঃ); তাঁহার পীর শেখ মারুফ করখী (রঃ); তাঁহার পীর সৈয়দ ইমাম আলি রেজা (রঃ); তাঁহার পীর ইমাম সৈয়দ মুছা কাজেম (রঃ); তাঁহার পীর সৈয়দ ইমাম জাফর সাদেক (রঃ); তাঁহার পীর সৈয়দ ইমাম বাকের (রঃ); তাঁহার পীর ইমাম হোসেন (রাজিঃ); তাঁহার পীর হযরত আলী করমুল্লা অজহু। তাঁহার পীর হযরত মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হিওয়াছাল্লাম।

বড়পীরের ফারসী মোনাজাত

ফারসী কবিতা লেখার প্রতিও হযরত বড়পীর (রঃ)-এর বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফারসী ভাষায় অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন। নিম্নের ফারসী মোনাজাত কবিতাটি ইহার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি ইহার দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

তা আবাদ ইয়ারব যেতু মিন লুতফিয়া দারাম উমেদ
আযতুগর উমেদ বরম আযকুজা দারাম উমেদ।
যিন্তাম উমর বছে চুঁদুশমন মগীর,
বেওয়াফা কারদাহ আম আজতু ওফা দারাম উমেদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মান ফক্বীরাম, মান গরীবাম বেকাছ ও বিমার আযার,
এক কাদাহ্ যাঁ শরবতে দারুশ শাফা দারাম উমেদ
বাওজুদই খাতাহা মান আতা দারাম উমেদ।
হামতু দীদা-মান চাহা কারদামতু পুরশীদ লুতফ,
হামতু মিদানী কেহ আয তুমান চাহা কারদাম উমেদ।

অর্থাৎ ঃ—হে আল্লাহ! তোমার রহমতের শেষ নাই ; নিশ্চয়ই আমি তোমার সেই রহমত লাভ করিবার দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছি। তোমার নিকট হইতে আমার আশা-আকাঙক্ষা যদি আমি প্রত্যাবর্তিত করিয়া লই ; তাহা হইলে আমি আর কাহার নিকট আকাঙক্ষার ডালি লইতে উপস্থিত হইব? হে আল্লাহ! আমি জীবনে বহু পাপ করিয়াছি, আমার জীবনে অনেক অকৃতজ্ঞ আচরণ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাই বলিয়া তুমি আমাকে শত্রু মনে করিও না ; আর তুমি যদি ক্ষমা না কর, তাহা হইলে আমার যাইবার স্থান আর কোথাও নাই। হে আল্লাহ! আমি নিঃস্ব গরীব ও রোগে-শোকে জর্জরিত প্রাণ, কিন্তু তোমার মহব্বতের শরাব দ্বারা আমার তৃষিত চিত্তে সান্ত্বনা বারি সিঞ্চিত কর। আমি পাপী পাপে পরিলিপ্ত ও পাপাচারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু তবু তোমার রহমতের আশা অন্তরে সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। হে আল্লাহ! আমি যাহা কিছু তোমার নিকট আশা-আকাঙক্ষা করিতেছি সেইগুলিতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গাফলতি নাই ; ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। সুতরাং হে করুণাময়! আমার মত দীন-হীন ও অথর্বের প্রতি তোমার রহমতের দুয়ার খুলিয়া দাও এবং আমার যাবতীয় আশা-আকাঙক্ষা পূর্ণ করিয়া দাও।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হযরত বড়পীর (রঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ-ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং নিরলস সাধনারক্ষেত্রে কেবল এই কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি স্বীয় প্রতিভা ও আদর্শের বিকাশ সাধনে জীবনে এমন কোন দিক নাই উহাতে অবগাহন করেন নাই। রূহানী তা'লীম ও তাওয়াজ্জুহের সহিত কলমী তা'লীম ও তাওয়াজ্জুহের যে মহান ক্ষেত্র তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরযুগ ধরিয়া পৃথিবীর পথভ্রান্ত মানুষকে সত্য পথের দিকে সর্বদাই আহ্বান করিতে থাকিবে।

সমাপ্ত

ক্বাদেরিয়া তরিকায় জেকের প্রণালী ও লতিফার স্থানগুলি

আব, আতশ, খাক, বাদ্ সর্ব্ব শরীরে এবং নাভী স্থানে নফছ্ ; এই পাঁচটি আলমে খাল্ক হইতেছে। আর আলমে আমর পাঁচটি যথা ঃ— কাল্ব, রূহ, ছির্র, খফী, আখ্ফা। কাল্ব-বাম স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে ; রূহ-ডাহিন বা দক্ষিণ স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে ; ছির্র-কড়ার উপর বুকের মাঝখানে ; খফী-পেশানীতে অর্থাৎ সেজদার জায়গায় ; আখ্ফা মাথার তালুতে। কিন্তু একমাত্র মোজাদ্দেদিতরিকা ছাড়া ক্বাদেরিয়া ও চিশ্তিয়া তরিকার লতায়েফগুলি একই স্থানে। চিশ্তিয়া তরিকার কান হাওয়ার মকান ; চক্ষু আতশের মকান ; নাক পানির মকান ; মুখ মাটির মকান ; তদভিন্ন কাল্ব, রূহ, খফি, আখফা, নাফছ কাদেরিয়ার ন্যায়, তবে নাফ্ছ নাভি হইতে সর্ব্বশরীরে। মোজাদ্দেদি তরিকায় কাল্ব বাম স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে ; রূহ দক্ষিণ স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে ; ছির্র কাল্বের দুই অঙ্গুলির উপরিভাগে বুকের কড়ার নিকট বক্রকারে ; খফি-রূহুর দুই অঙ্গুলির উপরিভাগে, আক্ফা নাভি দেশ হইতে বক্ষঃ স্থল হইতে সোজা এবং নাফছ কপালের ভ্রূযুগলের মধ্যে।

ক্বাদেরিয়া তরিকার কামালিয়া খান্দানের এছমে জাত কাল্ব বাম স্তনের দুই আঙ্গুলি নীচে ; রূহ দক্ষিণ স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে ; ছির্র কাল্বের দুই অঙ্গুলির উপরিভাগে বুকের কড়ার নিকট বক্রাকারে ; খফি-রূহুর দুই উপরিভাগে, আখ্ফা নাভি দেশ হইতে বক্ষঃ স্থল হইতে এবং নাফছ কপালের ভ্রূযুগলের মধ্যে।

ক্বাদেরিয়া তরিকার কামালিয়া খান্দানের এছমে জাত কাল্ব জারী হইলে নফী এছ্বাত ছয় লতিফা এক সঙ্গে করিতে হয়। পৃথক পৃথক ছয় লতিফা জারী করিতে হয় না, তাহা জলী ও খফি দুই প্রকারের করিতে পারা যায়, তবে খফি যোগে করা উত্তম। কিন্তু মোজাদ্দেদি তরিকায় পৃথক পৃথক লতিফার জেকের জারী করিয়া ছুলতান আজকার সর্ব্ব শরীরে জারী করিতে হয়। পরে দশ লতিফা এছলাহ্ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে নূরের ফয়েজ আমল করিবেন। এই তরিকাটি কাদেরি ; নক্শবন্দি ও চিশ্তিয়া মোজাদ্দেদি না বলিয়া তরিকায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোহাম্মদি বলা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং আপনারা তরিকায় মোহাম্মদি বলিতে চেষ্টা করিবেন, পীর ছাহেবের নিকট কেবল পীর পীর বলিয়া কদমবুছি করিতে যাইবেন না বা চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় তাঁহার আদিষ্ট বাক্যগুলি পালন করিয়া শরিয়তের সম্পূর্ণ বা পুরাপুরী জ্ঞান লাভ করিলে আপনিও একজন পীর হইবেন, তাহা বলিয়া মোকদ্দমায় জয় পরাজয় দোওয়া'র বরকতে কার্য্য ফতে ও মুরিদের অর্থনাশ যেমন পেশা না হয়।

ছালেক জেকের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ছওয়াব রেছানি করিয়া লইবেন।

নিয়ম ঃ—এস্তেগফার ঃ—

(১) (আস্তাগ ফেরুল্লাহে রব্বি মিন কুল্লে জাম্বেওঁ ও আতুবো এলায়হে।) বেজোড় সংখ্যায় কয়েকবার ; (২) আল্‌হাম্‌দো ছুরা বিছমিল্লাহ সহ ৩ তিনবার ; (৩) ছুরা এখলাছ বিছমিল্লাহ্ সহ ১০ দশবার এবং (৪) দরুদ শরিফে ১১ এগারবার পড়িয়া নিম্নলিখিত মোনাজাত করিবেন।

মোনাজাত ঃ—ইয়া আল্লাহোতায়া'লা, আমি যাহা কিছু পড়িলাম ইহার ছওয়াব হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহো আ'লায়হে অছ্ছালামের উপর ; তাঁহার আওলাদ ও আছহাবগণের উপর ; গওছল আজম বড় পীর ছাহেব (সৈয়দ আবদুল ক্বাদের জীলানি) রহমাতুল্লাহ্ আ'লায়হের উপর ও তাঁহার তরিকার যত ওলী আছেন তাঁহাদের উপর পৌঁছাইয়া দেন এবং তাঁহাদের ওছিলায় আপনার মা'রেফাত ও মাহব্বত আমার নছিব করুন, ইয়া আল্লাহ্! আমীন!

দরুদ শরিফ পড়িবার প্রণালী

এই তরিকার ছালেকগণ অর্থাৎ জাকেরগণ এশার নামাজ বা মগরেব নামাজের পর অথবা এশার নামাজ পর এইরূপ তরিকার কার্য্যগুলি করা শ্রেয়, ঐ সময় চক্ষু দ্বয় বন্ধ করতঃ নামাজের ন্যায় দুই জানু অথবা বাম পায়ের কেমাছ রগ ডান পা দিয়ে দাবিয়া ধরিয়া চার জানু বসিয়া কল্‌বের দিকে খেয়াল করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ত করিবেন।

নিয়ত ঃ—আমি আমার কল্‌বের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার কল্‌ব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কল্‌বের ওছিলায় হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহো আ'লায়হে অছ্ছালামের কল্‌বের দিকে মোতেজ্জেহ্ আছে। তাঁহার তাওয়াজ্জু, মাহব্বত ও জেয়ারত আমার নছিব করুন, ইয়া আল্লাহ্। ইহার পর নিম্নলিখিত দরূদ শরিফ ১০০ একশত বার হইতে ৫০০ পাঁচশত বার পর্য্যন্ত প্রতহ্য এশার নামাজ পর এক নিয়মে পড়িবেন যেন কোন কম বেশী সংখ্যা না হয়।

আল্লাহুমা ছাল্লে আ'লা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদেন ওছিলাতি এলায়কা ওয়া আলেহি ওয়া এ'তরাতেহি ওয়া বারেক ছাল্লেম। (অথবা এ'তরাতেহি ওয়া বারেক এই দুইটি শব্দ বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলি পড়িতে পারেন।)

অর্থ ঃ—আয় আল্লাহ্, আমাদিগের ওছিলা আপনার পথে আমাদিগের ছৈয়দ হযরত মহাম্মদ (দঃ) তাঁহার আল আওলাদ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুগণের প্রতি ছালামত ও বরকত হউক।

প্রকাশ থাকে যে, "আল্লাহুমা" বলিবার সময় আল্লাহো তায়া'লার দিকে মনোনিবেশ এবং রছুলের নামের সময় রছুলের দিকে খেয়াল দিবেন। ইহার পর ফজর নামাজ বাদ নিম্নলিখিত ভাবে নিয়ত করতঃ নিম্নের দরূদ শরিফ ১০০ একশত বার পাঠ করিবেন।

নিয়ত ঃ—আমি আমার কল্‌বের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার কল্‌ব জনাব পীর ছাহেব কেব্‌লার ওছিলায় হজরত মাহবুবে ছোবহানি কুতুবে রব্বানি গওছে ছামদানি হযরত শেখুল শেখ ছৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদের জীলানী রহ্‌মাতুল্লাহ্ আ'লায়হের কল্‌বের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ্ আছে। তাঁহার তাওয়াজ্জু, মাহব্বত ও জেয়ারত আমার নছিব হউক ; ইয়া আল্লাহ্।

(আল্লাহুমা ছাল্লে আ'লা ছাইয়েদেনা মোহাম্মদেন ছাইয়েদেল মোরশেদিনা ওয়া আ'লা আরশাদে আওলাদেহিশ্ শায়খে আবদুল ক্বাদের জিলানি, এমামেত্ তরিকাতে ওয়াল আওলিয়ায়েল কামেলিন।)

অর্থ ঃ—আয় আল্লাহ্তায়ালা, আপনি রহমত নাজেল করুন আমাদের সর্দ্দার মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর, যিনি সমস্ত মুরশীদগণের সর্দ্দার হইতেছেন এবং তাঁহার সমধিক সুপথ প্রাপ্ত বংশধর শেখ আবদুল ক্বাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ্ আ'লায়হের উপর, যিনি তরিকত ও কামেল পীরগণের এমাম হইতেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত দরূদ শরিফ সমূহ নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দিন পাঠ করিবেন, কোনমতে ত্যাগ করিতে পারিবেন না ; এমন কি অসুস্থ হইলে শুইয়া বা বসিয়া যে প্রকারে হউক আদায় করিবেন।

অথবা

(আল্লাহুমা ছাল্লে আ'লা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদেন মা'দানেল জুদে অল কারাম)। এই দরূদও পড়িতে পারেন।

অর্থ ঃ—আয় আল্লাহ্! আপনি রহমত নাজেল করুন ; আমাদের সর্দ্দার মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আ'লায়হে আছাল্লামের উপর; যিনি সর্ব্বপ্রকার দান ও বখ্শিষের খনি হইতেছেন।

অথবা

(আল্লাহুমা ছাল্লে আ'লা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদেন মা'দানেল জুদে অলকারাম, মম্বায়েল এলমে ওয়া হেলমে ওয়া হেকামে ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লাম)। এই দরূদ শরিফ পাঠ করিতে পারেন।

চিশ্তিয়া তরিকায় অগ্রে পাছ আনফাছ জেকের করিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য তরিকায় প্রথমে এছমে জাত জেকের করিতে হয় এবং কাদেরিয়া তারিকায় প্রথম নফি এছ্বাত বা এছমজাত জেকের করিতে পারা যায়।

পাছ আনফাছ অর্থাৎ শ্বাশ প্রশ্বাসের জেকের করিবার কায়দা

এই তরিকার ছালেকগণ প্রথমতঃ এশা ও ফজর নামাজ বাদ তরিকার দরূদ শরিফ আমল করার সঙ্গে সঙ্গে পাছ আনফাছ করিতে থাকিবেন। পাছ আনফাছ জেকের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে করিতে হয়। যথা ঃ—শ্বাস ফেলিবার সময় (লাইলাহা) এবং টানিবার সময় (ইল্লাল্লাহ্)। এই জেকের করিতে কোন প্রকার জবরদস্তি করিবেন ন। চলাফেরা, উঠা বসা, খাওয়া শোওয়া, সকল সময় সকল অবস্থায়ই উহার খেয়াল রাখিবেন। ভুলক্রমেও যেন কোন শ্বাস আল্লাহ্ পাকের জেকের হইতে গাফেল না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে। জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ সর্ব্বদা জেকের হইতে থাকিবে ; যাহার ফলে ছালেকের দেল হইতে দুনিয়ার মাহব্বত ক্রমশঃ কমিয়া আল্লাহ্ পাকের মাহব্বত গালেব হইয়া যাইবে।

উক্ত ওজিফাগুলি কিছুকাল ভালরূপে আমল করার পর প্রত্যহ অবসর মত অল্প আওয়াজের সহিত ঘন্টাখানেক জলী জেকের করিবেন। জেকের যত বেশী করিবেন, ততই ফায়েদা হইবে। জেকের করার পূর্ব্বে ছাওয়াব

রেছানি করিয়া লইবেন। জোরে জেকের করিবেন না। কারন রাছুলুল্লাহে (দঃ) বলিয়াছেন, কালান্নাবি (ছঃ) আফজালো জ্জেকরেল খফিও

অর্থ ঃ—খফিভাবে জেকের ফজিলত দান করে। (আল্লাহ্ ইহার এছমে জাত।

জরবী জেকের প্রণালী

নিয়ত ঃ—আমি আমার কল্বের দিকে মোতওয়াজ্জে আছি, আমার কল্ব জনাব পীর ছাহেব কল্বের ওছিলায় আল্লাহ্ তায়া'লার দিকে মোতাওয়াজ্জে আছে ; তরিকায় মোহম্মদিয়া নিছবত্ অনুযায়ী এক জরুবী জেকেরের ফয়েজ আমার কল্বে আসুক।

এছবাত বা এছমেজাত একবার হলকুম (গলার ভিতর) ও একবার মুখে বলার নাম এক জরবী জেকের। ইহা পীর ছাহেবের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন। এই প্রকারে দুই, তিন ও চারি জরবী হইতে পারে।

আখ্ফা
খফি
চিশ্তিয়া রূহ ছির্র কল্ব
নফ্ছ

নফী এছবাত অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ জেকেরের কয়দা

কেবলা রোখ হইয়া নামাজে বসার ন্যায় বসিবেন এবং চক্ষু বন্ধ করত ঃ কল্বের দিকে খেয়াল করিয়া অল্প আওয়াজের সহিত (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এই কলেমার জেকের করিতে হইবে কিংবা আওয়াজ না করিয়া ইশারার দ্বারা এই প্রকারে 'লা' শব্দ নাভী হইতে উঠাইয়া আখ্ফা বা মাথার ধুকধুকী পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন, তথা হইতে দক্ষিণ পঞ্জরের রূহ পর্য্যন্ত 'এলাহা' শব্দ আনিবেন, তথা হইতে সোজাসুজি ছির্র ভেদ করিয়া "ইল্লাল্লাহ্" জরব দিবেন, যেমন আল্লাহ্র নামে ছির্র পর্য্যন্ত ধমক লাগে। প্রথম শ্রেণী ঃ—লামা'বুদা ইল্লাল্লাহ্ ; দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ—লামা'কছুদা ইল্লাল্লাহ্ ও তৃতীয় শ্রেণী ঃ—লামাওজুদা ইল্লাল্লাহ্ কিংবা লাফায়ে'লা ইল্লাল্লাহ ; লাজাহেরা ইল্লাল্লাহ্ ও লাবাতেনা ইল্লাল্লাহ্ ইহাই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মানে খেয়াল করিবেন।

আল্লাহ্র নামের আছমায়ে আফয়া'ল ; যেমন খালেকো ও মহিও

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছমায়ে ছেফত ; যেমন রহমান ও রহিম ও এছমেজাত ; আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্রই জাতি নাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তরিকায় মোহাম্মদিয়া খফিজেকের কামালিয়া খান্দানের আল্লাহ্ তায়া'লার কয়েক মোবারক নামের জেকের—

(আল্লাহু হাজেরী)	আল্লাহ্	আমার	নিকট	হাজের আছেন।
(„ নাজেরী)	„	„ দিকে	চাহিয়া	রহিয়াছেন।
(„ ছামীয়ী)	„	„	কথা	শুনিতেছেন।
(„ বাছীরী)	„	আমাকে		দেখিতেছেন।
(„ মায়ী)	„	আমার	সঙ্গে	আছেন।

জেকের হালতে উল্লিখিত নাম মোবারকগুলির মানের দিকে খেয়াল রাখিবেন।

নিয়ত ঃ—আমি আমার কল্বের দিকে মোতাওয়াজ্জে আছি, আমার কলব পীর ছাহেব কেবলার কল্বের ওছিলায় আল্লাহ্ তায়া'লার মোবারক নাম আল্লাহু হাজেরী, আল্লাহু নাজেরী, আল্লাহু ছামীয়ী আল্লাহু বাছীরী, আল্লাহু মায়ী এর দিকে মোতাওয়াজ্জে আছে, এই মোবারক নাম সমূহের ফয়েজ আমার কাল্বে আসুক। তৎপর কালবের দিকে খেলায় করিয়া উপরোক্ত নামগুলি মনে মনে পড়িতে থাকিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তায়া'লা আমাদের সঙ্গে ও কাছে থাকার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তায়া'লার এলম ও কুদরত প্রত্যেক বস্তুত সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা অবগত আছেন ও তাঁহার কুদরত (ক্ষমতা) প্রত্যেক বস্তুর উপর আছে। তিনি সময় স্থান ও দিকের হিসাবে সঙ্গী বা কাছে নন। এইখানে ধোকায় পড়িয়া যেন এছলামের আকিদাহ নষ্ট না হয়। সাবধান!

দশ মাকামের নূরের ফয়েজের মোরাকাবা

এই তরিকার ভিন্ন ভিন্ন লতিফাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন মাকামের মোরাকাবা করিতে হয়। যথা ঃ—কালব লতিফায়—মাকামে তওবা ; রূহ লতিফায়—এনাবত্ (আল্লাহ্র দিকে খালেছভাবে রুজু হওয়া) ছির্র লতিফায়—জোহ্দ (দুনিয়ার খাহেশ ত্যাগ করা এবং নিষিদ্ধ বস্তু হইতে পরহেজ করা) ; খফী লতিফায়—অরা' (পরহেজগারী অবলম্বন করা এবং সন্দেহজনক বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকা) ; আখ্ফা লতিফায়—শোকর্ (আল্লাহ্ তায়া'লার নেয়ামত ও এহছানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা) ; আব্ লতিফায়—

কানায়া'ত্ (অল্পে তুষ্টি) ; আতেশ লতিফায়—তাছ্লীম (আল্লাহ্র হুকুম আহকামকে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লওয়া) ; খাক্ লতিফায়—রেজা (আল্লাহ্ তায়ালা'র কার্য্যসমূহে রাজী থাকা) ; বাদ লতিফায়—ছাব্র্ (সহিষ্ণু হওয়া, ধৈর্য্য অবম্বন করা)।

১। কালব লতিফায় মাকামে তাওবার (মোরাকাবা)

নিয়ত ঃ—আমি আমার কাল্বের দিকে মোতাওয়াজ্জে আছি, আমার কলব জনাব পীর ছাহেব কেবলার কাল্বের ওছিলায় হযরত ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (রাঃ) এর কাল্বের দিকে মোতাওয়াজ্জে আছে, তাঁহার কাল্ব হইতে হাকীকতে মাকামে তাওবার ফয়েজ আমার কালবে আসুক।

এই মোকামে মোরাকাবা হালতে নিজ জীবনের কৃত ছোট বড় গোনাহ্ সমূহকে স্মরণ করতঃ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অতি আজেজী ও এনকেছারীর (হীনতা ও কাতরতার) সহিত দয়াময় আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট খালেছ দেলে তাওবা করতঃ মাফ চাহিতে থাকিবেন। প্রত্যেক কৃত গোনাহের জন্য কাঁদিতে থাকিবেন। কাঁদা না আসিলে কাঁদার ভাব ধারণ করিবেন। মধ্যে মধ্যে এস্তেগ্ফার পড়িবেন, কিম্বা নিম্নলিখিত আয়েত শরিফ যদ্দারা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) আপন পতনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা-র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে মনেম পড়িতে থাকিবেন।

(রাব্বানা জলামনা আনফোছোনা ও ইল্লাম তাগফেলানা ও তার হাম্না লানাকুন্না মেনাল খাছেরীন)।

অর্থ ঃ—"হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা নিজেদের উ পর জুলুম করিয়াছি ; আর যদি আপনি আমাদিগকে মাফ না করেন ও দয়া না করেন তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইব।"

মোরাকাবা হালতে খেয়াল করিবেন যে, হযরত আদম আলায়েহেচ্ছালামের যেরূপ তাওবা নছিব হইয়াছিল সেরূপ নছিব আমারও নছিব হউক।

লতিফায়ে কালব হযরত ছাইয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামের কদমের নীচে অর্থাৎ তাঁহার ওছিলায় ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কালবের নূর জরদ (হলদে বা ঈষৎ রক্তাভ হরিদ্রা)।

২। রুহ লতিফায় মাকামে এনাবাতের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ—পূর্ব্বের ন্যায় কেবল হযরত ছৈয়দ আবদুল কাদের জেলানী রহঃ) এর ওছিলায় তাঁহার রূহ হইতে হাকীকাতে মাকামে এনাবতের ফয়েজ আমার রূহে আসুক। এই প্রকারে প্রত্যেক লতিফায় ঐ সকল ফয়েজের নাম করিতে হইবে মাত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোরাকাবা হালতে মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জেকের খেয়াল করতঃ এনাবতের ফয়েজ আরজু করিতে থাকিবেন। পরবর্ত্তী মাকামগুলিতেও মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জেকের খেয়াল করতঃ ঐ সকল মাকামের নির্দিষ্ট ফয়েজ আরজু করিতে থাকিবেন।

মোরাকাবা হালতে রূহ লতিফার দিকে খেয়াল করতঃ অতি আগ্রহ সহকারে দয়াময় আল্লাহ্ তায়া'লার দিকে খালেছভাবে রুজু হওয়ার, তাঁহার আদেশ নিষেধের মোকাবেলায় দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবার এবং দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা ভাবনা হইতে বিমুখ হইয়া তাঁহার খেয়াল ও ধেয়ানে বিভোর থাকিবার ক্ষমতা ও তৌফিক মনে মনে প্রার্থনা ও আরজু করিতে থাকিবেন।

লাতিফায়ে রূহ হযরত ছাইয়েদেনা এব্রাহিম (আঃ) ও নূহ (আঃ) এর কদমের নীচে অর্থাৎ তাঁহাদের অছিলায় ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রূহের নূর ছোর্‌খ্ (লাল)।

৩। ছির্র লতিফায়—মাকামে জোহদের মোরাকাবা

মোরাকাবা হালতে লতিফায়ে ছির্রের দিকে খেয়াল করতঃ মনে মনে আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে থাকিবেন যে, এই ঘোর সংসারী বান্দাকে সংসারের জঘন্য মায়া, মোহ, লিপ্সা ও গোলামী হইতে মুক্তিদান করতঃ তোমার প্রতি রাগ'বত ও অনুরাগের ভাব অন্তঃকরণে জাগাইয়া দাও।

লতিফায়ে ছির্র হযরত ছাইয়েদেনা মুছা আ'লায়হেচ্ছালামের কদমের নীচে অর্থাৎ তাঁহার ওছিলায় ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছির্রের নূর ছুফেদ (সাদা)।

৪। খফী লতিফায় মাকামে অরা'র মোরাকাবা

মোরাকাবা হালতে আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট আজেজী ও এনকেছারী সহকারে মনে মনে এইভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবেন—হে পরওয়ারদেগার, এই দুর্ব্বল নির্ব্বোধ বান্দাকে গোনাহ হইতে ফিরিয়া থাকিবার, শক্ শোবার বস্তুগুলি ত্যাগ করিবার, বেহুদা কাজ ও কথা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা দান কর।

লতিফায়ে খফী হযরত ছাইয়েদেন ঈছা (আঃ) এর কদমের নীচে। খফীর নূর ছিয়া (কাল চম্‌কদার)।

৫। আখফা লতিফায়—মাকামে শোক্‌রের মোরাকাবা

মোরাকাবা হালতে আল্লাহ্ তায়া'লার অসংখ্য জাহের ও বাতেন নেয়ামত ও এহছানের শোকর গোজারীর ক্ষমতা আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট

প্রার্থনা করিবেন এবং তৎপ্রতি শোকর গোজারী আদায় করিতে থাকিবেন।

লাতিফায়ে আখ্‌ফা হযরত নবী করিম (দঃ) এর কদমের নীচে। আখফার নূর ছব্‌জ (সবুজ) তরিকাতে মোহাম্মদিয়ার ছালেকগণ লাভ করিয়া থাকেন।

৬। নফ্‌ছ লতিফায় মাকামে তাওয়াক্কোলের মোরাকাবা

মোরাকাবা হাল্‌তে রেজেক, দৌলত, কাজকর্ম্ম, আমল এবাদত ধ্যান ধারণা, মান-সম্মান প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্ তায়া'লার উপর সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করিবার ক্ষমতা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন।

নফ্‌ছের নূর বিশুদ্ধ হওয়ার পর রং বিহীন বোধ হয়।

৭। আব্ লতিফায়—মাকামে কানায়াতের মোরাকাবা

মোরাকাবা হালতে আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট অল্প তুষ্ট থাকিবার এবং তিনি যাহা তাহার জন্য কিছমত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন।

৮। আতেশ লতিফায়—মাকামে তাছ্‌লীমের মোরাকাবা

মোরাকাবা হালতে মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জেকেরের সঙ্গে তাছ্‌লীমের ফয়েজ আরজু করিতে থাকিবেন এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট এইভাবে প্রার্থনা করিবেন—হে আল্লাহ্!

৯। খাক্ লতিফায়—মাকামে রেজার মোরাকাবা

এই মোরাকাবায় আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট রেজার ফয়েজ আরজু করিতে থাকিবেন এবং তাঁহার নিকট এইভাবে প্রার্থনা করিবেন—হে পরওয়ার দেগার! তক্‌দীরের (অদৃষ্টলিপির) উপর রাজি থাকিবার ক্ষমতা আমাকে দান কর।

১০। বাদ্ লতিফায়—মাকামে ছাবরের মোরাকাবা

মোরাকাবা হালতে আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট ছাব্‌রের ফয়েজ আরজু করিতে থাকিবেন এবং তাঁহার নিকট এই ভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবেন—হে আল্লাহ্ তায়া'লা, সকল প্রকার আপদ বিপদে, দুঃখ কষ্টে, বালা মছিবতে ছাব্‌র করিবার ক্ষমতা আমাকে দান কর।

ছোলতানুল্ আজ্‌কার

লতিফাসমূহের পৃথক পৃথক মোরাকাবা শেষ করতঃ অবশেষে সব লতিফাগুলির একসঙ্গে মোরাকাবা করিবেন।

নিয়ত ঃ—আমি আমার দশ লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জে আছি, আমার দশ লতিফা জনাব পীর ছাহেবের দশ লতিফার ওছিলায় হযরত

ছৈয়দ আবদুল ক্বাদের জ্বিলানী (রহঃ) এর দশ লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জে আছে, তাঁহার দশ লতিফা হইতে ছোলতানুল আজকারের ফয়েজ আমার দশ লতিফায় আসুক।

মোরাকাবা হালতে আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট এক সঙ্গে সমস্ত মোকামগুলির ফয়েজ প্রাপ্তির আরজু করিতে থাকিবেন এবং বিনয়ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবেন।

ফানা ফিল্লাহ্ মাকামের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ—আমি আমার জেছ্ম (শরীর) ও জানের দিকে মোতাওয়াজ্জে আছি, আমার জেছ্ম ও জান জনাব পীর ছাহেব কেবলার ওছিলায় আল্লাহ্ তায়া'লার জাত বাহতের (পাকের) দিকে মোতাওয়াজ্জে আছে, জাত বাহত হইতে ফানা ফিল্লাহ্ মাকামের ফয়েজ আমার জেছ্ম ও জানে আসুক।

(যাহা আল্লাহ্র খাছ্ মাহব্বতে দায়রা হইতে পায়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে জাত বাহত বলে এবং যাহা দশ লতিফা আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু হইতে পাওয়া যায়, তাহাকে ওহাদানিয়েত বলে)।

জেকেরের নিয়ম ঃ—(আল্লাহো ছামীউন) নফছ্ লতিফা হইতে আরম্ভ করিয়া ছির্র লতিফা পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে ; তৎপর (আল্লাহো বাছীরুন) ছির্র লতিফা হইতে খফী পর্যন্ত লইয়া যাইবে ; তৎপর (আল্লাহো আলীমুন্) খফী হইতে আখ্ফা পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে ; তৎপর (আল্লাহো কাদীরুন) আখ্ফা হইতে আরশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহো কাদীরুন্ আরশ হইতে আখ্ফা পর্য্যন্ত ; আল্লাহো আলীমুন্ আখ্ফা হইতে খফী পর্য্যন্ত ; আল্লাহো বাছীরুন্ খফী হইতে ছির্র পর্য্যন্ত ; আল্লাহো ছামীউন্ ছির্র হইতে নফ্ছ্-পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে অবতরণ করিবেন।

অন্য নিয়ম ঃ—আল্লাহু বাছীরুন্ নফ্ছ্ হইতে ছির্র পর্য্যন্ত ; আল্লাহু ছামীউন্ ছির্র হইতে আরম্ভ করিয়া খফীর উপর দিয়া আখ্ফা পর্য্যন্ত ; আল্লাহু আলীম, আখ্ফা হইতে পহেলা আছমান পর্য্যন্ত; আল্লাহু কাদীর পহেলা আছমান হইতে আরশ পর্য্যন্ত ; অতঃপর আল্লাহু হাইউন্ পরে তথা হইতে কাদীরুন বলিয়া ঘুরিতে থাকিবেন। আল্লহু আলীম, আল্লাহু বাছিরুন, আল্লাহু ছামীউন যথাক্রমে আরশ হইতে পহেলা আছমান ; তৎপর আখ্ফা, তৎপর ছির্র, তৎপর নফ্ছ্ পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে অবতরণ করিবেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিবেন।

নফ্ছ্ হইতে ছির্র পর্য্যন্ত বছিরুন, ছির্র হইতে খফী পর্য্যন্ত ছামীউন, খফি হইতে আখ্ফা পর্য্যন্ত আলিমুন ; আখ্ফা হইতে আছমান পর্য্যন্ত হাইউন ; পরে আরশ পর্য্যন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে কাদীরুন্ বলিয়া নিম্ন মুখে হাইউন, আলীমুন, ছামিউন, বাছিরুন বলিতে হইবে। **সমাপ্ত**

pdf By Syed Mostafa Sakib